BOIGHAR.COM

বইঘর নিবেদিত

ওয়েস্টার্ন

# তিনসঙ্গী অশ্বারোহী

কাজী মাহবুব হোসেন

সবা প্রকাশনী
বইঘর

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

# তিনসঙ্গ অশ্বারোহী

## কাজি মাহবুব হোসেন

ছলে, বলে, কৌশলে অসহায় মাইনারদের কাছ থেকে
কার্বন ক্যানিয়ন ছিনিয়ে নিতে চাইছে
অর্থলোভী বড়লোক মাইনার জিম ডার্বি। সাহায্যে
এগিয়ে এল এক স্ট্রেঞ্জার।
কিন্তু একা একজন কি করবে?
ডার্বি ওদের শায়েস্তা করার জন্যে ভাড়া করল
এক অসৎ ইউ এস মার্শাল আর তার ছয় ডেপুটিকে।
খুন হয়ে গেল একজন মাইনার।
এবার কি ঘটবে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী বইঘর

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

# নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী

কাজি মাহবুব হোসেন

www.boighar.com

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16 8140 4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেগুনবাগান প্রেস**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও বক্স . ৮৫০

পরিবেশক
**প্রজাপতি প্রকাশন**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
**সেবা প্রকাশনী**
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
**প্রজাপতি প্রকাশন**
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

NISHSONGO OSSHAROHI
A Western Novel
By Qazi Mahbub Hussain

ঊনত্রিশ টাকা

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

# নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী

# ওয়েস্টার্ন

# নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী

## কাজী মাহবুব হোসেন

**SCAN & EDITED BY:**

**BOIGHAR**

**FACEBOOK:**

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

**WEBSITE**

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

**কাজি মাহবুব হোসেন:** আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিষ্ঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্নোন, খুনে মার্শাল।
**খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।
**রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।
**শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।
**আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক।
**রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস।
**হিফজুর রহমান:** শিকারী।
**জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।
**আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত।
**আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু।
**বজলুর রহমান:** বাজি।
**খসরু চৌধুরী:** ভুল।
**আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা।
**এ. টি. এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ।
**তাহের শামসুদ্দীন:** স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি।
**কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ।
**কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র।
**প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার।
**কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা।
**ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত।
**টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি।
**মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে।
**শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ।

**বিক্রয়ের শর্ত:** এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা নিষিদ্ধ।

# এক

পার্সি স্মিথকে লোকে 'স্পাইডার' নামেই ডাকে। কারণ ওর বাপ-মায়ের দেয়া নামে ওকে ডাকার সাহস কারও নেই। 'পার্সি' নামটাকে আমেরিকার লোকজন অপমানজনক বলে মনে করে—তাই ওটাকে নিজের নাম বলে স্বীকার করে না স্পাইডার।

ডাক-নামের সাথে ওর চলাফেরার অনেক মিল আছে। স্পাইডারের জাল বোনার মতই ব্যস্ত ভাবে সে সারাদিন নিজের ক্লেইমের ওপর ছোটাছুটি করে বেড়ায়। আর পাঁচজনের মত ধৈর্য ধরে কার্বন ক্রীকের ধারে বসে প্যান করা বা লঙ্ টম্ (ছয় ফুট লম্বা সোনা বাছাই করার বাক্স) নিয়ে কাজ করা ওর ধাতে সয় না। ছোট গড়নের ছটফটে লোকটা কখনও প্যান করছে, পরক্ষণেই আবার বেলচা দিয়ে ঝর্নার তলা থেকে নুড়ি ওঠাচ্ছে, কিংবা বড়বড় পাথর পরীক্ষা করে ওর ভিতর সোনা পাওয়া যায় কিনা। দেখছে সিয়েরার রোদে পোড়া ওর বাদামী হাত প্যানের গ্র্যানিট আর শিস্ট্ দ্রুত আঙুলে সরিয়ে সোনা খোঁজে। কিন্তু তারই ফাঁকে মাঝেমাঝে নিজের প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে দুজনকে হাত নেড়ে আশ্বস্ত করে।

স্পাইডারের মত একহাতে প্যানিঙ করার দক্ষতা এ তল্লাটে আর কারও নেই। একবেলা খাওয়ার বিনিময়ে আগ্রহের সাথেই কার্বন ক্রীকের নবাগত মাইনারদের সে তার প্যানিঙের কৌশল দেখাত। এখন আর তা পারছে না। বেশ কয়েক মাস হলো, কার্বন ক্রীকে নতুন


বইঘর.কম

মাইনার কেউ আসছে না। অবশ্য এর পিছনে বিশেষ একটা কারণও আছে।

সিয়েরা নেভাডা এলাকায় লোলা মন্টেজ পাহাড়ের পশ্চিম ঢালে বেশকিছু সোনা পাওয়া যাচ্ছে জেনেও এখন আর নতুন মাইনার এদিকে আসছে না। সোনা পাওয়ার খবরের সাথে মাইনারদের ওপর এলাকার একজন প্রতাপশালী লোকের অত্যাচারের খবরও ওরা পেয়েছে।

এই সময়ে একটু তামাক ফুঁকলে মন্দ হত না, ভাবল স্পাইডার। কিন্তু ক্রীকের ধারে কেউ ধূমপান করে না। ওটা অবসর সময়ের আয়েশ। উঁচু পাহাড়ে ঘেরা ক্রীকের ধারে দিনের আলো কম সময়ের জন্যেই থাকে। তাই দিনের আলো হেলায় নষ্ট করার জিনিস নয়। দিনের আলো কেবল সোনা সংগ্রহের কাজেই লাগানো উচিত। পায়ের ওপর পা তুলে ধোঁয়া গিলতে বসলে হয়তো পায়ের তলা দিয়েই সোনার নুড়ি গড়িয়ে নিচে নেমে যাবে, সে টেরও পাবে না।

তবে কঠিন পরিশ্রম করলেই যে কার্বন ক্রীকের মানুষ বড়লোক হয়ে যাবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। সবই ভাগ্য। এখানে সোনা পাওয়ার একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা যে আছে তা সবাই জানে। মোটামুটি পেট চালাবার মত সোনা এখানে সবাই পেয়েছে। হঠাৎ ভাগ্য খুলে যাওয়ার আশায় কেউ আর যেতে পারছে না।

ক্রীকের পাথরে বাড়ি খেয়ে শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছে ঝর্নার পানি। হঠাৎ পানির শব্দ ছাপিয়ে একটা গুড়গুড় আওয়াজ স্পাইডারের কানে পৌঁছল। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল সে। গ্রীষ্মে বজ্রবৃষ্টি এই এলাকায় নতুন কিছু নয়। কিন্তু আকাশটা একেবারে পরিষ্কার—এক টুকরো মেঘও নেই। তবে তাই বলে বৃষ্টি হবে না, একথা কেউ নিশ্চিত হয়ে বলতে পারবে না। যেকোন মুহূর্তে পাহাড়ের ওপাশ থেকে মেঘ উপচে এসে বৃষ্টি ঘটাতে পারে। সিয়েরার আবহাওয়াই এমন।

কোথাও একটা মকিঙ বার্ড তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে উঠল। পাইন পাতার

boighar.com

ফাঁকে দুটো স্টেলার জে পাখি পরস্পরকে তাড়া করার খেলায় মেতেছে। গুড়গুড় শব্দটা বাড়ছে। শব্দটা যেন মেঘের গর্জনই হয়, মনেমনে এই প্রার্থনা করে চোখ দুটো সরু করে ক্যানিয়নের নিচের দিকে তাকাল স্পাইডার। তার আশঙ্কাটাই সত্যি—ওখানে শব্দের সাথে ধুলো উড়ছে।

ওয়ানিতা ফিশারও শব্দটা শুনেছে। ক্যানিয়ন বরাবর নিচের দিকে তাকাল মেয়েটা। পনেরো ছেড়ে ষোলোতে পা দিয়েছে ও। কিন্তু বাড়ন্ত গড়ন দেখে ওর বয়স বিশ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিতে আছে সে। মায়ের দেহের আকর্ষণীয় গড়ন আর বাপের সুদর্শন চেহারা পেয়েছে মেয়েটা। অপরূপ সুন্দরী।

দুহাতে ধরে পানির ভারি বালতিটা বয়ে নিয়ে বাসায় ফিরছিল ওয়ানিতা। শব্দ শুনে থামতেই কিছুটা পানি চলকে মাটিতে পড়ল। ছোট্ট কুকুরটা পায়ের কাছে খেলতে খেলতে ওকে অনুসরণ করছিল। মালিককে থেমে দাঁড়াতে দেখে থমকে ওয়ানিতার দিকে মুখ তুলে তাকাল পাপি। চোখে কৌতূহলী প্রশ্ন। পরিণত বয়সেও পাপি আকারে বেশি বাড়বে না। এই যুক্তি দেখিয়েই মায়ের কাছ থেকে ওকে রাখার অনুমতি পেয়েছে সে। ওয়ানিতার মত কুকুরটাও প্রাণ-প্রাচুর্য আর কৌতূহলে ভরপুর। ক্যানিয়নের দিকে তাকায়নি কুকুরটা—কিন্তু ওর কান দুটো যেভাবে খাড়া হয়ে উঠেছে তাতে বোঝা যায় শব্দটা ওর কানেও ঢুকেছে।

প্যাট জনসন তার ক্লেইমের মাঝখানে জায়গা দখল করে বসা বিশাল পাথরটার ছায়ায় লঙ টমে কাজ করছিল। ক্রীকের পানি ওই ভারি পাথরটাকে নিজের পথ থেকে নড়াতে না পেরে ঘুরে এগিয়েছে। লঙ টম বসাবার সবথেকে ভাল জায়গাটাই দখল করে বসে আছে ওই পাথর। কিন্তু বর্তমানে ওর কিছুই করার নেই। ওই পাথর সরাতে হলে অনেক টাকা আর সময়ের প্রয়োজন। দুটোর কোনটাই প্যাটের নেই। ওটার

বইঘর.কম

পিছনে সাধ্যমত শ্রম আর প্রচুর গালি দিয়েও কোন ফল হয়নি। সব উপেক্ষা করে প্যাটকে ব্যঙ্গ করার জন্যেই যেন ওটা নিজের জায়গাতেই ঠায় বসে আছে।

দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে প্যাটের চেহারায়। স্লুইস রকারটা ছেড়ে দিয়ে শব্দের উৎসটা ভাল করে দেখার জন্যে ঢাল বেয়ে কিছুটা উপরে উঠল সে। ওর বয়স এখন চল্লিশের কাছাকাছি। সারাটা জীবন পরের জন্যে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও ওর চেহারায় বাড়তি বয়সের ছাপ পড়েনি। নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে সব কিছু ছেড়ে পুরো দেশ পাড়ি দিয়ে শেষ পর্যন্ত কার্বন ক্রীকে হাজির হয়েছে সে। এখানে এসে আরও বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে বটে, কিন্তু কাউকে তার তোয়াজ করে চলতে হচ্ছে না, এতেই সে খুশি। এখন প্যাট নিজেই নিজের বস্ ক্রীক থেকে পরিশ্রম করে সে যা কিছু পায় তাতে আর কারও কোন অধিকার নেই—সব একা তারই।

এ-মুহূর্তে কার্বন ক্যানিয়নের সব ক'জন বাসিন্দা ক্রীকের ভাটির দিকে আশঙ্কা নিয়ে চেয়ে আছে। ঘোড়ার খুরের শব্দ পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে এখন আরও জোরাল হয়ে উঠেছে। শখ করে দু'একটা কেবিনে যারা কাঁচের জানালা বসিয়েছে, প্রচণ্ড শব্দে সেগুলো কাঁপছে।

প্যান খালি করে পাথর আর বালু মাটিতে ফেলে ছুটে উঁচু জমিতে আশ্রয় নেয়ার জন্যে তৈরি হয়েছিল স্পাইডার। হঠাৎ প্যান থেকে ফেলা কাঁকর আর পাথরের ভিতরে একটা আলোর ঝিলিক ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ছোট্ট একটা নাগিট্। কিন্তু ছোট হলেও ওটা সোনার একটা দলা। উপুড় হয়ে ঝুঁকে নাগিট্টা হাতে তুলে ঝাঁকিয়ে ওটার ওজন পরীক্ষা করে দেখল। তারপর ওটা পকেটে পুরে নিজের ছাপরার দিকে ছুটল।

পরক্ষণেই দেখা গেল দশ-বারোজন আরোহী দ্রুত বেগে ক্রীক ধরে ছুটে আসছে। খুরের আঘাতে সহস্র পানির কণা শূন্যে ছিটকে উঠছে। সূর্যের আলো পড়ে ওখানে অজস্র রামধনুর সৃষ্টি হয়েছে। দৃশ্যটা সুন্দর

boighar.com

হলেও ওদিকে কারও লক্ষ নেই। সবার নজর আরোহীদের ওপর। ওরাই এখানকার শান্ত বিকেলের পরিবেশটাকে তচনছ করে দিয়েছে।

'গড্‌ড্যাম্ ইট্!' গর্জে উঠল স্পাইডার স্মিথ। অশ্বারোহীদের দিকে চেয়ে নিষ্ফল আক্রোশে ওর আঙুলগুলো বারবার মুঠি পাকাচ্ছে, আবার খুলছে।

মাইনারদের মাঝে ছোটাছুটি পড়ে গেছে। সবাই নিজেদের মাইনিঙের সামগ্রী আর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে ছুটছে। ওরা অসহায়—এই ধরনের বিপর্যয় আগেও ঘটেছে—ওদের কিছুই করার নেই।

কিন্তু ঘোড়সওয়ারদের ভয়ে সবাই পালায়নি। একটা ছোট্ট ফুটিওয়ালা কুকুর ওদের পথ আটকে দাঁড়িয়ে তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। বিশাল আকারের ঘোড়াগুলো যে ওর দিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে সেদিকে ওর বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। যেন একাই ওদের মোকাবিলায় সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

'পাপি!' ওর দিকে ফিরে চিৎকার করল ওয়ানিতা।

কিন্তু ওর ডাকে কুকুরটা সাড়া দিল না। আক্রমণকারীদের ঝড়ের বেগে তার দিকে ছুটে আসতে দেখে কুকুরটা হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। বালতি ফেলে দিয়ে পাপিকে বাঁচাতে ছুটে গেল মেয়েটা।

ক্রীকের দুটো ধারই কাভার করার জন্যে আরোহীরা ছড়িয়ে পড়েছে। বিকট চিৎকারের সাথে শূন্যে গুলি ছুঁড়ে লোকজনকে আরও আতঙ্কিত করে তুলছে ওরা। ওই ধরনের মানুষকে কেউ পারিবারিক পার্টিতে দাওয়াত দেবে না— এটা নিশ্চিত। ওরা ভাঙচুর করে নিজেরাই একটা পার্টিতে মেতে উঠেছে। হাসছে ওরা, স্থানীয় লোকজনই কেবল হাসতে পারছে না।

দড়াম করে দরজা খুলে একটা পুরোনো ছাপরা থেকে বেরিয়ে এল মারিয়া ফিশার। পাহাড়ী ঢালের বেশ উঁচুতে ওর বাড়ি। উদ্বিগ্ন ভাবে

বইঘর.কম

নিচের বিশৃঙ্খলা লক্ষ করছে মহিলার নীল দুটো চোখ। তীক্ষ্ণ নজরে ঢাল, ক্রীক বেড, আর ওপাশের ঢালে একটা পরিচিত আকৃতি খুঁজে বেড়াচ্ছে সে।

'ওয়ানিতা? নিতা!' ফ্যাকাসে চেহারায় চোখ বিস্ফারিত করে চিৎকার করল মারিয়া। তার মনে হলো যাকে খুঁজছে তাকেই সে দেখতে পেয়েছে বিশৃঙ্খলার ঠিক মাঝখানে। এত হট্টগোলের মধ্যে মারিয়ার চিৎকার কারও কানে পৌঁছল না।

এত গোলাগুলির ভেতরেও একটা বুলেটও কারও গায়ে বেঁধেনি। কাউকে খুন করার উদ্দেশ্য নিয়ে লোকগুলো হামলা করেনি। ওরা এসেছে মাইনারদের স্পিরিট গুঁড়িয়ে দিতে, দৈহিক ক্ষতি করার অনুমতি তারা পায়নি। দুঃখজনক—ওদের কেউ কেউ ভাবছে। এতগুলো সহজ টার্গেট ওদের সামনে; প্রতিপক্ষ পালটা আঘাত হানার চেষ্টাও করছে না। ভেড়ার পালের মত পালাচ্ছে সবাই। পিস্তলবাজ লোকগুলো অনেক কষ্টে নিজেদের সংযত রেখে প্রভুর আদেশ পালন করছে।

ঢাল বেয়ে ঘোড়ার যতদূর ওঠা সম্ভব ততদূর বিক্ষিপ্ত মাইনারদের তাড়িয়ে নিয়ে ওরা আবার ফিরে এল। এবার নজর দিল মাইনারদের ফেলে যাওয়া যন্ত্রপাতির দিকে। এত কিছুর মাঝে একটা স্বরই কেবল ওদের বিরুদ্ধে একটানা প্রতিবাদ জানিয়ে চলেছে। ও ছাড়া কার্বন ক্যানিয়নে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মত সাহস আর কারও নেই। এবং সে হচ্ছে ওয়ানিতার ফুটকিওয়ালা ছোট্ট পাপি।

সবাই ছুটে জঙ্গলে পালায়নি। স্পাইডার স্মিথ নিজের ছাপরা পর্যন্ত পৌঁছে ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি থেকে পালাতে সে রাজি নয়। প্যাট জনসন তার লঙ টম আর রাইডারদের মাঝে দুহাতে একটা বেলচা ধরে অপেক্ষায় আছে।

একজনকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে কষে বেলচা ঘোরাল প্যাট। কিন্তু লাগাতে পারল না। ঘোড়াটা আগেই দ্রুত গতিতে ওকে পার হয়ে

boighar.com

গেছে। লক্ষ্য মিস করে টাল সামলাতে পারল না প্যাট, ডিগবাজি খেয়ে ক্রীকের ঠাণ্ডা পানিতে গিয়ে পড়ল। যাকে লক্ষ্য করে বেলচা চালিয়েছিল সেই লোকটা পিছন ফিরে ওর অবস্থা দেখে দাঁত বের করে হাসল।

লোকটার পেছনে যে দুজন আরোহী ছিল তারা প্যাটের লঙ টমটা ঘোড়ার খুরের তলায় পিষে দিয়ে গেল। পিছন ফিরে ওটা ভেঙেছে কিনা দেখে নিশ্চিত হলো। ক্রীকের মাঝখানে বসে অসহায় ভাবে সব দেখল প্যাট। প্রতিবাদে কিছুই করার ক্ষমতা নেই।

একজন আরোহী ল্যারিঅ্যাটে তার দক্ষতা দেখাবার সিদ্ধান্ত নিল। দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে কেবিনের একটা খুঁটির সাথে বাধাল, অন্য প্রান্ত পেঁচাল স্যাডলহর্নের সাথে। কয়েকবার 'গিড়ি আপ' উচ্চারণের পর পেটে স্পারের খোঁচা খেয়ে আসল কাজটা ঘোড়াই করল। খুঁটিটা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কেবিনটা তাসের ঘরের মত ধসে পড়ল। শক্ত করে গড়া কেবিন এভাবে ভাঙত না—কিন্তু কার্বন ক্রীকের বেশিরভাগ বাড়িই ঠেকা কাজ চালাবার জন্যে জোড়াতালি দিয়ে তৈরি। তবু আরোহী লোকটা বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে ভাঙার আগে ওটাই ছিল একজনের বাসস্থান।

ক্রীকের ধারে মাইনাররা যা কিছু ফেলে পালিয়েছিল তা ভেঙেচুরে আবর্জনার স্তূপে পরিণত করেছে পিস্তলবাজ গুণ্ডার দল।

বাড়ির বারান্দা থেকে নিচে নামল মারিয়া। দেখল কয়েকজন ঘোড়সওয়ারের ভিতর ছুটাছুটি করছে ওয়ানিতা।

'ওয়ানিতা! এখানে ফিরে এসো!' স্পষ্ট ভয় ফুটে উঠেছে মারিয়ার স্বরে। দৌড়ে মেয়ের দিকে এগোতে গিয়ে ছুটন্ত একটা ঘোড়ার সামনে পড়ে গেল। কোনমতে পাশ কাটিয়ে সে নিজে বাঁচল। কিন্তু ঘোড়াটা কাপড় টাঙানোর দড়ি ছিঁড়ে ফেলায় কষ্ট করে ধোয়া ভেজা কাপড়গুলো সব ধুলোয় লুটিয়ে নোঙরা হলো।

অপ্রত্যাশিত ব্যথায় চিৎকার করে উঠল পাপি। শব্দটা তীক্ষ্ণ আর

বইঘর.কম

চড়া। এত ছোট প্রাণীর গলা থেকে যে এমন জোরাল তীক্ষ্ণ শব্দ বের হতে পারে না ভাবাই যায় না।

শেষ পর্যন্ত আরোহীরা সবাই একত্রিত হলো। নিজেদের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে স্থূল রসিকতা আর হাসাহাসি করতে করতে ওরা চলে গেল। মাইনাররা সবাই তাদের ক্ষয়ক্ষতির হিসেব মেলাতে ব্যস্ত। ওদের সহ্য শক্তি প্রায় অসীম। কিন্তু ওই লোকগুলোর অত্যাচার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম করেছে। এই ঘটনা এখন ঘনঘন ঘটতে শুরু করেছে। এবং আজই এর শেষ নয়, এটা ওরা ভাল করেই জানে।

ক্রীকের ধারে ছেঁড়া পুরোনো জুতোর মত একটা জিনিসের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল ওয়ানিতা। প্রাণহীন ছোট্ট দেহটাকে কোলে তুলে নিল। নিঃশব্দ কান্নায় ওর চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে। দেহটা অত্যন্ত হালকা, মৃত্যুর পরে ওকে আরও ছোট দেখাচ্ছে। নিতার দম আটকে আসছে, কান্নায় নয়—প্রচণ্ড রাগে। জামা আর হাত রক্তে লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু সেদিকে ওর খেয়াল নেই।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশী আর পরিচিত লোকজনের দিকে তাকাল মেয়েটা। ওদের থেকে সহানুভূতি আর সমবেদনা আশা করেছিল—কিন্তু ওকে নিরাশ হতে হলো। ওরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। একটা কুকুরের মৃত্যুতে ওদের কিছু যায়-আসে না।

ওয়ানিতার এটুকু বোঝার মত বয়স হয়েছে যে তার যা ক্ষতি হয়েছে তা কোন মানুষই এখন আর পূরণ করতে পারবে না। যে যা-ই বলুক, কোন সান্ত্বনাই তার পাপিকে হারানোর ব্যথা ভুলাতে সক্ষম হবে না। কার্বন ক্যানিয়নের মাইনাররা এখন প্রায় পরাজিত। এরকম আরেকটা আঘাত সবাইকে একেবারে শেষ করে দেবে।

ধীর পায়ে পাহাড় বেয়ে উপরে গাছের সারির দিকে এগোল ওয়ানিতা। খেলার সাথী ছোট্ট পাপিকে সে খুব ভালবাসত। ওকে হারিয়ে নিতার কতটা কষ্ট হচ্ছে তা কেউ বুঝবে না।

boighar.com

ওয়ানিতাকে উপরে উঠতে দেখল মারিয়া। নিচে কি ঘটেছে এটা সে বেশ বুঝতে পারছে। কিন্তু হারানোর ব্যথা সে জানে। মেয়েকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা মারিয়ার জানা নেই। ওকে এখন একা থাকতে দেয়াই ভাল। ধুলোয় লুটানো জামাকাপড়ের দিকে নজর দিল সে। ঘোড়ার খুরের তলায় তার সজী বাগানটাও নষ্ট হয়েছে।

ভারাক্রান্ত মনে পায়ে-পায়ে এগোচ্ছে নিতা। পাপিকে সে যোগ্য মর্যাদার সাথে কবর দেবে। জঙ্গলটা একেবারে নীরব—পরিবেশটা শান্ত। ঢালের ওপর পাইন আর দেবদারু গাছের ভিতর ক্রীকের পানির শব্দ পৌঁছাচ্ছে না। নিচে ক্রীকের ধারে আজকের হামলা সম্পর্কে উত্তেজিত কথাবার্তার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না। এই নীরবতাই নিতার পছন্দ—ওদের অভিযোগ আর অজুহাত শোনার সময় ওর নেই। আজকে দুঃখজনক যা কিছু ঘটেছে, সবকিছু ম্লান করে দিয়েছে পাপিকে হারানোর ব্যথা।

অল্পক্ষণ খোঁজার পরেই পছন্দ মত একটা জায়গা দেখতে পেল মেয়েটা। পাইন শিকড়ের ফাঁকে একটা ছোট গর্ত। পাইনের কাঁটা আর পাতায় গর্তটা আংশিক ভাবে ভরাট হয়েছে। ওগুলো সরিয়ে গর্তটা পরিষ্কার করে ফেলল নিতা। পাপির ছোট্ট দেহের জন্যে বেশি জায়গার প্রয়োজন নেই।

কিছু পাতা গর্তের তলায় বিছিয়ে নরম বিছানা তৈরি করল নিতা। তারপর গর্তের ভিতর পাপির ছোট্ট দেহটা শুইয়ে দিল। ওর চোখ থেকে গাল বেয়ে টপটপ করে পানি ঝরছে। চেষ্টা করেও পাপিকে সে রক্ষা করতে পারেনি—নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে ওর। পাইনের নরম কাঁটা আর পাতা দিয়ে কবরটা ঢেকে উপরে কয়েকটা পাথর চাপিয়ে দিল।

নিস্তব্ধ বনের ভিতর নীরবে পাশে বসে কবরটার দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর কবর দেয়ার সময়ে বলার মত কথা যা শিখেছে সেগুলোই আউড়ে গেল। বড়দের কাছ থেকে শেখা কথাগুলো শেষ হলে আকাশের

বইঘর.কম

দিকে চেয়ে নিজের মনের কথা বলতে শুরু করল নিতা।

'ঈশ্বর, ওরা আমার পাপিকে মেরে ফেলেছে! কেন? কেন তুমি বাধা দিলে না? ওদের ওই ছোট্ট অবুঝ কুকুরটাকে কেন হত্যা করতে দিলে? ওর আর কতটুকু বয়স হয়েছিল? ওকে বাঁচতে দিলে তোমার কি এমন ক্ষতি হত?'

boighar

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল নিতা। কিন্তু কোন জবাব এল না। একটা ঢোক গিলে আবার বলতে শুরু করল, 'হ্যাঁ, তোমার কথা মত আমি মৃত্যুর ছায়া ঘেরা উপত্যকা দিয়ে হেঁটে এগিয়ে যাব। পাপী আর অসৎকে ভয় পাব না—কিন্তু আমার ভয় করছে। ওরা আবার ফিরে আসবে। আমি জানি ওরা আসবে। আগেও এসেছে, আবারও আসবে। আমরা এখন কি করব?'

জবাবের প্রত্যাশায় আকাশের দিকেই চেয়ে রইল নিতা। কিন্তু এবারেও কোন জবাব এল না। তবু বাকি কথাগুলো সে বলে ফেলল।

'তুমি আমাদের সাথেই আছ—আমাদের ছায়া দিচ্ছ। কিন্তু এতে কাজ হচ্ছে না। অলৌকিক কিছু না ঘটলে আমাদের রেহাই নেই। আমাদের রক্ষা করার জন্যে তুমি কাউকে পাঠাও।'

ধীরে উঠে দাঁড়াল ওয়ানিতা। কবরটার দিকে আরেকবার তাকিয়ে দেখল। কোন চিহ্ন রাখার দরকার নেই—যখন খুশি জায়গাটা সে আবার খুঁজে বের করতে পারবে।

চোখের পানি মুছে বাড়ির পথ ধরল নিতা। পিছন ফিরে কবরটার দিকে আরেকবার তাকাতে ইচ্ছে করছে—কিন্তু নিজেকে সংযত রাখল মেয়েটা। ফিরে তাকালে ঘোড়ার পিঠে বসা একজন নবাগত লোককে সে দেখতে পেত।

লোকটার পরনে একটা ভাঁজ ভাঙা ওভারকোট। মাথায় চওড়া-ব্রিমের হ্যাট। ঘোড়া আর আরোহী ক্লান্ত। অনেকদূর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে ওরা। মুখে কয়েকদিনের না কামানো দাড়ি। খাবার আর

boighar.com

বিশ্রামের দরকার ওর। তাই শহরের খোঁজে এগোল রাইডার। লাগামটা সামান্যই নড়ল, কিন্তু ঘোড়াটা ঠিকই সঙ্কেত বুঝে সামনে পা বাড়াল।

কার্বন ক্যানিয়নের সবাই ক্ষয়ক্ষতি মেরামতে ব্যস্ত নয়। যাদের ক্ষতি কম হয়েছে, তাদের অন্য অনেক কাজ রয়েছে। প্যাট জনসন তার বাকবোর্ডের সাথে ঘোড়া জুড়ে রাস্তা ধরে এগোচ্ছে।

এডি স্মিথ ব্যাপারটা খেয়াল করে নিজের কাজ ফেলে ছুটে এল। স্পাইডারের ছেলে এডির বয়স বিশ। দেহের দিক থেকে সে বেড়েছে বটে, কিন্তু মানসিক দিক থেকে এডি এখনও কিশোর।

'কার্বন ক্রীক ছেড়ে তুমি চলে যাচ্ছ, মিস্টার জনসন?' প্রশ্ন করে সে আড়চোখে ক্রীকের দিকে তাকাল। তারপর জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার বলল, 'এবার ওরা সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে, তাই না?'

'না, পালিয়ে যাচ্ছি না,' দৃঢ় স্বরে জবাব দিল প্যাট। 'কিছু দরকারী জিনিসপত্র আনতে শহরে যাচ্ছি। মেরামতের কাজে আমাদের বেশ কিছু জিনিস লাগবে।'

সরল ভাবে হেসে সে বলল, 'শহরে যাওয়াটা তোমার বোকামি হবে না, মিস্টার জনসন? মনে আছে গতবার কি ঘটেছিল? আবার তাই ঘটুক এটা নিশ্চয়ই চাও না তুমি?'

'সেটা আমি বুঝব, এডি। তুমি তোমার কাজে যাও।' লাগাম ঝাঁকিয়ে আবার এগোল প্যাট। বন্ধুবান্ধব কেউ দেখে ফেললে ওকে বাধা দেবে—এই ভয়েই সে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে চাইছে।

পথ থেকে সরে দাঁড়াল এডি। 'যাচ্ছি, মিস্টার জনসন।'

ঝর্নার একটু ভাটিতে এডির জমজ ভাই টেডি ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসেছে। ওখানে পানি কিছুটা গভীর। বাকবোর্ড চলার শব্দে সে মুখ তুলে চাইল।

'চলে যাচ্ছ, মিস্টার জনসন?' ওরা দুই ভাই একই রকম। সত্যিকার

বইঘর.কম

অর্থেই জমজ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্যাট। স্মিথ ছেলেদের হার্ট খুব বড়, কিন্তু বুদ্ধি এত কম যে দুজনে মিলে একটা জুতোর ফিতেও বাঁধতে পারবে না। তাই বাড়ির খুঁটিনাটি কাজ ওদের বাবাকেই সামলাতে হয়। মাইনিঙের কাজের ফাঁকে স্পাইডার সেটাও ম্যানেজ করে। এডি আর টেডির জন্ম দিতে গিয়ে ওদের মা মারা যায়। সেইথেকে স্পাইডারকে ওদের বাবা আর মা হতে হয়েছে। এইজন্যেই একআধবার বুড়ো স্মিথ যখন পাঁড় মাতাল হয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে, কার্বনের লোকজন সেটাকে ক্ষমার চোখে দেখে।

'না, আমি শহরে যাচ্ছি, টেডি,' কঠিন স্বরে জবাব দিল প্যাট। কিন্তু এতে কোন ফল হলো না।

'এটা নেহাত বোকামি হচ্ছে না?' সরল মনেই প্রশ্ন করল টেড।

রুষ্ট দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল প্যাট। তবে এই ছেলেটা গতবার কি ঘটেছিল সেটা মনে করিয়ে দেয়নি। ওই অপ্রীতিকর ঘটনার কথা সে ভুলে যায়নি। আসলে এড আর টেড সরল মনে সত্যি কথাই বলেছে। শহরে যাওঁয়াটা তার বোকামি হচ্ছে—বিশেষ করে আজকের হামলার পর। কিন্তু সাপ্লাই আনতে একজনকে শহরে যেতেই হবে। নইলে সব গুটিয়ে ওদের কার্বন ক্রীক ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু এডিকে সে আগেই জানিয়েছে হাল ছেড়ে দিয়ে সে ওদের ভয়ে পালাবে না।

বড় পাথরটার পাশ দিয়ে ঘুরে এগোবার সময়ে পিঠের ওপর দুই ভাইয়ের দৃষ্টি বেশ অনুভব করতে পারছে মাইনার।

ব্লাউজটার অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়। ওটা কেবল ধুলো মেখে নোঙরাই হয়নি, খুরের তলায় পড়ে ছিঁড়েও গেছে। সেলাই করতে হবে। ধুলো আর মাটি আবার ধুয়ে নিলেই চলে যাবে। খুব ক্ষতি হয়নি, কেবল মারিয়ার কাজ একটু বাড়ল। কপাল ভাল আরও খারাপ কিছু হয়নি। জামাকাপড় তুলে নিয়ে কেবিনে ফেরার সময়ে ঢালের নিচে

boighar.com

বাকবোর্ডটা ওর চোখে পড়ল।

'প্যাট? প্যাট, তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

ডাকটা শুনেছে প্যাট। কিন্তু ফিরে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে চলল সে। মারিয়াকে উপেক্ষা করে চলে যাওয়া সম্ভব হলো না। কাপড়ের বাস্কেটটা ফেলে জামার প্রান্ত একটু উঁচিয়ে ঢাল বেয়ে নিচের দিকে ছুটল মারিয়া।

'প্যাট জনসন! থেমে দাঁড়াও বলছি! আমি জানি তুমি সব শুনতে পাচ্ছ। এই মুহূর্তে থেমে দাঁড়াও!'

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কোনাকুনি ছুটে বাকবোর্ডের পাশে পৌঁছে গেল মারিয়া। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, 'প্যাট, তুমি শহরে যাবে না। আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দেব না।'

প্যাটের গম্ভীর মুখে সামান্য একটু হাসি ফুটে উঠল। শান্ত স্বরে সে বলল, 'আমার জন্যে তোমাকে উদ্বিগ্ন হতে দেখে খুশি হলাম, মারিয়া।'

'এটা তো সহজ সরল কথা—তুমি কি আবার ওদের হাতে মার খেতে চাও?'

'এডি আর টেডি আমাকে কথাটা আগেই স্মরণ করিয়েছে। তুমিও এখন আমার ওপর চড়াও হচ্ছ?'

'প্যাট, তোমার শহরে যাওয়া ঠিক হবে না। জিম ডার্বির লোকজন ওখানে থাকবে।'

'কাউকে তো এটা করতেই হবে?'

'কিন্তু তুমি কেন?' ওয়্যাগনের পাশেপাশে হাঁটছে মারিয়া।

'হয়তো আমি গোঁয়ার্তুমি করছি, কিন্তু আমি শেষ পর্যন্ত লেগে থাকব বলে ঠিক করেছি,' সহজ সুরে বলল মাইনার। 'মনে হচ্ছে সবাই হার স্বীকার করে নিয়েছে। আমি যদি আমাদের প্রয়োজনীয় সাপ্লাই নিয়ে না আসি, তবে সকালের আগেই সবাই এই তল্লাট ছেড়ে চলে যাবে।'

'ওরা যাক!' রোষের সাথে বলল মারিয়া। 'গেলেই ওরা ভাল

বইঘর.কম

করবে। আমাদের সবারই চলে যাওয়া উচিত। ডার্বি যা চায় তা আমাদের সময় থাকতে ছেড়ে দেয়াই ভাল। শেষ পর্যন্ত সে এখান থেকে আমাদের তাড়িয়েই ছাড়বে। সামান্য এই কাদামাটির জমিটার জন্যে তোমার আবার জখম হয়ে ফেরার কোন মানে হয় না। এই সত্যটা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছ?'

'না, পারছি না। কারণ তুমি যাকে কাদামাটি বলছ, এটাই আমার সর্বস্ব। এর আগে কোনদিন নিজস্ব বলতে আমার কোন জমি ছিল না। সবসময়ে পরের দোকানে বা পরের জমিতেই কাজ করেছি।' মাথা ঝাঁকিয়ে ক্রীকের ধারে ছাপরা আর কেবিনগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওদেরও বেশিরভাগ লোকের জন্যে এটাই সত্যি। সেজন্যেই ওরা এখনও এখানে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে।' মারিয়ার দিকে চেয়ে আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল সে। 'ডার্বি আমাদের মচকে দিয়েছে বটে, কিন্তু ভাঙতে পারেনি।'

'শেষ পর্যন্ত সেটাও ঘটবে,' পালটা জবাব দিল মারিয়া। 'সত্যি বলছি, প্যাট, শহরে তোমার যদি কিছু হয়, তাহলে কোনদিন আমি আর তোমার সাথে কথা বলব না!' পাথরে হোঁচট খেয়ে নিজেকে আবার সামলে নিল মেয়েটা। বাকবোর্ড ওকে ছেড়ে এগিয়ে গেছে দেখে আক্রোশে পাশের ছোট ঢিবিটায় লাথি মারল সে।

লাগাম টেনে ওয়্যাগন থামাল মাইনার। মারিয়াকে আবার ওয়্যাগন ধরে ফেলার সুযোগ দিয়ে অপেক্ষা করছে। সুন্দর একটা হাসি ফুটে উঠেছে ওর মুখে।

'যে মেয়ে আজ পর্যন্ত আমাকে বিয়ে করতে রাজি হলো না, প্রতিজ্ঞাটা তার পক্ষে একটু কড়া হয়ে গেল না?'

উপযুক্ত একটা জবাব খুঁজছে মারিয়া। কিন্তু বলার মত কিছুই খুঁজে পেল না। সরাসরি প্রশ্নটা করে ওকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে প্যাট। চোখ নিচু করে ওয়্যাগন থেকে পিছনে সরে গেল মেয়েটা।

boighar.com

'তোমার জন্যে শহর থেকে কিছু আনতে হবে?' হ্যাটটা মাথার পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে প্রশ্ন করল জনসন।

মারিয়ার স্বরটা খুব মৃদু শোনাল। 'না। নিতা বা আমার আপাতত কিছু লাগবে না।' প্যাটের দিকে মিনতি ভরা চোখে সমঝোতা চেয়ে সে আবার বলল, 'তুমি নিতা আর আমার জন্যে যা করো তার মর্যাদা আর মূল্য আমি পুরোপুরি উপলব্ধি করি। কিন্তু আমি—'

'উপলব্ধি করা খুব ভাল জিনিস,' বাধা দিয়ে বলল প্যাট। 'কিন্তু তাতে শীতের লম্বা রাতে একটা নিঃসঙ্গ মানুষের বিছানা গরম হয় না।' কথার শেষে মারিয়ার দিকে কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে চেয়ে অপেক্ষায় থাকল প্যাট। যখন বুঝল কথাটার জবাব সে পাবে না, তখন অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ দুটো সামান্য একটু উঁচিয়ে লাগাম ঝাঁকি দিয়ে সামনে এগোল। মারিয়াকে ক্রীকের ধারে একা ছেড়ে, ঢাল বেয়ে নিচের দিকে গড়িয়ে চলল ওয়্যাগন।

এটা ঠিক হলো না, ভাবছে মারিয়া। এই মুহূর্তে এভাবে চ্যালেঞ্জ করে তার মনটাকে ভারি করে তুলে প্যাট্রিক ঠিক করেনি। এখনও তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আসেনি। জনসনের সাথে পরিচয় হওয়ার আগে জীবনে যা ঘটেছে সেটা ওর মনকে বিষিয়ে তেতো করে রেখেছে। তাই এখনই ওর পক্ষে এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নেয়া অসম্ভব। এতে তার করার কিছু নেই। এটা প্যাটকে বুঝতেই হবে। যদি না পারে, সেটা প্যাট্রিকেরই দোষ।

কিন্তু তবু ওয়্যাগনটা চোখের আড়ালে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল মারিয়া।

# দুই

আট বছর বয়সেই লোপেজ কোনটা ভুল আর কোনটা ঠিক তা বুঝতে শিখেছে। চুরি কাকে বলে এটাও সে জানে। তাই সে যা করতে চাচ্ছে সেটা যে কি, তা ওর অজানা নেই। মা ব্ল্যাকেনশিপ কখন কাউন্টার ছেড়ে সরবে তারই অপেক্ষায় আছে ছেলেটা। কাউন্টারে সাজানো অনেকগুলো ক্যান্ডি জারের মধ্যে দুটোর মুখ খোলা রয়েছে। কোনটা নেবে সেটা সে অনেকক্ষণ আগেই মনেমনে ঠিক করে রেখেছে।

এবার সুযোগ বুঝে হাত ঢুকিয়ে সবথেকে বড় শলাটা তুলে নিল। ওটা তাড়াতাড়ি ভেলভেটের কোটের পকেটে ভরে ফেলল। মহিলা তখনও কাউন্টারের নিচে কি একটা কাজে ব্যস্ত আছে দেখে, সরে পড়ার জন্যে দরজার দিকে এগোল লোপেজ।

ওর পুরো নজর মিসেস ব্ল্যাকেনশিপের ওপর থাকায়, দরজা আটকে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখতে পায়নি ও। ছুটে বেরোতে গিয়ে লোকটার সাথে শক্ত ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়ার আগেই ওকে ধরে ফেলল ওই লোক।

কয়েকবার চোখের পাতা ফেলে মুখ তুলে চওড়া ব্রিমের হ্যাট পরা লোকটার দিকে তাকাল ছেলেটা। এমন অদ্ভুত চোখ সে জীবনে আর দেখেনি। লোকটাও সরাসরি ওর চোখের দিকেই চেয়ে আছে। অস্বস্তি বোধ করছে লোপেজ।


boighar.com

একটা ব্যাপারে ছেলেটা নিশ্চিত, স্ট্রেঞ্জার তার চুরির পুরোটাই দেখেছে। কিন্তু তাহলে লোকটা এখনও কিছুই বলছে না কেন? সভয়ে মিসেস ব্ল্যাকেনশিপের দিকে একবার চাইল সে। মহিলা এখনও তার কাজে ব্যস্ত—চুরির ব্যাপারে সে কিছু জানে না।

লোকটা এখনও কিছু বলেনি। এটা কি সম্ভব যে সে দেখেনি? কিন্তু তা অসম্ভব। উদ্ধত দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড চোখেচোখে তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হলো লোপেজ। সে ভিতরে ভিতরে বুঝতে পাচ্ছে স্ট্রেঞ্জার আর বেশিক্ষণ ধৈর্য ধরে মুখ বুজে থাকবে না।

অপরাধীর মত পকেটে হাত ঢুকিয়ে পয়সা বের করল সে। লোকটা এবার তার মুঠো আলগা করল। ধীর পায়ে এগিয়ে পয়সাটা খোলা জারের পাশে কাউন্টারের ওপর রেখে দ্রুত ছুটে বেরিয়ে গেল লোপেজ। স্ট্রেঞ্জারের চোখ ছেলেটাকে অনুসরণ করল। ক্ষীণ একটা হাসি ফুটে উঠেছে ওর ঠোঁটে।

স্টোরের ভিতরটা খুঁটিয়ে দেখল আগন্তুক। শহরের আকার অনুযায়ী স্টোরের স্টক খুব ভাল। ব্যবসাও বেশ ভালই চলে বলে বোঝা যায়। এটা অস্বাভাবিক হলেও অদ্বিতীয় নয়। এখন ক্যালিফোর্নিয়ায় অনেক বুদ্ধিমান পুরুষ আর মহিলার সমাগম ঘটেছে। ওরা জানে সোনা লাভ করার সবথেকে ভাল উপায় হচ্ছে, অন্য লোকজনকে সোনা খুঁড়ে বের করার সুযোগ দিয়ে, ওদের কাছেই সোনার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রি করা। এতে খাটুনি অনেক কম।

হাতের বাম দিকে রয়েছে একটা লম্বা টেবিল—ওটার সামনে কয়েকটা হাতে কুপিয়ে কাটা কাঠের টুল। ভারি গড়নের লম্বা লোকটা এগিয়ে গিয়ে একটা শক্ত টুল বেছে নিয়ে বসল। নিজের আকার আর ওজন সম্পর্কে লোকটা সচেতন। অন্যের ফার্নিচার ভেঙে নষ্ট করতে চায় না। টুলের ওপর দেহের পুরো ভার ছেড়ে দেয়ার পরও ওটা ককিয়ে উঠল না দেখে সে আশ্বস্ত হলো।

বইঘর.কম

ওর সাড়া পেয়ে মহিলা কাজ ছেড়ে মুখ তুলে তাকাল। মহিলার বয়স পঞ্চাশের কোঠায় হবে, শক্ত গড়ন, কিন্তু স্বর আর চেহারা দুটোই মিষ্টি। দেখে মনে হয় খদ্দের রুক্ষ মাইনারই হোক বা বড়লোকের স্ত্রী হোক, সবাইকেই সে দক্ষতার সাথে সামাল দিতে পারে।

'ওয়েলকাম, স্ট্রেঞ্জার। আমি কার্লা ব্ল্যাকেনশিপ। সবাই আমাকে কার্লা বলেই ডাকে, তুমিও তাই ডাকতে পারো। আমি তোমাকে লেহুড, ক্যালিফোর্নিয়ায় স্বাগত জানাচ্ছি।' নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত ঘোরাল কার্লা। 'পৃথিবীতে একমাত্র এখানেই ঋতু কেবল তিনটে। শীত, জুলাই আর আগস্ট। তুমি কি খাবে, বলো?'

'শুধু কফি, ধন্যবাদ।'

মহিলার চোখ দুটো সরু হলো। নতুন কৌতূহল নিয়ে কাস্টমারকে খুঁটিয়ে দেখল সে। স্বরটা অদ্ভুত। মুখ বা ঠোঁট থেকে নয় ওটা একেবারে গলার ভিতর থেকে স্বর বেরোচ্ছে।

'তোমাকে দেখে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তোমার সলিড্ কিছু খাওয়া দরকার।' মাথা ঝাঁকিয়ে পিছন দিকে দেখাল সে। 'আমার কাছে টাটকা তৈরি রুটি আছে, আর বাড়িতে তৈরি জ্যামও আছে—চাইলে খেতে পারো।'

ওর প্রাথমিক জবাবটা মন ভোলানো একটা সুন্দর হাসির মাধ্যমে এল। 'শুনতে ভালই ঠেকছে। প্রথমে কফি, তারপর যদি সময় থাকে তখন বাকিটাও চেখে দেখা যাবে।'

লেহুড শহর স্যাকরেমেন্টো বা স্যান ফ্র্যান্সিসকোর মত নয়। কাদাময় রাস্তার দুপাশে মাত্র ডজনখানেক পাকা দালান আছে ওখানে। শহরের বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু তাঁবু। এই নিয়েই লেহুড শহর।

শহরের পুবে রয়েছে ঢেউয়ের মত কিছু নিচু পাহাড়। কিন্তু এর পরেই আকাশ ছুঁয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যানিট পাথরের পাহাড়

boighar.com

শ্রেণী—দ্য রেঞ্জ অব লাইট। ওগুলো সারা বছরই থাকে বরফে ঢাকা।

রাস্তায় কয়েকজন লোককে কাদার-ওপর-পাতা কাঠের তক্তার ওপর দিয়ে হাঁটতে দেখা যাচ্ছে। একটু দূরে কিছু লোক ঠেলাগাড়ির ওপর স্টোর থেকে মাল বের করে বোঝাই করছে। ঘোড়ার পিঠে কয়েকজন রাস্তা ধরে চলেছে। ওদের কেউ কেউ আকাশের দিকে চেয়ে এবারের শীতটাও গতবারের মত প্রচণ্ড হবে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে।

শহরের উত্তর দিক থেকে একটা বাকবোর্ড এগিয়ে আসছে। ঘোড়াটা ধীর গতিতে হাঁটছে।

লেহুডের নাপিত ওখানকার ডেন্টিস্টের কাজটাও করে। বর্তমানে রুগীর একটা দাঁত তোলায় সে ব্যস্ত। মাইনার যেভাবে বিস্ফোরক ফাটিয়ে গ্র্যানিটের ভিতর থেকে কোয়ার্টস্ উদ্ধার করে, হাতুড়ে ডাক্তার ঠিক সেইরকম কোমল হাতে মাইনারের দাঁত তুলছে। রুগী আর ডেনটিস্ট, দুজনেই হিমশিম খাচ্ছে। সাঁড়াশির ওপর গায়ের জোরে চাপ দিয়ে মাইনারের মুখের ভিতর থেকে দুষ্ট দাঁতটাকে বের করে আনল ডাক্তার। সেইসাথে দাঁতের প্রাক্তন মালিকের মুখ থেকে বিয়োগ ব্যথায় একটা চিৎকার বেরিয়ে এল।

দাঁতটা ছোট গামলায় ফেলে মুহূর্তের জন্যে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ডাক্তার। অস্বাভাবিক কিছু দেখবে বলে আশা করেনি। হাজার হলেও এটা লেহুড— অসাধারণ কিছুই এখানে ঘটে না। জানালার পাশদিয়ে বাকবোর্ডটা পার হতে দেখে দারুণ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো ওর চোখ।

'আশ্চর্য ব্যাপার!' বিড়বিড় করে ঠিকমত দেখে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে জানালার কাছে সরে দাঁড়াল ডাক্তার।

সাময়িক ভাবে ব্যথা ভুলে চেয়ারে সোজা হয়ে উঠে বসল রুগী। 'কি? কি হয়েছে?' প্রশ্ন করল সে।

'প্যাট জনসন।'

বইঘর.কম

এক হাতে চোয়াল চেপে ধরে অন্য হাতে গায়ের ওপর চাপা দেয়া কাপড়টা সরিয়ে জানালার পাশে ডাক্তারের সাথে যোগ দিল মাইনার।

'আরে! সত্যিই তো!' বলে উঠল বিস্মিত মাইনার।

নতুন প্রতিষ্ঠিত ইউনাইটেড স্টেইট্স্ পোস্ট অফিসের মহিলা পোস্টমাস্টার কয়েকটা চিঠি নিয়ে যথাযথ খোপে গুছিয়ে রাখছিল। হঠাৎ জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তায় বাকবোর্ডটা চোখে পড়তেই চিঠি রাখার জন্যে বাড়ানো হাতটা মাঝপথেই থেমে গেল। বাকবোর্ডের চালকের দিকে অবাক চোখে চেয়ে রইল সে।

শহরে উপস্থিত হয়ে সে যে সবার এতটা বিস্ময় আর কৌতূহলের পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে তা একটুও টের পেল না প্যাট জনসন। সোজা সামনের দিকে মুখ করে রাস্তার ডানধার ঘেঁষে এগোচ্ছে ও। ওখানে কাদা কিছুটা কম। মাথা না নড়লেও ওর চোখ দুটো অনবরত নড়ছে। কোন হামলা বা বিপদ আসে কিনা দেখার জন্যে আড়চোখে রাস্তার দুপাশেই সে নজর রাখছে।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে লাগাম টেনে বাকবোর্ড থামিয়ে সে হাঁফ ছাড়ল। দোকানের সামনে বড়বড় হরফে লেখা বাইনবোর্ড ঝুলছে:

ব্ল্যাকেনশিপ মার্কেনটাইল

সামনের হিচ রেইলে মাত্র একটা ঘোড়াই বাঁধা আছে দেখে মনেমনে সন্তুষ্ট হলো প্যাট। হিচ রেইলের সাথে বাকবোর্ডের ঘোড়াটাকে বাঁধার সময়ে একটু সামনে রাস্তার উলটো পাশে বিশাল দোতলা দালানটার দিকে একবার না তাকিয়ে থাকতে পারল না প্যাট। ওটা ব্ল্যাকেনশিপের দালান থেকেও বড় আর চটকদার। উপরতলায় অফিস আর নিচেরতলায় গুদাম। গুদামের উপরে বিরাট অক্ষরে লেখা সাইনবোর্ড:

জিম ডার্বি অ্যান্ড সান
মাইনিঙ অ্যান্ড স্মেলটিঙ

boighar.com

দালানটার সামনে বারান্দায় কয়েকটা চেয়ার পাতা রয়েছে। ওখানে বর্তমানে ডার্বির তিনজন পোষা গুণ্ডাকে দেখা যাচ্ছে। ওদের একজন জনসনকে চিনতে পেরে ইঙ্গিত করল। নিজেদের মধ্যে নিচু স্বরে আলাপ করল ওরা। দূর থেকেও ওদের কুৎসিত হাসির শব্দ শুনতে পেল প্যাট। তাকে নিয়েই হাসাহাসি করছে ওরা।

এব্যাপারে এখন তার আর কিছু করার নেই। সে শহরে এসেছে এবং ওরাও তাকে দেখে ফেলেছে। কিন্তু সে দুশ্চিন্তা করছে কেন? আর সবার মত তারও শহরে আসার সমান অধিকার আছে।

ঘোড়া বাঁধা শেষ করে স্টোরের সিঁড়ি বেয়ে উঠল সে। এখনও ডার্বির লোকগুলোর বিচ্ছিরি হাসি ওর কানে বাজছে। ভিতরে ঢুকে কিছুটা আশ্বস্ত হলো প্যাট। এমন নয় যে এখন আর কিছু ঘটতে পারে না, তবু ওদের চোখের আড়ালে চলে এসে ভাল বোধ করছে।

জুড ব্ল্যাকেনশিপ চোখ তুলে ওকে ঢুকতে দেখল। জেনারেল স্টোরের মালিক হার্ডওয়্যার কাউন্টারের পিছনে একটা টুলের ওপর বসে ছিল। লোকটার বয়স ষাট। একটু নাদুসনুদুস গড়ন। সাধারণত খদ্দেরদের দেখে লোকটা সাদর আমন্ত্রণ জানায়—কিন্তু প্যাট জনসনকে ঢুকতে দেখে সে খুশি হয়নি। ডান দিকে একটু হেলে খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে সামনের রাস্তাটা দেখল জুড। আপাতত ওটা জনশূন্য।

যাহোক, ব্ল্যাকেনশিপ একজন দয়ালু খ্রিস্টান। গায়ে কিছুটা চর্বি জমলেও শক্ত লোক সে। প্যাটকে নিয়ে যদি তার স্টোরে কোন গোলমাল হয়, সামলাতে না পারলে পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়তে পারবে ও। প্যাট তার স্টোরে এসেছে দেখে অখুশি হয়নি জুড, বিরক্ত হয়েছে ওর এই সময়ে হাজির হওয়ায়।

'বোকা গাধা,' নিজের মনেই বিড়বিড় করল জুড। 'কোন আক্কেল নেই, পরিস্থিতি একটু ঠাণ্ডা হতে দেয়ারও তর সইল না ওর।'

'গুড আফটারনূন, মিস্টার বি।' প্যাটের স্বরে জোর করে আনা

বইঘর.কম

প্রফুল্লতা প্রকাশ পেল। 'আমাদের কিছু সাপ্লাই দরকার হয়ে পড়েছে।'

মুখ থেকে ঘোঁত করে একটা শব্দ করল জুড। 'যা শুনলাম তাতে পুরো একটা নতুন ক্যাম্পই তোমাদের দরকার।' ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে প্যাটের দিকে তাকাল সে। 'তোমার সাহস আছে, এটা ঠিক। কিন্তু ঈশ্বর তোমার মাথায় মগজ একটুও দেননি। সাপ্লাই নয়, তোমার কিছু ঘিলু দরকার। এখানে আসার আগে কয়েকদিন অপেক্ষা করলে তোমার এমন কি ক্ষতি হত?'

'কোন উপায় ছিল না। ওরা ম্যাকফারসনের কেবিন পুরো ধ্বংস করেছে। আরও দুটো ছাপরার ক্ষতি হয়েছে। শীত এসে পড়ছে, ওগুলো এখনই ঠিক করে ফেলা দরকার। বৃষ্টি এলে ওখানে ছেলেপেলে মারা পড়তে পারে—সেটা নিশ্চয়ই কেউ চায় না? তাছাড়া একগাদা স্লুইসও নষ্ট হয়েছে। ওগুলো মেরামত করতে গজাল আর পেরেক দরকার।'

উদ্বেগহীন ভাব করলেও সেটা তার প্রকৃত অনুভূতি নয়। যেসব জিনিস সে নিতে এসেছে সেগুলো জড়ো করতে শুরু করল প্যাট। এক রোল আলকাতরামাখা কন্সট্রাকশন পেপার, এক বালতি পেরেক, এক কৌটো পিচ, ইত্যাদি। হার্ডওয়্যার ছেড়ে জামাকাপড়ের দিকে ওর নজর গেল। কতগুলো প্যান্ট ঝুলছে ওখানে, একটা নিতে পারলে বেশ কাজে আসত। একটা টুপি দেখা যাচ্ছে—একজন বিশেষ মহিলার মাথায় ওটা চমৎকার মানাত। কিন্তু ওগুলো দেখেই তার সুখ, কেনার সামর্থ্য নেই।

জিনিসপত্রের স্তূপটা ক্রমেই বড় হতে দেখে জুডের চোখ দুটো সরু হলো। 'আশা করি তুমি ওগুলো নগদ সোনার বিনিময়ে কিনবে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' সহজ স্বরে জবাব দিল প্যাট। 'অল্পদিনের মধ্যেই আমি দুই আউন্স সোনা তুলে তোমার কাছে হাজির করব।'

ঠোঁট দুটো কুঁচকে গোল করে পিছনের তাক থেকে একটা শক্ত

boighar.com

মলাটে বাঁধাই করা খাতা নামাল ব্ল্যাকেনশিপ। ওটা খুলে দ্রুত পাতা উলটে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে থামল।

'দুই আউন্সে কুলাবে না, তোমাদের খাতে অনেক বাকি পড়েছে, প্যাট। তোমরা আমাকে শেষ পেমেন্ট করেছ—আমি দেখে বলছি।' পাতা উলটে পিছনের পাতায় একটা আঙুল ঠেকিয়ে উপর দিকে উঠাতে শুরু করল জুড। 'হ্যাঁ, সেটা আট মাস আগের কথা। বুড়ো ল্যাঙলি ছোট ব্যাগে করে কিছু গুঁড়ো সোনা এনে আমাকে দিয়েছিল।' মুখ তুলে তীক্ষ্ণ চোখে প্যাটের দিকে তাকাল স্টোরের মালিক। মাথায় পরা কাপড়ের টুপির ছায়া পড়েছে ওর চোখে, কিন্তু তাতে ওর দৃষ্টি একটুও নরম হয়নি।

'আচ্ছা, তোমাদের কারও কি একবারও মনে হয়নি যে কার্বন ক্রীকে আর সোনা নেই? সিয়েরার সব ক্রীকেই যে অঢেল সোনা থাকবে তার কোন মানে নেই—হয়তো তোমরা যে ক্রীকে কাজ করছ সেখানে সামান্য সোনাই ছিল?'

'তাই যদি হবে, তাহলে ডার্বি আমাদের ওখান থেকে তাড়াবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে কেন? যেখানে টাকা নেই সেখানে ওই লোক কখনও হাত দেয় না।'

'হতে পারে,' স্বীকার করল জুড। 'কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সে তোমাদের ওখান থেকে তাড়িয়েই ছাড়বে। সোনা থাক বা না থাক, যেভাবেই হোক পুরো ক্যানিয়নটা দখল করবে ও। হয়তো সোনার জন্যে সে এটা করছে না—তোমরা ওর কথা মেনে নিচ্ছ না বলে জিদের বশেই করছে।'

'আমার তা মনে হয় না, মিস্টার বি। আমরা যেমন জানি, ডার্বিও জানে ওখানে যথেষ্ট সোনা আছে। তুমিও জানো—কেন, তোমার থেকে জিনিস নিয়ে আমরা তোমাকে তার বদলে সোনা দিইনি?'

ঘোঁত করে একটা শব্দে অবজ্ঞা প্রকাশ করল জুড। 'হ্যাহ্, সোনা!

বইঘর.কম

কালার! অমন সোনা ক্যালিফোর্নিয়ার সবাই কিছু না কিছু পেয়েছে—গুঁড়ো সোনা।'

'না, ক্রীকে শুধু গুঁড়ো সোনা নয়, নাগিটও আছে। আজই স্পাইডার একটা নাগিট পেয়েছে—ওটা একটা নখের সমান বড়। ফুরিয়ে আসা ক্রীকে অমন সোনার তাল পাওয়া যায় না।'

কথাটা শুনে সোজা হয়ে বসল দোকানি। 'স্পাইডার স্মিথ?'

মাথা ঝাঁকাল প্যাট। 'হ্যাঁ।'

আবার খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ল জুড। 'নখের সমান একটা নাগিট পেয়েছে, তাই না? ঠিক আছে, তুমি ফিরে গিয়ে ওই শয়তানটাকে বোলো আমার খাতায় ওর নামে পঁচাশি ডলার তেত্রিশ সেন্ট বাকি লেখা আছে। ওটা তো শুধু আমার কাছে ওর দেনা। তোমার বা আর সবার কাছে ওর কত দেনা আছে তা কেবল ঈশ্বর জানেন। তোমরা সবাই নিজেদের অ্যাকাউন্টে ওর আর ওই হাবা ছেলে দুটোর জন্যে অনেককিছুই নিয়ে গেছ।'

প্যাট তাকের ওপর সাজানো একটা ছোট বোতল নামিয়ে জড়ো করা জিনিসের সাথে রাখল। 'তেতাল্লিশ সেন্ট। গুঁড়ো সোনা ব্লীচ করার জন্যে আর্সেনিক চেয়েছিল স্পাইডার।'

'যথেষ্ট হয়েছে!' উঠে দাঁড়িয়ে একটা আঙুল তুলে শাসানোর ভঙ্গিতে সে বলল, 'আর সহ্য হচ্ছে না আমার! আমি একজন সৎ খ্রিস্টান। সবার সুবিধা-অসুবিধা বুঝে চলার সাধ্যমত চেষ্টা করি। সব মানুষেরই সহ্যের একটা সীমা থাকে। ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলছি আমি শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি! তুমি স্পাইডার আর অন্যান্য মাইনারদের জানিয়ে দিও আজই শেষ—আর একটা পয়সাও বাকি আমি দেব না। বুঝেছ? আমার দেনা তোমরা পুরো শোধ না করা পর্যন্ত তোমাদের জন্যে আর কোনও বাকি নেই। এটাই আমার শেষ কথা!'

জবাবে দাঁত বের করে হেসে নির্বিকার ভাবে এক রোল অয়েলক্লথ,

boighar.com

জানালার দুটো কাঁচ, আর কয়েকটা দুই-বাই-চার কাঠ মেঝের স্তূপটার ওপর রাখল। তারপর একবারে যত জিনিস নিরাপদে বওয়া যায় তা তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।

'তুমি সত্যিই ভদ্রলোক, মিস্টার বি। এইজন্যেই আমরা কেবল তোমার কাছ থেকেই আমাদের সব সাপ্লাই কিনি। তুমি জানো আমি, আমরা সবাই তোমার কাছে কৃত—'

Boighar

বাধা দিয়ে ওকে থামিয়ে দিল জুড। 'মিষ্টি কথায় আমাকে ভোলাবার চেষ্টা কোরো না, বাছা। শুকনো কথায় বিল শোধ হয় না।' দোকানির রাগ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। শান্ত হয়ে আবার টুলের ওপর বসে পড়ল সে। প্যাট জানত এটাই ঘটবে।

'আমি তোমাদের জন্যে এটা করছি না,' বিড়বিড় করে বলল জুড। 'এখানে আমিই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার মালিক ডার্বি নয়। অবশ্য বাইরে এখনও আগের সাইনবোর্ডই ঝুলছে, কিন্তু আমি জানি ওরা কাকে টাকা দেয়। ডার্বির চামড়ায় হুল ফুটাবার মত কিছু লোক থাকলে আমি শান্তি পাই।'

'আমাদের নিয়ে ব্যস্ত আছে বলেই হয়তো সে তোমাকে কিনে নেয়ার দিকে নজর দিতে পারছে না,' যোগান দিল জনসন।

'আমাকে কিনে নেয়ার সাধ্য ওর কোনদিনও হবে না!' উত্তেজিত ভাবে দ্বিতীয়বার ক্রেতার দিকে আঙুল তুলল দোকানি। 'আমি সিরিয়াসলি বলছি, অনন্তকাল তোমাদের বাকির বোঝা আমি টানতে পারব না!'

'সেটা আমরা জানি, মিস্টার বি।' দরজার মুখে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে উত্তেজিত জুডের দিকে তাকাল প্যাট। 'তুমি দেখে নিও, শীঘ্রি ওখানে আমরা অনেক সোনা পাব। তখন তোমার টাকা আমরা সুদে-আসলে শোধ করে দেব।'

'জনসন।' ডাক শুনে আবার ফিরে চাইল প্যাট। 'তোমার মাল

বইঘর.কম

ওয়্যাগনে তোলা হলেই ওটা নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পোড়ো। রাস্তায় ওরা যে যা-ই বলুক থেমো না।' মাথা হেলিয়ে সে ইঙ্গিতে দেখাল—ওখানে ডার্বির পোষা গুণ্ডা তিনজন এখন বারান্দা ছেড়ে নেমে দাঁড়িয়েছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে বাকবোর্ডে মাল তোলার কাজে ব্যস্ত হলো প্যাট। উদ্বিগ্ন ভাবে ওর অগ্রগতি লক্ষ করছে জুড। বোকা, নিজের মনেই ভাবল দোকানি। লোকটা ভাল, কিন্তু একেবারেই বোকা।

কার্লা ব্ল্যাকেনশিপও কাজের ফাঁকে-ফাঁকে গলা বাড়িয়ে প্যাট জনসনের মাল তোলা দেখছে। প্যাট সম্পর্কে মহিলার চিন্তাধারাও অনেকটা তার স্বামীর মতই, তবে ব্যাপারটাকে সে আরও কিছুটা উদার চোখে দেখছে।

রাস্তার ঘটনা কার্লার একমাত্র কাস্টমার কি চোখে দেখছে তা বোঝা যাচ্ছে না। লোকটা নির্বিকার ভাবে রাস্তার দিকে চেয়ে কফিতে চুমুক দিচ্ছে।

প্যাট তার বয়ে আনা মালপত্র ওয়্যাগনে তুলে বাকি মাল আনার জন্যে তাড়াতাড়ি আবার স্টোরে ঢুকল। ছোট কয়েকটা জিনিস পকেটে ভরে দুহাতে আর সব জিনিস বের করে বাকবোর্ডে তুলল সে। ওগুলো যথাসম্ভব গুছিয়ে রেখে তেরপল দিয়ে ঢেকে বাঁধা শুরু করল।

রাস্তার ওপাশে দাঁড়ানো তিনজনের মধ্যে নীরবে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হলো। ধীর পায়ে বাকবোর্ডের দিকে এগোল ওরা। ওদের এগিয়ে আসতে দেখে দ্রুত হাত চালিয়ে কাজ শেষ করায় তৎপর হলো প্যাট্রিক। কিন্তু নিজের উদ্বেগ ঢাকতে সক্ষম হলো না। এতে বাড়তি মজা পেয়ে ওরা একটু ছড়িয়ে প্যাটকে ঘিরে দাঁড়াল।

ওদের লীডার ডার্বির ফোরম্যানদের একজন। ওকে দেখেই চিনতে পারল প্যাট। লোকটার নাম ম্যাগিল। মাথায় বুদ্ধি কম হলেও, নীচতা আর শয়তানির বুদ্ধিতে সে পাকা। নিজের দুষ্টবুদ্ধিতে সে নিজেই অবাক হয়।


boiRboi.com

'তোমার সাথে আমাদের কিছু বোঝাপড়া আছে,' বলল ম্যাগিল।

কথার জবাব না দিয়ে হাতের কাজ শেষ করল প্যাট। তারপর হিচ রেইল থেকে ঘোড়ার বাঁধন খুলল। ম্যাগিলের সাথীদেরও চিনতে পেরেছে সে। দুজনই অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির লোক। ওদের নাম জেগু আর টাইসন। কিন্তু ম্যাগিলের তুলনায় ওরা নিষ্পাপ। তবে পার পাবে জানলে গোলমালে জড়াতে ওদের জুড়ি নেই।

ম্যাগিল জানে মাইনার ওদের চিনতে পেরেছে। চিনুক, এটাই চায় ওরা। নিজের পরিচয় গোপন রাখার কোন ইচ্ছা বা প্রয়োজন ওদের নেই।

প্যাটকে ঘিরে আরও কাছে এগিয়ে এল ওরা। মাইনার কি করতে পারে এনিয়ে ওদের কোন দুশ্চিন্তা নেই—ওরা জানে প্যাট কিচ্ছু করতে পারবে না। এগিয়ে প্যাট আর ওয়্যাগনের মাঝখানে দাঁড়াল ম্যাগিল।

'তুমি নেহাত অভদ্র লোক। আজ আমরা যখন তোমাদের ক্যানিয়নে গেছিলাম তুমি আমাদের একটা হ্যালো পর্যন্ত বলোনি!'

ম্যাগিলের কথা শুনে খিঁকখিঁক করে হেসে উঠল বাকি দুজন। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ওদের বাঁকা আর ভাঙা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল।

'কিছুদিন আগে তোমাকে আমরা শহরে আসতে মানা করেছিলাম বলেই আমার মনে পড়ছে,' ওকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল জেগু।

'হ্যাঁ, তোমার স্মরণশক্তি বলতে কিচ্ছু নেই,' মন্তব্য করল টাইসন। 'কথাটা আমার স্পষ্ট মনে আছে।' ম্যাগিলের দিকে চেয়ে সে আবার বলল, 'গতবার যখন ও এসেছিল তুমি বলেছিলে, "শহরের বাইরে থেকো"। তারপর ওর মাথায় লাথি মেরেছিলে। ওতেই হয়তো ওর স্মৃতি হারিয়েছে।'

'কিংবা ওইরকমই আর কিছু হবে,' স্বীকার করল ম্যাগিল।

জেগু একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'হয়তো ওকে আবার লাথি মারলে

বইঘর.কম

ওর স্মৃতি ফিরে আসবে।'

ম্যাগিলকে পাশ কাটিয়ে বাকবোর্ডে উঠে বসল প্যাট। ওয়্যাগনের মুখটা ঠিক দিকে ফিরানো থাকলে লাগামের বাড়িতে ঘোড়া হাঁকিয়ে বেরিয়ে যেতে পারত সে। কিন্তু স্টোরের সামনে ওয়্যাগনটার মুখ উলটো দিকে ফেরানো রয়েছে। তাই চট করে সরে পড়ার উপায় নেই। নিজের ওপরই ওর রাগ হচ্ছে, সে যখন এসেছিল তখনই গাড়িটা ঘুরিয়ে রাখা ওর উচিত ছিল। কিন্তু এখন আর তা ভেবে লাভ নেই।

ঘুরে ওয়্যাগনের অন্যপাশে এসে দাঁড়াল ম্যাগিল। জেগু আর টাইসন রইল উলটো দিকে। হাসছে ওরা।

'তোমার আজ কথা বলার মূড নেই মনে হচ্ছে।' কপট হতাশা প্রকাশ করল ম্যাগিল। 'কি হয়েছে? ক্যানিয়নে নতুন কিছু ঘটেনি? আমি ভেবেছিলাম আমাদের আজকের ভিজিটের পর তোমার অনেক কথাই বলার থাকবে। ওখানে তোমার দিনকাল কেমন কাটছে তা আমাদের জানাবে না?'

'হ্যাঁ, ওই ফিশার মেয়েদের কি খবর?' কুটিল বাঁকা চোখে প্যাট্রিককে দেখছে জেগু। 'তোমার সম্পর্ক কি বড়টার সাথে, নাকি দুটোই তোমার কাছে সমান?'

প্যাটের আঙুলগুলো লাগামের ওপর শক্ত হয়ে এঁটে বসল। রক্ত সরে সাদা হয়ে উঠেছে ওর আঙুল। ঘাড়ের পেশী টানটান হয়ে উঠল। কথাগুলো ওর গায়ে বিঁধতে দেখে উৎসাহের সাথে জেগু একই লাইনে আক্রমণ চালিয়ে গেল।

'ছোট মেয়েটা তো মাত্র ফ্রক ছেড়েছে, তাই না?' কুৎসিত ভাবে হাসল সে। 'একেবারে ডাঁসা পেয়ারা, কি বলো?' ঝুঁকে সামনে এগিয়ে এল লোকটা। চোখ দুটো চকচক করছে, ভাঙা দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। 'বলো, জনজন, আমাদের বললে ক্ষতি নেই।'

কোনমতে নিজেকে সামলে রাখল প্যাট। বাকবোর্ডের সরু সীটে

boighar.com

সিধে হয়ে বসে আছে—হাত দুটো কাঁপছে। হ্যাটটা মাথার পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে ম্যাগিল অবিশ্বাসের চোখে মাইনারের দিকে চাইল।

'সত্যিই তোমার জুড়ি নেই, জনসন। নিচে নেমে পুরুষের মত কখন লড়বে? আবার তোমার জিনিসপত্র ভাঙার পর?' আঙুল তুলে ওয়্যাগনের মালগুলো দেখাল ম্যাগিল।

মুখ খুলল প্যাট। জোর করে নিজেকে সংযত রেখে শান্ত স্বরে বলল, 'আমি এখানে মারপিট করতে আসিনি।'

চরম বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকাল ম্যাগিল। মনে হলো এরকমই একটা জবাব সে আশা করছিল। 'ওটাই তোমার দোষ। তুমি আর তোমার কার্বন ক্রীকের বন্ধুবান্ধব—সবাই সমান। কাপুরুষের দল! কারও এতটুকু সাহস নেই।' ঘুরে ওয়্যাগনের পিছনে গিয়ে তেরপল উঁচু করল সে।

ঝট করে ঘুরে তাকাল প্যাট। 'ওগুলো ধোরো না!'

বিশদ হাসিতে ম্যাগিলের চেহারায় ভাঁজ পড়ল। 'আরে! আশ্চর্য ব্যাপার! তুমি দেখছি কথাও বলতে পারো! কিন্তু যে লোকের কাছে তার মেয়েমানুষের চেয়ে সাপ্লাই বেশি প্রিয়, তাঁকে আমি কোন দাম দিই না।' বাকবোর্ডে বোঝাই করা মাল খুঁটিয়ে দেখল ফোরম্যান। 'এসব হাবিজাবি জিনিসের জন্যে কেন তোমার এত মায়া বুঝতে পারছি না। এখানে তো আলকাতরা মাখানো কাগজ আর কাঠ ছাড়া তেমন কিছুই নেই। তবে ওগুলো আগুন জ্বালাবার জন্যে ভাল। তোমরা কি বলো?' সমর্থনের জন্যে সঙ্গীদের দিকে চাইল ম্যাগিল।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ! আগুনে ওগুলো চমৎকার জ্বলবে!' উৎসাহের সাথে বলল টাইসন।

জেগু তার হাত দুটো একত্র করে ঘষল। 'চমৎকার হবে, বস্। আজকে কিছুটা ঠাণ্ডাও পড়েছে।'

ম্যাগিল পকেট থেকে একটা দেশলাইয়ের কাঠি বের করে ওটা বাকবোর্ডের গায়ে ঘষে জ্বালাল। জ্বলন্ত কাঠি হাতে সে বলল, 'সময়

বইঘর.কম

থাকতে সীট থেকে নেমে পড়ো, জনসন, নইলে আগুনের ছেঁকা খাবে। অবশ্য শুনেছি ফিশার মেয়েগুলোও নাকি আগুন—হয়তো এতদিনে তোমার গরম সহ্য হয়ে গেছে।'

কথা শেষ করে কাঠিটা ছুঁড়ে অয়েলক্লথের ওপর ফেলল ম্যাগিল। মুহূর্তে ড্রাইভারের আসন ছেড়ে পিছিয়ে এসে তেরপলের খোলা প্রান্ত ঝাপটে আগুন নেভাতে সচেষ্ট হলো প্যাট। আগুনের শিখাটা নিভল বটে, কিন্তু ততক্ষণে ম্যাগিল ওর পা-দুটো ধরে জোরে হেঁচকা টান দিয়েছে।

টাল সামলাতে ধরার মত কিছু না পেয়ে ওয়্যাগন থেকে রাস্তায় পড়ল মাইনার। রাস্তার কাদা থেকে ওঠার সময় পেল না প্যাট, তার আগেই তিনজন ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সমানে কিল-ঘুসি চালাচ্ছে ওরা।

কার্লার দোকান থেকে বেরিয়ে কখন যে পানির টবের পাশে ঝোলানো ওক কাঠের বড় বালতিটা নিঃশব্দে হাতে তুলে নিয়েছে স্ট্রেঞ্জার, তা কেউ খেয়াল করেনি। টব থেকে পানি নিয়ে ওয়্যাগনের শিখাহীন আগুনের ওপর ঢেলে দিল সে। আগুনটা পুরো নেভার জন্যে এক বালতি পানিই যথেষ্ট।

ভারি কাঠের বালতিটা মজবুত। জেগুর ঘাড়ের পিছনে বালতির আঘাতে বেশ জোরালো শব্দ উঠল। কাদায় মুখ থুবড়ে পড়ল সে। সঙ্গী দুজন অবাক হয়ে মুখ তুলে চাইল। ওদের বিস্ময় কাটার আগেই বালতিটা দ্বিতীয়বার নেমে এল। টাইসনের হ্যাট তুবড়ে মাথার ওপর বাড়িটা পড়ল। অচেতন জেগুর ওপর কাত হয়ে পড়ল টাইসন।

তৃতীয় আঘাত ঠেকাতে হাত তুলতে যাচ্ছিল ম্যাগিল, কিন্তু তার আগেই ওর চোয়ালে লেগে বালতিটা ফেটে চৌচির হলো। লোকটা কাদার ওপর চিত হয়ে পড়ল।

ঘটনা আধমিনিটের মধ্যেই শেষ।

জেগু স্থির হয়ে পড়ে আছে। দুহাতে মাথা চেপে ব্যথায় কাতরে

boighar.com

কাদায় গড়াচ্ছে টাইসন। ম্যাগিল উঠে বসে চোয়াল ঠিক আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে। পালটা আক্রমণ আসতে পারে, এটা ওরা কেউ ভাবতে পারেনি। উঠে দাঁড়িয়ে লড়ার ইচ্ছা কারও মধ্যে দেখা গেল না।

ওদের উপেক্ষা করে বালতির ভাঙা টুকরোগুলো তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল স্ট্রেঞ্জার।

'এখন আর এসব আগের মত মজবুত হয় না,' বিড়বিড় করে মন্তব্য করল সে। তারের হাতলটা ছাড়া কিছুই আর অক্ষত নেই।

তারের হাতলটা হুকের সাথে ঝুলিয়ে রেখে, ঝুঁকে প্যাটকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। হতবুদ্ধি মাইনারের মুখে কথা ফুটল না। রহস্যময় লোকটা ওকে ওয়্যাগনে তুলে দিল। তারপর বাকবোর্ডটা ঘুরিয়ে নিজের ঘোড়াটা নিয়ে ফিরে এল। ঘোড়ার পিছন দিকে একটা চাপড় দিয়ে গাড়িটা চালু করে দিয়ে নিজেও পাশেপাশে শহরের সীমানার দিকে এগোল।

নিজের জখমের কথা একেবারে ভুলে গেছে প্যাট। গেল্ডিঙের আরোহী লম্বা লোকটাকেই একদৃষ্টে দেখছে। লোকটার কোন বিকার নেই। পরিশ্রমে ওর শ্বাস একটুও দ্রুত হয়নি—একবার পিছন ফিরেও চাইল না সে। কিন্তু প্যাট ফিরে তাকাল। সে যে স্বপ্ন দেখছে না, এটা বোঝার জন্যেই ওকে ফিরে তাকাতে হলো।

দেখতে পেল ম্যাগিল তার চেলাদের পাশে দাঁড়িয়ে টলছে। জেণ্ড আর টাইসন তখনও কাদায় পড়ে আছে। প্রতিশোধ নিতে ধাওয়া করে আসা দূরে থাক, রাস্তাটুকু পার হওয়ার ক্ষমতাও ওদের নেই। আশ্বস্ত হয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে নিজের মুখ থেকে রক্ত মুছতে শুরু করল প্যাট্রিক।

যা ঘটেছে তা আবার মনেমনে ভাবার চেষ্টা করল মাইনার। স্ট্রেঞ্জার হস্তক্ষেপ করার আগে পর্যন্ত মোটামুটি পরিষ্কার মনে পড়ছে। তারপর ঘোরের মধ্যে সে কেবল একটা বালতি বাতাস কেটে ওঠানামা

বইঘর.কম

করতে দেখেছে। পরক্ষণেই টের পেল বাকবোর্ডের ওপর বসে আছে ও।

সবই ঝাপসা। কিন্তু একটা ব্যাপার সে পরিষ্কার বুঝছে, যা ঘটেছে স্ট্রেঞ্জার একাই সব করেছে। শহরের বা স্টোরের কেউ ওকে সাহায্য করেনি। সারা শহরের লোক যা করার সাহস পায়নি, এই লোকটা একা তাই করেছে।

কৃতজ্ঞতা মেশানো শ্রদ্ধার চোখে সাহায্যকারীর দিকে তাকাল প্যাট। কেবল একটা শব্দই ওর মুখ দিয়ে বেরোল, 'ধন্যবাদ।'

সরল একটা হাসি ফুটল লম্বা লোকটার মুখে। হাসি দিয়েই কেবল এই হাসির জবাব দেয়া যায়।

'ওই লোকগুলোর কি তোমার সাথে কোন শত্রুতা আছে? এক-জনের বিরুদ্ধে তিনজন—এটা ঠিক ন্যায় বিচার হলো না।'

একজনটা কে তার উপর সেটা নির্ভর করে, ভাবল প্যাট। 'ওদের সাথে বিবাদ না করে আমি চলেই আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ওরা তা হতে দিল না।' নাকটা মুছতে গিয়ে ব্যথায় মুখ কুঁচকাল জনসন। ব্যথা করছে, কিন্তু ভাঙেনি। এজন্যে সে কৃতজ্ঞ, কারণ লেহুডে কোন ডাক্তার নেই। ডেনটিস্ট-নাপিত তেমন কাজের নয়।

'আপোষেই চলে আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু গতবারের মত এবারেও মার খেতে হলো। ব্যাপারটা শুধু শত্রুতা নয়—অনেকটা ফিউডের মত। কেউ কেউ একে বলবে বলে ব্যবসা। আমার নাম জনসন। প্যাট্রিক জনসন।'

জবাবে স্ট্রেঞ্জার কেবল একটু নড করে হাসল। বন্ধুসুলভ আচরণ, কিন্তু ওর দিকে চেয়ে প্যাট বুঝল লোকটা খুব চাপা প্রকৃতির। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, তাকে সাহায্য করেছে ওই লোক। খনির দেশে মানুষকে বেশি কৌতূহলী হতে নেই। এখানে বেশিরভাগ লোক আসে সোনার খোঁজে। কিন্তু এমনও কিছু লোক আসে, যারা পূর্বপরিচয়

boighar.com

গোপন রাখতে চায়। তাতে প্যাটের কোন আপত্তি নেই। লোকটা তার জন্যে যা করেছে, এর পরে প্যাটের কাছে ওর সাত খুন মাফ।

কিন্তু প্যাটের কৌতূহল রয়েই গেল। সে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি এদিককারই লোক?'

'না।'

লোকটার পেটে বোমা মারলেও কথা বেরোবে না, ভাবল প্যাট। 'প্লেসারভিল?' নিজের সিদ্ধান্ত ভুলে প্রশ্ন করল সে। 'নাকি স্যাকরেমেন্টো?'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'তাও না।'

অধ্যবসায় ছাড়া কার্বন ক্রীকে এতদিন টিকে থাকেনি প্যাট। লোকটা যতক্ষণ বিরক্তি প্রকাশ না করে ততক্ষণ প্রশ্ন চালিয়ে যাওয়া নিরাপদ।

'তাহলে তুমি চলার পথে রয়েছ?'

'হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। এ বিষয়ে আমি কোন চিন্তাভাবনা করিনি।'

ভাল কথা। যদি থাকে, তাহলে হয়তো এই লোকের সাহায্যে তাদের অনেক কাজ হতে পারে। বেশি আগ্রহ না দেখাবার চেষ্টা করল প্যাট। 'শহরে তুমি আজ যা করেছ, এরপর তোমার আর শহরে থাকাটা ঠিক হবে না। ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়েছ তুমি। আমার কেবিনে দুটো কামরা আছে।' মাথা ঝাঁকিয়ে সামনের উঁচু পাহাড়গুলো দেখাল সে। 'ঠিক রাজপ্রাসাদ নয়, তবে বাতাস আর বৃষ্টি অন্তত ঠেকে। তুমি চাইলে যতদিন খুশি থাকতে পারো।'

জবাব দেয়ার আগে মনেমনে প্রস্তাবটা কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে দেখল স্ট্রেঞ্জার। 'ধন্যবাদ। চমৎকার প্রস্তাব, কিন্তু তোমার পরিবারের ওপর আমি বোঝা হতে চাই না।'

হাসল প্যাট। 'আমার স্ত্রী অনেক আগেই মারা গেছে। তবে আমার একজন প্রেমিকা আছে। কিন্তু সে তার মেয়েকে নিয়ে নিজের বাসাতেই

বইঘর.কম

থাকে। তাই আমার কেবিনে জায়গার কোন অভাব হবে না। তুমি থাকলে আমি খুব খুশি হব, বোঝা মনে হবে না।'

'কি করব বুঝে উঠতে পারছি না।'

চুপসে গেল প্যাট। 'তোমার আর কোথাও কাজ আছে?'

'বিশেষ কোন কাজ নেই।'

'তাহলে আর আপত্তি কিসের? চলো, তুমি আমার সাথেই থাকবে।'

মনে হলো আরও চিন্তা করছে স্ট্রেঞ্জার। কিংবা হয়তো সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছে, এখন অন্য কোন বিষয়ে ভাবছে। বুঝতে পারছে না প্যাট। নিজেকে সে মানুষ আর আকরের ভাল বিচারক বলে মনে করে, কিন্তু স্ট্রেঞ্জারের বেলায় মোটেও থৈ পাচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত জবাব এল। 'ভালই শোনাচ্ছে।'

খুশি মনে বাকবোর্ডের শক্ত সীটে সোজা হয়ে বসল মাইনার। ব্যথা ভুলে লাগাম ঝাঁকিয়ে ঘোড়াটাকে আরও দ্রুত চলার নির্দেশ দিল। রাজি হয়েছে স্ট্রেঞ্জার—ওকে মত পালটাবার সুযোগ সে দিতে চায় না।

রাস্তাটা ধীরে ধীরে সরু হয়ে অদৃশ্য হলো। একটা ট্রেইল ঘুরে উত্তরে চলে গেছে। এঁকেবেঁকে পাহাড়ের ভিতর ঢুকেছে। ওই পথেই এগোল প্যাট।

ব্যক্তিগত প্রশ্ন না করে সাধারণ বিষয় নিয়ে কিছুক্ষণ আলাপ চালাবার চেষ্টা করল প্যাট। সিয়েরা নেভাডার খামখেয়ালী আবহাওয়া, বাজারে জিনিসপত্রের দাম, কোথায় কোথায় সোনা পাওয়া যেতে পারে, ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথা বলল প্যাট। তার সঙ্গী আলাপে আগ্রহী নয় বুঝে চুপ করল।

কার্বন ক্রীক ক্যানিয়নে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে এল।

boighar.com

# তিন

কথা বলেনি লোকটা, কিন্তু প্যাটের মনে হলো পথে প্রতিটা জিনিস খুঁটিয়ে লক্ষ করছে স্ট্রেঞ্জার। এমন নয় যে এখানে দেখার মত কিছু আছে। সিয়েরা নেভাডায় এমন হাজার-হাজার ক্যানিয়ন আছে। দেখতে সব একই রকম। সন্দেহ নেই তার সঙ্গী এমন ক্যানিয়ন আরও অনেক দেখেছে।

ঢালের ওপর একটা জায়গা দেখাল প্যাট। 'ওই যে, ওটাই আমার কেবিন। আমি জানি না তুমি কতদূর থেকে আসছ, নিশ্চয় তুমি এখন খুব ক্লান্ত।'

'লম্বা সময় ট্রেইলে কাটিয়েছি আমি,' প্যাটের দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল স্ট্রেঞ্জার। মনে হলো চারপাশে তাকিয়ে ক্যানিয়নের খুঁটিনাটি সে মনে গেঁথে নিচ্ছে।

'কত দিন?' বা 'কোথা থেকে?' এসব প্রশ্ন তুলল না প্যাট। 'কেবিনে তুমি পানি আর শেভ করার সরঞ্জাম পাবে। আমি মারিয়াকে বলে আসছি আজ আমাদের সাথে আরও একজন খাবে। তারপর শহর থেকে আনা জিনিসপত্রগুলো আলো থাকতেই বিলি করে ফিরব।' হাসল প্যাট। 'এখানকার অনেকে ভাবতেই পারবে না এসব জিনিসের মুখ তারা দেখতে পাবে। অবশ্য সেজন্যে ধন্যবাদ তোমারই প্রাপ্য। ফিরতে আমার বেশি দেরি হবে না। তুমি এটাকে নিজের বাড়িই মনে করতে পারো।'



বইঘর.কম

আরও অনেক কথাই প্যাট তার নতুন সঙ্গীকে বলতে চেয়েছিল, কিন্তু এখন সময় নেই। পরে সময় করে বলবে। সাধারণত বেশি কথা বলে না সে। তবে স্ট্রেঞ্জার এত ভাল শ্রোতা যে ফোয়ারার মত কথা আপনা থেকেই বেরিয়ে আসতে চায়। লোকটার ভিতর এমন কিছু আছে যে ওকে নিজের গোপন কথা বলতেও মানুষ দ্বিধা করবে না।

একটা লোক খচ্চরের পিঠে উঁচু করে মাল চাপিয়ে ক্রীকের ধার দিয়ে যাওয়ার সময়ে ওদের সামনে থামল। ওর মাথার চুল অর্ধেক সোনালি আর বাকি অর্ধেক পাকা। বয়সের তুলনায় ওকে বেশি বুড়ো দেখাচ্ছে।

'গুড বাই, প্যাট,' জনসনের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলল লোকটা।

'তুমি কোথায় চলেছ, উলরিক?' মুখ কুঁচকে আকাশের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল প্যাট। 'এই অবেলায় শহরে যাচ্ছ?'

'শহরে যাচ্ছি না। সময় থাকতে সরে পড়ছি।'

লাগাম টেনে ওয়্যাগন থামাল প্যাট। 'চলে যাচ্ছ? এই অসময়ে তুমি কোন চুলোয় যাবে?'

'জানি না। তবে এমন জায়গায় যাব, যেখানে আমাকে দিনের পর দিন অত্যাচার আর ক্ষতি সহ্য করতে হবে না। যেখানে রাতে শান্তিতে একটু ঘুমানো যাবে। আমার আর লড়ার ক্ষমতা নেই, প্যাট। আমি একা নই, আরও লোক চলে যাওয়ার কথা ভাবছে।' পাথরটার পাশদিয়ে ঘুরে খচ্চর নিয়ে এগোল সে।

ঘুরে প্রস্থানরত মাইনারের দিকে তাকাল প্যাট। 'আহা, উলরিক, তুমি এত হতাশ হচ্ছ কেন? কথায় বলে: অবস্থা ভাল হবেই, কারণ আর খারাপ হওয়া অসম্ভব।'

বিজ্ঞের মত মাথা ঝাঁকাল বুড়ো। 'যে লোক ওই কথা বলেছে সে কার্বন ক্যানিয়নে বাস করেনি। গুড বাই, প্যাট্রিক জনসন, এবং গুড

boighar.com

লাক। বুদ্ধি থাকলে তুমিও সরে পড়বে।'

প্যাট নীরবেই লোকটার যাওয়া দেখল। তারপর হতাশভাবে মাথা নেড়ে মেয়ারটাকে আগে বাড়াল।

'অত্যাচারের কথা কি বলছিল লোকটা?' জানতে চাইল স্ট্রেঞ্জার।

প্যাটের চেহারা গম্ভীর। স্বরটা নিচু। 'মনে আছে তোমাকে একটা ফিউডের কথা বলেছিলাম? উলরিকের যাওয়ার পিছনে ওটাই কারণ। পরে তোমাকে সব বলব। তবে ওসবের সাথে তোমার না জড়ানোই ভাল।' কথাটা বলে আড়চোখে প্রশ্নকর্তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল। কিন্তু ওকে নিরাশ হতে হলো। আশা করেছিল, লোকটা হয়তো আরও প্রশ্ন করবে বা কিছুটা আগ্রহ দেখাবে। সেরকম কিছুই করল না স্ট্রেঞ্জার—নির্বিকারভাবে সোজা সামনের দিকে চেয়ে রইল। মনে হচ্ছে প্যাটের জবাবটাই সে মেনে নিয়েছে।

কাঁধ উঁচাল জনসন। সাপ্লাই বাঁটার কাজটা ওকে অন্ধকার হওয়ার আগেই সারতে হবে।

কেবিনটা খুঁটিয়ে দেখল স্ট্রেঞ্জার। দুটো কামরা, পিছন দিকে বাথরুম। সাধারণ মাইনারের ঘর যেমন হয়, এটা তেমন নয়। শক্ত করে তৈরি করা হয়েছে সারা বছর থাকার জন্যে। ভিতরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাঁচ বসানো জানালা, বিছানার ওপর চাদর বিছানো রয়েছে। পুরো কেবিন জুড়েই রয়েছে প্যাট জনসনের সুন্দর রুচির ছাপ।

পাশের কামরায় গিয়ে নিজের জিনিসপত্র রাখল সে। মাইনার ঠিকই বলেছিল, অনেকদূর পথ ও পাড়ি দিয়েছে। শুধু একটু নয়, বেশ ক্লান্ত স্ট্রেঞ্জার। কিন্তু সাপারে মহিলারা উপস্থিত থাকবে। মুখের ঘন খোঁচাখোঁচা দাড়ি হাতিয়ে দেখল লোকটা। ভাবল, কিছুটা পরিচ্ছন্ন হওয়া তার উচিত।

সামনের কামরায় দক্ষিণের জানালার পাশে একটা গামলা আর জগে পানি রাখা রয়েছে। সারাদিন রোদ পেয়ে পানি বেশ গরম হয়ে আছে।

বইঘর.কম

অল্প খুঁজতেই সাবান আর খুর পাওয়া গেল। সাবানটা বাড়িতে তৈরি সস্তা জিনিস না, আমদানি করা দামী সাবান। চমৎকার ফুলের গন্ধ আছে। প্রশংসার দৃষ্টিতে ওটার দিকে তাকাল অতিথি। বিলাসদ্রব্য বাকিতে বিক্রি করবে না ব্ল্যাকেনশিপ—তাহলে এই উপত্যকায় সত্যিই কিছু সোনা আছে।

কোট আর শার্ট খোলার পর গেঞ্জিটাও খুলে খাটের ওপর রাখল সে। ওর বুকে চোখে পড়ার মত কোন ক্ষতচিহ্ন নেই। পিঠের দাগগুলো চোখে না পড়ে উপায় নেই। মোট পাঁচটা। প্রত্যেকটার ব্যাস আধইঞ্চি, একটার থেকে অন্যটার দূরত্ব সমান। পাঁচটা চিহ্ন চমৎকার একটা ছোট বৃত্ত তৈরি করেছে। ক্ষত অনেক আগেই শুকিয়ে গেছে বটে, কিন্তু ওগুলো কিসের ক্ষত তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

বুলেটের গর্ত।

জানালা দিয়ে বাইরের আলো এসে পড়েছে স্ট্রেঞ্জারের মুখে। আয়নার দিকে চেয়ে দক্ষ হাতে দাড়ি কামাচ্ছে ও। মুখ থেকে সাবানের ফেনা আর দাড়ি সরে গিয়ে আয়নায় ফুটে উঠছে পরিষ্কার একটা চেহারা। একটু রুক্ষ দেখালেও ওর চেহারায় পৌরুষ আছে।

একটা স্বর শুনে শেভ করার মাঝেই লোকটা থামল। মেয়েলী স্বরটা বাইরে থেকে এসেছে। ঝুঁকে জানালা দিয়ে উঁকি দিল। দেখল দুটো মেয়ে প্যাটের কেবিনের পাশ দিয়ে খোলা জায়গা পেরিয়ে আরেকটা কেবিনে যাচ্ছে। বুঝল ওরাই প্যাটের প্রেমিকা আর তার মেয়ে। কালো একটা বড় লোহার কেতলি দুজনে মিলে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। টেরও পেল না কেউ ওদের লক্ষ করছে।

ওরা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত ওদিকেই তাকিয়ে রইল স্ট্রেঞ্জার। এই বুনো গাছ আর পাথর ঘেরা পরিবেশে মেয়ে দুটো একেবারে বেমানান। ওদের উপস্থিতিতে এই এলাকার রুক্ষতা যেন কিছুটা কোমল হয়েছে। কিন্তু তাড়াহুড়া না করলে তার নির্ঘাত দেরি হয়ে যাবে, ভাবল লম্বা

boighar.com

লোকটা।

দাড়ি কামানো শেষ করতে আয়নার দিকে ফিরল সে।

টেবিলের ওপর প্লেট আর ছুরি-কাঁটা সাজাচ্ছে ওয়ানিতা। সাজানো শেষ করে একটু পিছিয়ে সমালোচকের দৃষ্টিতে নিজের কাজটা যাচাই করে দেখল। মনমত হয়নি। তৃতীয়বারের মত নতুন করে আবার টেবিল সাজাতে ব্যস্ত হলো সে।

ওর মা টেবিলের পিছনে ঢালাই করা লোহার চুলোয় কাঠের আগুনে রান্নায় ব্যস্ত। একটা কাঠের হাতা দিয়ে প্যানের খাবার নাড়ছে ও। মাঝেমাঝে চোখ তুলে ডানদিকের বন্ধ দরজাটার দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু পিছনের কামরার দরজা বন্ধই।

মারিয়ার নিজের কেবিনে খাবার পরিবেশন করাটা অনেক সহজ হত। কিন্তু প্যাট গোঁ ধরেছে, 'অতিথির সম্মান রাখতে তার কেবিনেই সবাইকে সাপার খেতে হবে। প্যানের ভিতর হাতা ডুবিয়ে খাবার নাড়তে-নাড়তে ওর মেজাজ আরও গরম হয়ে উঠছে। অতিথি না ছাই! কিন্তু প্যাট অটল। যাক, একবার রাজি হয়ে যাওয়ার পর এখন আর কথা ফিরিয়ে নেয়ার উপায় নেই। ঝামেলাটা পোহাতেই হবে।

টেবিল থেকে চুলো পর্যন্ত পায়চারি করছে প্যাট। উত্তেজনায় কথা না বলে থাকতে পারছে না বলে নিচু স্বরে কথা বলছে।

'তুমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না, মারিয়া। মাটিতে পড়ে ছিলাম আমি, ডার্বির পোষা গুণ্ডা তিনজন আমার ওপর চড়ে বসেছে। তারপর মুহূর্তে ওরা নাই হয়ে গেল। ঠিক যাদুমন্ত্রের মত। দেখলাম ওরা মাটিতে গড়াগড়ি করে ককাচ্ছে। ওদের মাথার ওপর পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে বিশাল লোকটা।' কল্পনার চোখে দৃশ্যটা আবার দেখে শিউরে উঠল মাইনার। 'একেবারে নির্বিকার—জোরে শ্বাসও ফেলছে না। যেন সামান্য কয়টা তেলাপোকা চেপটা করেছে।'

বইঘর.কম

মারিয়ার চোখ আর মনোযোগ দুটোই বাষ্প ওঠা প্যানের ওপর। প্যাটের এই অপাত্রে ভক্তি ওর সহ্য হচ্ছে না।

'তোমার কথা শুনে ম্যাগিল বা টাইসনের চেয়ে ওকে কোন অংশে ভাল মনে হচ্ছে না।' চুলোর থেকে প্যানটা তুলে টেবিলের ধারে নিয়ে বাটিতে বাড়তে শুরু করল মেয়েটা।

পায়চারি থামাল প্যাট। 'অন্তত ওদের সে ভয় পায়নি। ওদের দিকে পিছন ফিরে আমাকে নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এল—ভাবটা এমন যে ওরা যা-ই করুক তোয়াক্কা করে না সে। এখানে আমাদের এমন একজনই দরকার যে ওদের ভয় পায় না।'

শেষ পর্যন্ত টেবিল সাজানোয় সন্তুষ্ট হয়ে মায়ের বন্ধুর দিকে তাকাল ওয়ানিতা। প্যাট জনসনকে ওর ভাল লাগে। লোকটা তারও বন্ধু। যখন থেকে বাবাকে···ঢোক গিলল সে।

'তুমি ওদের ভয় পাও, প্যাট? আমি জানতাম তোমার ভয় বলে কিছু নেই।'

'ভয় পাওয়া ওর উচিত,' প্যাট জবাব দেয়ার আগেই বলে উঠল মারিয়া। 'কিন্তু ও একটা টিট লোক।'

'কিন্তু আমিও ভয় পেয়েছিলাম, মারিয়া। বলতে লজ্জা নেই, ওরা তিনজনই ছিল আমার থেকে বড়, তাছাড়া সাপ্লাই নিয়েও আমি দুশ্চিন্তায় ছিলাম। কিন্তু ওদের নয়, আসলে এটা ডার্বির কাজ। সে-ই আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।' জানালার কাছে গিয়ে বাইরে ক্যানিয়নের দিকে তাকাল মাইনার। প্রায় অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, তবু এখনও কিছু নাছোড়বান্দা লোক ক্রীকের ধারে কাজ করছে। এছাড়া ক্যাম্পের পুরোটাই নীরব। বাম দিকে ঢালের কিছুটা নিচে থেকে স্কিপি স্যামের ব্যাঞ্জোর ঝঙ্কার অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছে। শান্ত আর সুন্দর একটা ক্যানিয়ন

কেবল ডার্বিই বাগড়া বাধাচ্ছে।

'হ্যাঁ, একটা কথা তোমাদের বলা হয়নি। শহর থেকে ফেরার পথে

boighar.com

উলরিকের সাথে দেখা হলো। এই উপত্যকা ছেড়ে চলে গেল সে। শুধু বলল, "যাচ্ছি", কিন্তু কোথায় যাচ্ছে তা নিজেও জানে না। প্রথম যখন এসেছিল ওর কত স্বপ্নই না ছিল—এখান থেকে সোনা তুলে তা কিভাবে স্যান ফ্র্যানসিসকোতে খরচ করবে, কেবল সেই কথাই বলত। সবচেয়ে দুঃখের কথা ওকে ঠেকাবার মত কোন কথাই আমি খুঁজে পেলাম না।'

'কীই বা বলতে পারতে?' মারিয়ার স্বরটা হতাশ। 'শুধু উলরিক নয়, এই কলোনির সবাই হেরে গেছে। একমাত্র তুমিই তা মানতে চাও না।'

'আমিও মানি না।' উদ্ধত ভঙ্গিতে বাইরে উপত্যকার দিকে চেয়ে আছে নিতা। 'ওরা আমাকে তাড়াতে পারবে না। ডার্বি আর তার লোকজনের শেষ না দেখে আমি যাব না।'

'চুপ, নিতা!' প্যাটের দিকে তাকাল মারিয়া। ওর চোখে অভিযোগ। 'দেখেছ, তুমি কি করছ? যেন আমার নয়, তোমারই মেয়ে। দিনদিন ঠিক তোমার মত কথা বলতে শিখছে। ওকে বোঝাও ডার্বির বিরুদ্ধে লড়তে য়াওয়া পাগলামি।'

'লড়াইয়ের কথা কে বলল?'

'তুমি বলেছ! তুমিই তো ওই স্ট্রেঞ্জারের লড়ার কথা বলছিলে।' হাতের চামচটা তুলে বন্ধ দরজাটা দেখাল মারিয়া। 'কে ও, পিস্তলবাজ? নাকি আরও খারাপ?'

অত্যন্ত রেগে গেলেও প্রেমিকার ওপর চোটপাট করতে পারল না প্যাট। শেলফ থেকে হুইস্কির বোতলটা নামাল। ওটা আসল হুইস্কি—স্যাকরেমেন্টো থেকে আমদানি করা জিনিস। মারিয়াকে ও খুব ভালবাসে বটে, কিন্তু দেখেছে মাঝেমাঝে হুইস্কিও তাকে সমান আনন্দ আর সান্ত্বনা দেয়।

দুটো ছোট গ্লাস বের করে মদ ঢালল সে।

'ও পিস্তলবাজ হলে আমি খুশিই হব। একটু নিরাপত্তার জন্যে এক তোলা সোনা আমি আগ্রহের সাথেই দেব।'

বইঘর.কম

'নিরাপত্তা? একজন ভাড়াটে খুনীর কাছে তুমি নিরাপত্তা আশা করো?' অবজ্ঞার সাথে নাক টানল মারিয়া।

ঝট করে ঘুরে তাকাল প্যাট। 'তুমি কি করে জানো সে খুনী?'

'তুমিই বা কিভাবে জানো সে তা নয়?' কথাটা বলে মেয়ের দিকে ফিরল। 'চলো, নিতা, আমরা বাড়ি যাচ্ছি।' ভীষণ রাগে বাটিতে বাড়া স্ট্যু আবার প্যানে ঢেলে রাখল মারিয়া।

হুইস্কির বোতল সরিয়ে রেখে মেয়েটার সাথে আপোষ করতে ওকে জড়িয়ে ধরল প্যাট। 'মারিয়া, আমি বলিনি সে—'

'তাহলে ওকে বিদেয় করো! ডার্বি পাঠালে হয়তো এই ধরনের লোকের সাথে আমাদের যুঝতে হবে, কিন্তু অন্তত এসব আবর্জনার সাথে আমাদের বাস করতে হয় না। ওকে বিদেয় করো।'

'করব। আমি কথা দিচ্ছি—'

'আজই!'

'নিশ্চয়, সাপারের পর ওকে আমি বলব যেন কাল—'

'কালকে নয়, আজ!'

'মারিয়া।' যুক্তি দিয়ে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করল প্যাট। 'লোকটা আমাকে ডার্বির গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। নইলে এতক্ষণে আমাকে ভাঙা হাড়গোড় নিয়ে ব্ল্যাকেনশিপের পিছনের কামরায় পড়ে থাকতে হত। লেহুডের নাপিত আমার হাড় জোড়া লাগাবার চেষ্টা করত। স্ট্রেঞ্জারকে থাকার দাওয়াত দিয়ে বাসায় এনে কি করে বলি আজ রাতেই বেরিয়ে যাও?'

'জানি না। অমন লোকের সাথে এক টেবিলে বসে খাওয়াও পাপ! তোমাকে সাহায্য করেছে, ভাল কথা, তবে এর পেছনে নিশ্চয় তার কোন মতলব আছে। সোজা ওর মুখের ওপর—'

পাশের কামরার দরজা খুলে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে স্ট্রেঞ্জার। মৃদু হেসে শান্ত স্বরে সে বলল, 'উত্তেজিত কথাবার্তা নিশ্চয় আমাকে

boighar.com

নিয়ে নয়?'

কামরার ভিতরে ঢুকল বিশাল লোকটা। কেউ কোন কথা বলল না। সবাই অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। টেবিলের ওপর হুইস্কি ভরা গ্লাস দুটো দেখতে পেয়ে ওদিকে এগিয়ে ধন্যবাদ জানাতে নড করল।

'আমার আপত্তি নেই।'

একটা গ্লাস তুলে নিয়ে সবটুকু নির্জলা মদ একবারে গলায় ঢেলে দিল। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে ঠোঁটও মুছল না।

কামরার মানুষগুলোর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কেবিনে যেন হঠাৎ একটা ভালুক ঢুকে পড়েছে। মারিয়া আর নিতার মত প্যাটও একেবারে বোবা হয়ে গেছে। কেবিনে ভালুক ঢুকলেও কি করা দরকার বুঝতে পারত প্যাট—কিন্তু শহরে দেখা স্ট্রেঞ্জারের এই রূপ অকল্পনীয়!

বিশাল লোকটার কোমরে কোল্ট ঝুলাতে দেখবে আশা করেছিল ওরা। কিন্তু একটা ছুরিও নেই। ওর পরনে রয়েছে একটা কালো রঙের শার্ট। ওটার ওপর চড়ানো আছে ধর্মযাজকের কড়া মাড় দেয়া ধবধবে সাদা কলার।

কামরার নীরবতা ভেঙে ধর্মযাজকই আবার কথা বলল।

'মানুষের খিদে চাঙা করতে এক চুমুক হুইস্কির জুড়ি নেই। আজকের রাতটাও ঠাণ্ডা হবে। শীত আসছে।' আঙুল তুলে প্যানটা দেখাল ও। 'চমৎকার স্ট্যু তৈরি করেছ, ম্যাম। ওটা ঠাণ্ডা হতে দেয়া ঠিক হবে না।'

একেবারে পঙ্গু হয়ে গেছে মারিয়া। রাগের মাথায় চিৎকার করে বলা কথাগুলো সব ধর্মযাজকের কানে গেছে বুঝেই লজ্জায় নড়তে পারছে না। শেষে প্যাটের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে সংযত হলো।

'আমি যা বলেছি সেজন্যে ক্ষমা চাইছি। আমি···আমি বুঝতে পারিনি—'

'আশ্চর্য!' সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলে উঠল প্যাট। ধর্মযাজককে

বইঘর.কম

গানম্যান বলে ভুল করায় সেও মনেমনে কম লজ্জা পায়নি।

দেখা গেল ওদের মধ্যে কেবল ওয়ানিতারই নড়ার ক্ষমতা আছে এগিয়ে কাঠের হাতা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি চারটে বাটিতে বেড়ে ফেলল। সবথেকে বেশি স্ট্যু ভরা বাটিটা প্রীচারের দিকে এগিয়ে দিল মেয়েটা। দ্রুত হাতে কাজ করছে ও—সাথে ওর মুখটাও সমানে চলছে।

'এই যে—বিস্কিট,' বলে প্রায় উড়ে গিয়ে আরও কিছু জিনিস নিয়ে এল। 'এখানে নুন, আর বিস্কিটের জন্যে মধু। তোমার আর কিছু চাই?' দম নিতে একটু পাশে সরে দাঁড়িয়ে স্ট্রেঞ্জারের দিকে প্রত্যাশা নিয়ে চেয়ে রইল নিতা।

সুন্দর একটা হাসি দিয়ে মেয়েটার মন ভরে দিল প্রীচার।

'হ্যাঁ, একটু সঙ্গ চাই। গত একমাসের মধ্যে ঘোড়া ছাড়া আর কারও সাথে সাপার খাবার সৌভাগ্য আমার হয়নি।' দুষ্টুমি ভরা চোখে প্যাট আর মারিয়ার দিকে তাকাল সে। 'তোমরা আমাদের সাথে যোগ দেবে না?'

নিতার যা যা মনে পড়ছে সব এনে প্রীচারের প্লেটের পাশে জড়ো করছে, অথচ লোকটা খাওয়াই শুরু করেনি।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়।' মারিয়ার বিস্ময়ের ধাক্কাটা কেটেছে বটে, কিন্তু নার্ভাস বোধ করছে ও। বহুদিন মাইনার ছাড়া আর কারও সাথে খেতে বসেনি, তাই ভয় পাচ্ছে, মুখ থেকে বেমানান কিছু বেরিয়ে না যায়।

কিন্তু সেই কাজটা তো সে আগেই করে ফেলেছে, তাই না? কথাটা ভেবে আর একবার লজ্জা পেল মেয়েটা।

'প্যাটকে সাহায্য করার জন্যে আমাদের সবার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। আমি মারিয়া ফিশার, আর ও আমার মেয়ে ওয়ানিতা।'

'তোমাদের সাথে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম।'

মারিয়া শুধু লজ্জা পেয়েছে, কিন্তু প্যাট অপ্রস্তুত হওয়ার সাথে বিভ্রান্তও হয়েছে।

'আমি বুঝতে পারিনি—শহরে ওই লোকগুলোকে তুমি যেভাবে

boighar.com

ঘায়েল করলে, তাতে আমি ভাবতেই পারিনি তোমার পেশা—'

'তুমি আমাদের হয়ে গ্রেইস বলবে না?' বাধা দিয়ে বলল নিতা। অতিথির পাশে বসে নিজের আঙুলগুলো পরস্পরের সাথে আবদ্ধ করে মাথা নোয়াল সে। প্রীচার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মারিয়া আর প্যাটের দিকে তাকাল। বাকি দুটো আসনে বসে ওরাও শ্রদ্ধার সাথে প্রার্থনার ভঙ্গিতে মাথা নত করল।

'ঈশ্বর, এই সুন্দর পৃথিবীতে তুমি আমাদের যা দিয়েছ সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। ভাল বন্ধু, শস্য, পানি, গাছপালা, জীবজন্তু, সব তোমারই দান। আজ আমাদের টেবিলে তুমি যা দিয়েছ সেজন্যে আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ।'

প্রার্থনা শেষ করল প্রীচার। ওয়ানিতা উজ্জ্বল চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে। চামচের দিকে হাত বাড়াল অতিথি।

'এমেন!' দৃঢ় স্বরে বলল নিতা।

হয়তো মারিয়া লজ্জা পেয়েছে, প্যাট হতাশ হয়েছে, কিন্তু ওয়ানিতা জানে ঈশ্বর তার প্রার্থনা শুনেছেন। স্ট্রেঞ্জারই কার্বন ক্যানিয়নের মিরাক্‌ল্।

## চার

আগুনের গোলা না ছুঁড়ে যে ক্যানন পানি ছোঁড়ে, তার ক্ষতি করার ক্ষমতা কম মনে করলে খুব ভুল হবে। আসলে ওয়াটার ক্যানন সেনা বাহিনীর যেকোন আগ্নেয়াস্ত্রের সমান ক্ষতি স্থায়ীভাবে করতে পারে।

বইঘর.কম

কাঠের মঞ্চে বসানো ওয়াটার ক্যানন (মনিটর নামেও পরিচিত) ক্রীক থেকে পানি তুলে ছুঁড়ে পাড়ের মাটি আলগা করে ফেলে। ক্যাননের নাগালের ভিতরে নগ্ন পাথর ছাড়া আর কিছুই নেই। ছোট ঝোপঝাড়, আর মাটি পানির তোড়ে ধুয়ে ঝর্না বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে।

মনিটরের কর্মীরা কেউ জীবিত কিছুতে আগ্রহী নয়। ওরা কেবল সোনার নুড়ি চায়। দুডজন পেশীওয়ালা ঘর্মাক্ত লোক কোমর পর্যন্ত নগ্ন হয়ে বিরামহীন ভাবে খাটছে। বেলচা হাতে ক্রীক থেকে আলগা পাথর তুলে চল্লিশ ফুট লম্বা স্লুইসের উপরের মাথায় ফেলছে ওরা। ওখান থেকে ঝাঁকি খেয়ে ধীরে নিচের দিকে নামছে পাথর।

স্লুইসের কাজ দেখাশোনা করছে পঁচিশ বৎসর বয়সের এক সুদর্শন লম্পট। পানির ছিটায় ভেজা শ্রমিকদের প্রতি কোন দয়ামায়া দেখাচ্ছে না, বরং দুর্ব্যবহারই করছে। লোকটা তার থেকে শক্তিশালী লোকজনের সাথে খারাপ ব্যবহার করেও পার পাচ্ছে, কারণ সে জিম ডার্বির ছেলে টিম।

সোনা জমা হচ্ছে স্লুইসের সবথেকে নিচের স্তরে। সোনা পাথরের চেয়ে অনেক ভারি।

তিনজন লোক এগিয়ে আসছে টিমের দিকে। মুখ তুলে চেয়ে ওদের চিনতে পারল। অশ্লীল একটা গালি দিয়ে ওদের কাছে পৌঁছবার অপেক্ষায় জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল টিম।

তিনজনই পট্টি বাঁধা। জেণ্ড আর টাইসনের মাথায় সাদা কাপড়ের ব্যান্ডেজ। ম্যাগিলের চোয়ালে তুলোর মোটা প্যাড। টিম ডার্বির সামনে এসে ওরা থামল। রাগে যুবকের মেজাজের সাথে স্বরও চড়েছে, তাই স্লুইসের ঘড়ঘড় শব্দ ছাপিয়ে ওর কথা শোনা গেল।

'তোমরা তিনজন এতক্ষণ ছিলে কোথায়? এক ঘণ্টা আগেই তোমাদের শিফ্‌ট্ শুরু হয়েছে। তোমরা ভেবেছ কি? বাম্বাকেই আমি

boighar.com

সারাক্ষণ মনিটরের কাজে রাখব?'

টাইসন আর জেগু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। আশা করছে ফোরম্যান ম্যাগিলই জবাব দেবে।

'আমি দুঃখিত, টিম। আমরা ডাক্তারের ওখানে আটকা পড়েছিলাম। নইলে ঠিকই আমরা সময় মত পৌঁছতে পারতাম,' ব্যাখ্যা দিল সে।

'কপাল খারাপ নাপতে ব্যাটা আবার বোনের সাথে দেখা করতে গেছিল,' বিড়বিড় করল জেগু।

ওদের ব্যান্ডেজ আর অবনত ভাবটা লক্ষ করল টিম। ওই তিনজনের বেলায় দুটোই বেমানান। ড্যাডির লোকজনের মধ্যে ওরাই সবথেকে কঠিন লোক।

'বুঝলাম। দেখে মনে হচ্ছে তোমরা রেলগাড়ির সাথে ধাক্কা খেয়েছ। ঘটনাটা কি?'

ম্যাগিলের মুখে আর কথা ফুটছে না। বলার কিছু ও খুঁজে পেল না। টাইসন ওকে উদ্ধার করল।

'আমরা বারান্দায় বসে গল্প করে শিফ্‌ট্ শুরু হওয়ার অপেক্ষায় সময় কাটছিলাম। দেখলাম জনসন শহরে ঢুকল। মনে আছে গতবার ও আসার পর কি ঘটেছিল?'

'হ্যাঁ, মনে আছে। কিন্তু তাতে কি?'

'আমরা ওর সামনে গিয়ে হাজির হলাম। একটু ঠাট্টা-মস্করা করছিলাম আর কি। তারপর—'

'কী!' বাধা দিয়ে বলে উঠল টিম। 'তুমি বলতে চাও তোমরা মার খেয়ে এসেছ? লেহুড শহরে? তাও একটা অপদার্থ মাইনারের হাতে

'না, বস্। ও একা ছিল না!' বলল ম্যাগিল।

'তাহলে ওর সাথে কার্বন ক্যানিয়নের আরও লোকজন ছিল?'

'না, ঠিক তা নয়। মানে···ওখানে একজন স্ট্রেঞ্জার ওকে সাহায্য করেছিল। আমরা—'

বইঘর.কম

'কোন স্ট্রেঞ্জার?' ভুরু কুঁচকাল ডার্বি। হিসেব মিলছে না। 'তুমি কার কথা বলছ? কার্বন থেকে না এলে সে কোত্থেকে এল?'

ওই লজ্জাকর ঘটনায় তেতো-বিরক্ত হয়ে আছে ফোরম্যান। খুঁটিনাটিতে যেতে চায় না ও। কিন্তু মালিকের ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে ওর প্রশ্নের জবাব না দিয়েও উপায় নেই।

'কার্লার দোকান থেকে।'

চোখ গরম করে তাকাল টিম। 'ন্যাকামি কোরো না—তুমি ভাল করেই জানো আমি কি বলছি!'

'ওকে আমরা আসতে দেখিনি। জনসনের সাথেই গেল। কথা বলার জন্যে থামেনি। তাই ওর নামটা জানা হয়নি।'

'জানো না? দেখে তো মনে হচ্ছে লোকটা তোমাদের তিনজনের কাছেই নিজের পরিচয় খোদাই করে লিখে রেখে গেছে!'

তিনজন শক্ত লোকই নরম হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে—ভাবছে এভাবে অপমানিত হওয়ার চেয়ে সময়ের আগেই কাজে চলে আসা অনেক ভাল ছিল।

'একজনই লোক?' জানতে চাইল টিম। মাথা ঝাঁকাল ফোরম্যান। 'চমৎকার!' কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ঢাকার চেষ্টা করল না যুবক। 'এই ঘটনা শুনে বাবা খুশিতে উচ্ছ্বসিত হবে!'

ত্রিরত্নের চেহারা এখন আরও বিষণ্ন দেখাচ্ছে। কিন্তু টিমের কথা শেষ হয়নি।

'ম্যাগিল, সুইসের কাজটা তুমি সামলাও।'

চোয়ালে বাঁধা প্যাডটার ওপর হাত রাখল ফোরম্যান। 'বস্, আমার মনে হয় না আমি—'

'তাহলে তুমি পারোটা কী। কেবল মারই খেতে পারো? এসো, কাজ শুরু করো। টাইসন, জেগু—তোমরা মনিটরের কাজে গিয়ে বাম্বাকে রেহাই দাও।'

boighar.com

প্রতিবাদ করে লাভ নেই বুঝে অনিচ্ছা সত্ত্বেও টিমের পিছন পিছন ওয়াটার ক্যাননের দিকে এগোল ওরা।

মনিটর সামলানো হচ্ছে ক্যাম্পের সবথেকে কঠিন পরিশ্রমের কাজ। কারণ পাইপের মুখটা চালক যেদিকে চায় সেটা ছাড়া বাকি দিকগুলোয় সরে যেতে চায়। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওটা সর্বক্ষণ ধরে রাখতে হয়। শিফ্‌ট্‌ের শেষে শরীরের প্রত্যেকটা পেশী ব্যথায় টনটন করে। কতক্ষণ ঢিলেমি করে বন্ধুদের যাওয়া দেখে শেষে স্লুইসের কাজে নামল ম্যাগিল।

মনিটরের প্ল্যাটফর্মে উঠে বাম্বার কাঁধে চাপড় দিল টিম। কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছতে ওকে পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়াতে হলো। লোকটা সাত ফুট আট ইঞ্চি লম্বা। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। ক্যাম্পে—শুধু ক্যাম্পে কেন, সম্ভবত সমস্ত উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে মনিটরের পাইপটাকে একা সামলাতে পারে। জেগু আর টাইসনকে এখন পাইপের সাথে কুস্তি লড়তে হবে। বাম্বার জন্যে টিম মনেমনে অন্য একটা কাজ ঠিক করে রেখেছে।

সিয়েরা নেভাডার মত এমন উজ্জ্বল আর পরিষ্কার সকাল পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। স্প্যানিশ আবিষ্কারকের দল মিছে এই পর্বত-শ্রেণীর নাম রেঞ্জ অব লাইট রাখেনি। পাহাড়ের ধূসর নগ্ন গ্র্যানিটে প্রতিফলিত হয়ে উপত্যকায় এসে পড়ে অদ্ভুত একটা আলো।

কেবিন থেকে বেরিয়ে পিঠ বাঁকা করে আড়মোড়া ভাঙল প্যাট। তারপর বুক ভরে কয়েকবার সকালের তাজা বাতাস নিয়ে নিজের ক্লেইমের দিকে রওনা হলো। অভ্যাস বশেই যাওয়ার আগে কেবিনের দেয়ালে ঠেকানো ভারি স্লেজ-হ্যামারটা সাথে নিল।

প্যাটের কাছে আজকের সকালটা অন্যান্য দিনের থেকে ভিন্ন। কারণ আজ তাকে সঙ্গ দিচ্ছে প্রীচার। এতে মাইনার খুব খুশি। ভাগ্য

বইঘর.কম

প্রসন্ন থাকলে ওকে দিয়ে হয়তো দুএকটা দোয়া-দরূদও সে পড়িয়ে নিতে পারবে। ইদানীং দিনকাল যা পড়েছে তাতে অনেক খেটেও সোনা তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। দোয়াতে যদি কাজ হয়, মন্দ কী।

'এই ডার্বি লোকটার সাথেই তো তোমাদের ঝগড়া,তাই না?' কথার ছলে প্রশ্ন করল স্ট্রেঞ্জার।

boighar.com

সজোরে মাথা ঝাঁকাল প্যাট। 'হ্যাঁ। সে আর তার ছেলে। শহরে ওর লোকজনের হাত থেকেই তুমি আমাকে বাঁচিয়েছিলে। বুড়ো ডার্বি এদিককার সবথেকে শক্তিশালী লোক। আমার বিশ্বাস এই এলাকায় সে '৫৪, '৫৫ র দিকে এসেছিল। আমেরিকান রিভারের সোনা শেষ হওয়ার পর ও ছোট ক্রীকগুলোতে খোঁজা শুরু করেছে। এই এলাকায় একমাত্র সে-ই সোনা তুলে বড়লোক হয়েছে।'

ওরা ক্রীকের ধারে পৌঁছে দেখল এরই মধ্যে অনেকে কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছে। একটা দল মেরামতের কাজে ব্যস্ত। তৃতীয় দল নিজেদের সব জিনিপত্র আর পরিবারের লোকজনকে খচ্চরের বাঁকা পিঠে বা জোড়াতালি দেয়া ওয়্যাগনে তুলছে। এত লোক চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেখে মর্মাহত হলো প্যাট। ও ভেবেছিল গতরাতে উলরিকের যাওয়াটা হয়তো একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

নিজের দুশ্চিন্তা নিজের মনেই রাখল জনসন। এসব কথা প্রীচারকে শুনিয়ে ওর মনটাও ভারি করে দেয়ার কোন মানে হয় না। লোকটা যখন এভাবে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে, নিশ্চয় ওর নিজেরও অনেক দুশ্চিন্তা আছে।

হয়তো প্যাটের মনের অবস্থা আঁচ করেই প্রীচার ওকে আরও বলার তাগাদা দিল। সেও তার গল্প বলে চলল।

'ডার্বি লোকটা অন্যান্য মাইনারের মত নয়। জুয়া আর মেয়েমানুষের ওপর টাকা নষ্ট না করে ও আরও ক্লেইম কেনার জন্যে নিজের অন্য লোকের সাথে শেয়ারে খাটাতে শুরু করল। যেভাবেই হোক, দেখা যেত ওর কোন পার্টনার দুমাসের বেশি টেকে না। হয় তাদের অংশ

boighar.com

ডার্বি কিনে নেয়, কিংবা ওদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়। শোনা যায় ওর এক পার্টনারকে নাকি ক্রীকে ভেসে যেতে দেখা গেছে। এই তল্লাটের মানুষ আইন খুব কমই মানে, আর তখনকার দিনে তো অবস্থা আরও খারাপ ছিল। তাছাড়া ওই বুড়োর বিরুদ্ধে কেউ কোনকিছু প্রমাণ করতে পারেনি।

'এইভাবে চলতে চলতে যখন ও যথেষ্ট টাকার মালিক হলো তখন একটা নিজস্ব কোম্পানি খুলে বসল। গত দু'বছরে ওর ব্যবসা বিরাট আকার নিয়েছে। এখন ও মনিটর ব্যবহার করে। তুমি ওয়াটার ক্যানন দেখেছ কখনও?' প্রীচার মাথা ঝাঁকাল। 'তাহলে তুমি জানো ওগুলো কি রকম ক্ষতি করতে পারে। কাজের পরে ওই জমি মানুষ বা পশু কারও কাজে লাগে না।

'কিন্তু ওগুলো ব্যবহার করে লোকটা আরও ধনী হয়েছে। কার্বন ক্যানিয়নই একমাত্র এলাকা যেটা ওর লোকজন এখনও ধ্বংস করতে পারেনি। আমরা ওর কাজের ঠিক মাঝখানটা দখল করে বসে আছি। এই কারণেই ও আমাদের তাড়াবার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে। কার্বনের আশপাশের সব ক্রীক ধ্বংস করেছে ডার্বি। কার্বনই এখানকার সবথেকে বড় ঝর্না। অনেকগুলো ছোট ক্রীক এসে পড়েছে এই ঝর্নায়। প্লেসারভিলের এক এঞ্জিনিয়ার আমাকে বলেছে কার্বন নাকি ম্যাপেও আছে।'

প্রীচারকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'তাহলে এই কারণেই তোমাদের তাড়াতে চাচ্ছে ডার্বি।'

নড করল প্যাট। 'এই পাহাড়ে বেশি পরিমাণে সোনা যদি কোথাও থাকে তবে তা কার্বনেই আছে। স্পাইডার স্মিথ আর অন্যান্য পুরোনো লোকেরও একই মত। কিন্তু অত্যাচার সহ্য করে এখানে টিকে থাকা দিনদিন কঠিন হয়ে উঠছে। বেশিরভাগ মাইনারই লড়তে চায় না। তারচেয়ে ওরা আর কোথাও গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে ইচ্ছুক।'

বইঘর.কম

'তুমি যাবে না?'

'না। এমন আরও কয়েকজন আছে, যারা যেতে চায় না। কিন্তু ওরা সবাই জানে ডার্বি সব কেড়ে নেয়ার মতলবে আছে।'

'লোভী শয়তান!' মেয়েলী স্বরে কেউ বলল।

প্রীচার ফিরে তাকাল। ওয়ানিতা এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পিছনে। মেয়েটার উপস্থিতি স্বীকার করে একটু হাসল স্ট্রেঞ্জার। উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হাসিতে তার জবাব দিল নিতা। আবার প্যাটের দিকে মনোযোগ দিল অতিথি।

'বুঝলাম, ডার্বি কেন তোমাদের তাড়াতে চায়। কিন্তু ওর কি এই ক্যানিয়নের ওপর আইন-সম্মত কোন অধিকার আছে?'

'বিন্দুমাত্র না।' প্যাটের স্বরে গর্ব প্রকাশ পেল। আমার মত এখানকার সবারই ক্লেইম স্যাকরেমেন্টোতে রেজিস্ট্রি করা আছে।

'এপর্যন্ত ডার্বি ভয় দেখিয়ে কিছু লোককে তাড়াতে পেরেছে। আরও মানুষকে খেদাতে পারলে ক্লেইমগুলো ও কিনে নেবে। তাতে শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই চলে যেতে বাধ্য হব। ইদানীং আমাদের প্যান আর স্লুইসে পাথর ছাড়া কিছুই উঠছে না।

'তুমি নিশ্চয় জানো ক্লেইমে কেউ কাজ না করলে সেটা বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। তাই আমাদের যেকোন উপায়ে তাড়াতে পারলে সবই ও কিনে নিতে পারবে।'

'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি ওর পদ্ধতিতে কিছু কাজও হচ্ছে।' হাতের ইশারায় যারা চলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে তাদের দেখাল প্রীচার।

'সবাই চলে গেলেও আমি কিছুতেই যাব না,' বলে উঠল ওয়ানিতা। আমি থাকছি। ডার্বি আমার কুকুর পাপিকে মেরেছে—আমার দাদাকেও খুন করেছে— আমাকে ওরা তাড়াতে পারবে না।'

খুনের কথায় প্রীচারের চেহারা গম্ভীর হলো। 'শহরে কোন লম্যান নেই?'

boighar.com

হাসল প্যাট। 'থাকলেই বা আমাদের কি লাভ হত? শহরের আর সবার মত তাকেও ডার্বি কিনে নিত। যে বেতন দেয় তার বিরুদ্ধে কোন লম্যান যাবে? একজন সৎ লোকও যদি পাওয়া যেত, সেও কিছু করতে পারত না। কারণ ডার্বি নিজে কাউকে মারেনি। ক্যানিয়নে কখনও আসে না ও। কেবল মাঝেমধ্যে ওই পাহাড়ের ওপর থেকে আমাদের দেখে।' হাত তুলে দক্ষিণের একটা পাহাড় দেখাল প্যাট।

'জিম ডার্বি লোকটা নীচ, কিন্তু বোকা নয়। খারাপ কাজগুলো ও ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়ে করায়। কেউ মারা গেলেও খুনের সাথে ওকে কেউ জড়াতে পারবে না।'

'এইমাত্র ওয়ানিতা যা বলল, সেটা তাহলে কি?'

'বুড়ো ফিশার ওদের একটা রেইডের সময়ে হার্টফেল করে মারা যায়। সেটা বেশ কিছুদিন আগের কথা। তুমি কোন জাজকে বিশ্বাস করাতে পারবে ডার্বির লোকজনই মৃত্যুটা ঘটিয়েছে? ওর বয়স ছিল আশি।' কাঁধ উঁচাল প্যাট। 'এর পর থেকে আমিই মারিয়া আর নিতার দেখাশোনা করে আসছি। নইলে অনেক আগেই ওরা এখান থেকে চলে যেত। কোন মহিলার মেয়েকে নিয়ে একা থাকার জায়গা কার্বন নয়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল প্যাট। এমন ভাব দেখাল যেন জমি পরীক্ষা করছে। উৎসাহ হারিয়ে নিতা কিছুটা দূরে সরে যাওয়ার পর ও আবার কথা শুরু করল।

'এমন নয় যে আমি পাপ করছি। মারিয়াকে আমি বিয়ে করতে চাই।'

'বুঝেছি। কিন্তু তোমার বাধা কোথায়?'

'বেশ কয়েকবছর আগে নিতার বাবা ক্যানিয়ন ছেড়ে হঠাৎ চলে যায়। ডার্বি বা আর কোন কারণে নয়। লোকটাই বিশেষ সুবিধের ছিল না। কিন্তু এর পর থেকে মারিয়া আর কোন পুরুষকে বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না।' প্রীচারের দিকে আড়চোখে তাকাল প্যাট। 'তুমি

বইঘর.কম

বিয়েটা পড়ালে কেমন হয়?'

'তুমি যদি ওর মন স্থির করার অপেক্ষায় থাকো, তাহলে হয়তো তোমাকে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে তুমি যা বললে তাতে তাই মনে হয়।'

'জানি।' উদাসভাবে ক্রীকের দিকে তাকাল প্যাট। 'তবে চেষ্টার ত্রুটি করছি না আমি।'

প্যাটের হাত থেকে ষোলো পাউন্ড ওজনের হাতুড়িটা নিজের হাতে তুলে নিল প্রীচার। 'ভাল, যতক্ষণ অপেক্ষা করছ, আমাকে কোন কাজে লাগাও না কেন?'

'তা কি করে হয়? তুমি এখানে অতিথি। মানে, আমি বলতে চাই কার্বনের কোন আত্মিক কাজ সামলানোর ব্যাপার থাকলে সেটা ভিন্ন কথা হত।'

'কঠিন পরিশ্রম না করলে আত্মার কোন দাম থাকে না। পরিশ্রমে দেহ শক্ত না করলে আত্মা শক্ত হয় না।' একটা ঝুল দিয়ে হাতুড়ির ওজন পরীক্ষা করল স্ট্রেঞ্জার। 'তুমি নিশ্চয় এটা ক্লেইমে সাজিয়ে রাখতে আনোনি? ব্যবহার করার জন্যেই হাতিয়ার। ধর্মগ্রন্থ একটা হাতিয়ার—এটাও তাই। বলো, কোথায় শুরু করব আমরা?'

ক্লেইমের ঠিক মাঝখানে বিশাল গ্র্যানিট পাথরটার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। পাথরটার ওপর হাত বোলাল জনসন।

'আমি সবসময়েই ভাবি, এই পাথরটা যদি কোনমতে ভাঙতে পারি তবে এর তলায় হয়তো কিছু পাব। গত দু'বছর যাবৎ রোজ সাপার খাওয়ার পর সন্ধ্যায় এটার ওপর কিছুক্ষণ করে হাতুড়ি চালাচ্ছি, কিন্তু ফল হয়নি। আমার ধারণা এইখানে একটা চুলের মত সরু ফাটল রয়েছে।' হাত দিয়ে একটা জায়গা দেখাল প্যাট।

ঝুঁকে জায়গাটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল প্রীচার। দীর্ঘদিন চেষ্টার ফলে ওই জায়গায় পাথর বেশ কিছুটা ভেঙেছে বটে, কিন্তু গোটা

boighar.com

পাথরটার তুলনায় ওটা খুব সামান্যই।

'তোমার কোন ভুল হয়নি, একটা ফাটল এখানে সত্যিই আছে। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে খুব শক্ত, সহজে বাগে আসবে না। অনেকটা মারিয়ার মত?'

হেসে ফেলল প্যাট। 'হ্যাঁ, ওদিক দিয়ে দুটোই সমান।' পাথরের নিচটা পরীক্ষা করে দেখল। 'এই পাথরটার সাথে আমার একটা জেদের খেলা চলছে। হয় ও ভাঙবে, নইলে আমি ভাঙব।'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি কে জিতবে।'

'উৎসাহ দিচ্ছ? গর্ত করে ডিনামাইট দিয়ে শয়তানটাকে ফাটাবার কথা আমি ভেবেছি। স্পাইডার বলে সেটাই আমার করা উচিত।' নড করে ক্রীকের নিচের দিকটা দেখাল ও। 'স্পাইডার স্মিথ। মনে হয় ওর কথা আমি বলেছি।'

'হ্যাঁ, নাম উল্লেখ করেছ।'

'পুরোনো লোক। আমার বিশ্বাস সিয়েরার এপাশে প্যানিঙ আর স্লুইস মাইনিঙ সম্পর্কে ওর চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। ডার্বিও না।'

প্রীচার ঘুরে চোখ তুলে পিছনের খাড়া পাহাড়টার দিকে তাকাল। 'তুমি ভয় পাচ্ছ, ডিনামাইট ফাটালে হয়তো রিম-রক ধসে পড়তে পারে, তাই না? উপর থেকে অনেক পাথর খসে নিচে পড়েছে। আলগা পাথরের স্তূপের নিচেই তোমার ক্লেইম। ঠিক মত একটা ঝাঁকি খেলে পুরো পাহাড়টাই তোমার ওপর ধসে পড়বে।'

আশ্চর্য হয়ে অতিথির দিকে তাকাল প্যাট। ওর মনে হচ্ছে বাইবেল ছাড়াও অনেক বই পড়েছে এই প্রীচার।

'ঠিক তাই, ওই ভয়েই আমি ডিনামাইট ব্যবহার করিনি। পাহাড় ধসে পড়লে আমার ক্লেইম তো ধ্বংস হবেই, সেইসঙ্গে ক্রীকটাতেও বাঁধের সৃষ্টি করবে। তখন সব পণ্ড হবে। যেমন আছি তারচেয়ে গরীব

বইঘর.কম

হতে আমি চাই না।'

'অর্থসম্পদ শূন্যতা পাপ নয়,' বিড়বিড় করল ধর্মযাজক।

'কি বললে?' অতিথির দিকে ফিরে তাকাল প্যাট।

'কিছু না। এসো, পুরো কাজটা যাচাই করে দেখা যাক।'

প্যাটের পিছন পিছন এক চক্কর ঘুরে পাথরটাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। জরিপ শেষ করে হাত গুটাল প্রীচার। এই প্রথম ওর হাত দুটো ভাল করে দেখার সুযোগ পেল মাইনার। বুঝল চামড়ায় বাঁধানো বাইবেল নাড়াচাড়া ছাড়াও ওই হাত জীবনে অনেককিছু করেছে।

'সমস্যা কয়েকটা আছে,' বলে লম্বা লোকটা মাথার ওপর হাতুড়ি তুলল। 'কিন্তু ঘাম ঝরিয়ে খানিক পরিশ্রম করলে সব মিটে যাবে।' স্লেজ হ্যামার ক্ষিপ্র গতিতে নিচে নেমে এল। পাথরের ওপর লোহার আঘাতের শব্দ পুরো ক্যানিয়নে প্রতিধ্বনিত হলো।

প্রসপেক্টর দুই ভাই শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাল। জেক আর হিলডা হেড়ারসন ওয়্যাগনের পিছনে বাথটাব বাঁধতে বাঁধতে থমকে দাঁড়াল। পাহাড়ের ঢালে সদ্য বিবাহিত দম্পতি যাওয়ার প্রস্তুতিতে ট্রাঙ্কে কাপড় ভরার কাজ ফেলে জানালা দিয়ে উঁকি দিল।

প্রশংসার চোখে প্রীচারের অনায়াস ভঙ্গিতে হাতুড়ি চালানো লক্ষ করছে প্যাট। তারপর চোখ ফিরিয়ে ভাঙা স্লুইসের দিকে তাকাল। ওটা মেরামত করা দরকার, কিন্তু···

হয়তো প্রীচারের নীরব উৎসাহ, কিংবা অসম্ভবকে সম্ভব করার চ্যালেঞ্জে অনুপ্রাণিত হয়ে, স্লুইসের স্তূপ থেকে দ্বিতীয় একটা স্লেজ তুলে নিল প্যাট।

প্রীচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেও কাজ শুরু করল। তাল মিলিয়ে একের পর এক বাড়ি পড়ছে পাথরের ওপর। শব্দের লয় দ্বিগুণ হলো।

ওয়ানিতা আবার ফিরে এসেছে। দুজনের একসাথে ছন্দ মিলিয়ে

boighar.com

কাজ করা দেখছে। হঠাৎ ক্রীকের নিচের দিকে কি যেন ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ঘোড়া আর খচ্চরের পিঠে দুজন আরোহী এগিয়ে আসছে। ওদের একজনকে চিনতে পারল ও।

'প্যাট! মিস্টার—মিস্টার প্রীচার!' উত্তেজিত স্বরে চিৎকার করে ছুটে এল নিতা।

হাতুড়ির শব্দ থামল। মুখ তুলে মেয়েটার দিকে তাকাল ওরা। তারপর দুজনেই নিতার আঙুলের সঙ্কেত অনুসরণ করে তাকাল।

টিম ডার্বি মাত্র চল্লিশ গজ দূরে রয়েছে। ওর সঙ্গীর পা দুটো খচ্চরের পিঠ থেকে মাটি ছুঁই ছুঁই করছে।

প্রীচারের পাশে দাঁড়িয়ে ওর বাহু আঁকড়ে ধরেছে ওয়ানিতা—নিরাপত্তা চাইছে। স্লেজের হাতলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে লোকদুটোর ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই সে কথা বলল।

'ওরা তোমার পরিচিত কেউ, প্যাট?'

কপাল থেকে ঘাম মুছল মাইনার। ওর চেহারা বিষণ্ন।

'চিনি। বাম দিকের লোকটা টিম ডার্বি। কিন্তু ওর সঙ্গীকে চিনতে পারছি না—ওকে আমি আগে কখনও দেখিনি। নিশ্চয় ডার্বির নতুন কোন কর্মচারী। ওকে একবার দেখলে ভোলা অসম্ভব।'

বেশ কাছে এসে ওরা থামল। ভাঁজ করা হাতে ঘোড়ার কাঁধে ভর রেখে সামনে ঝুঁকল টিম। একটা সূক্ষ্ম হাসি ঝুলছে ওর ঠোঁটে।

'গুড মর্নিঙ, জনজন—ওয়ানিতা।'

মেয়েটার দিকে ফিরে ওর হাসি একটু বিশদ হলো। মেয়েদের আকৃষ্ট করার মতই একটা চেহারা পেয়েছে টিম। এবং এসম্পর্কে যুবক নিজেও সচেতন।

মুহূর্তে আকর্ষণ আর বিকর্ষণ দুটোই অনুভব করল ওয়ানিতা। সুন্দর হাসির জবাবে শুধু একটু নড করল ও।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লৌকিকতা সেরে নিতার পাশে দাঁড়ানো

বইঘর.কম

স্ট্রেঞ্জারের দিকে নজর দিল টিম।

'তোমার কোন বন্ধু, জনসন? ওকে আগে কখনও শহরে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'না, ও মাত্র এসেছে,' ব্যাখ্যা করল প্যাট। তারপর স্ট্রেঞ্জারের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে দেখে আবার বলল, 'ও আমাদের নতুন প্রীচার।'

দৈত্যের মত লোকটার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা অবোধ্য শব্দ বেরোল।

'প্রীচার, না?' লম্বা লোকটাকে খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখল ডার্বি। স্ট্রেঞ্জার কোন কথা বলল না। কেবল সদয় ভাবে একটু হাসল।

ক্যানিয়নের বাসিন্দা অনেকেই ওদের কথাবার্তা শোনার উদ্দেশ্যে এসে জুটেছে। কিন্তু ভয়ে কেউ মুখ খুলছে না। টিম ডার্বির বিরোধিতা করা বোকামি। লোকজন ওর থেকে দূরে থাকাই ভাল মনে করে। কিন্তু চোখের সামনে ওরা যা ঘটতে দেখছে, তা বিশ্বাস করতে পারছে না।

'শুনলাম তুমি আমার কিছু লোককে গতকাল আহত করেছ, প্রীচ্,' শান্ত স্বরে মন্তব্য করল টিম।

'ব্যক্তিগত কিছু না। আমি জানতাম না ওরা তোমার—ভেবেছিলাম ওরা তোমার বাপের লোক।'

অপমানে লাল হলো ডার্বি। বাম্বা ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে আপত্তি জানাল।

'ব্যক্তিগত কিছু নয়, না? তাহলে তোমাকে যদি কার্বন ক্যানিয়ন থেকে বের করে দিই তাহলে তোমার গা জ্বলার কারণ নেই, কি বলো?'

মাটিতে কিছুক্ষণ পা ঘষে চিন্তাযুক্ত মুখে ডার্বির দিকে তাকাল প্রীস্ট।

'এখানে অনেক পাপী রয়েছে। আমার কাজ শেষ না করে কি করে যাই, বলো?'

নির্দেশের জন্যে মালিকের দিকে তাকাল বাম্বা। এক মুহূর্ত পরিস্থিতিটা বিবেচনা করে দেখে একটা গভীর শ্বাস ছাড়ল টিম। তারপর

boighar.com

সামান্য নড করল। দাঁত বের করে হেসে দৈত্যটা নিচে নামল।

ক্রীকের ধারে কি ঘটছে দেখার জন্যে সবার চোখ ওখানেই আটকে আছে। মারিয়া ফিশারও দেখছে। দূর থেকে কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে না। বাম্বাকে নিচে নামতে দেখে ওর মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে।

স্পাইডার স্মিথ তার ছাপরার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘটনা দেখছিল। এবার পাথরের ওপর বসা কাঁচপোকা লক্ষ্য করে তামাকের পিক ফেলে বিষণ্ন মুখে মাথা নাড়ল।

প্রীচারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্যাট। সাত ফুট আট ইঞ্চি বিরাট দৈত্যটাকে সোজা ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখেও জায়গা ছেড়ে নড়ল না। এক গজ দূরে থেমে দাঁড়াল বাম্বা। তালগাছের মত লম্বা লোকটার চোখের দিকে তাকাতে প্যাটের মাথা আকাশমুখী হলো। হাত বাড়িয়ে মাইনারের হাত থেকে স্লেজটা নিয়ে দৈত্যটা মাথার উপরে তুলল।

আড়ষ্ট হলো প্যাট। ছুটে পালাবার জন্যে তৈরি হয়েই বুঝল আঘাতটার লক্ষ্য সে নয়। হাসি মুখে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে প্রীচার। প্রচণ্ড গতিতে স্লেজটা নেমে এল পাথরটা ওপর।

বোমা ফাটার মত আওয়াজ হলো। পাথরটা একবার কেঁপে উঠল—তারপর দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। ফাঁক দিয়ে ধোঁয়ার মত ধুলো উঠছে। পাথরের খণ্ড দুটো কয়েকবার এপাশ-ওপাশ দুলে স্থির হলো।

প্রচণ্ড আঘাতের পালটা ধাক্কায় ঝাঁকি খেয়ে বাম্বার ঝিম লেগে গেছে। সামলে উঠতে ওর সময় লাগল। স্লেজটা দুহাতে শক্ত করে ধরে উদ্ধত দৃষ্টিতে প্রীচারের দিকে তাকাল সে।

খুশি মনে জিনের ওপর দোল খেয়ে আগের মতই হালকা সুরে টিপ্পনী কাটল টিম।

'তোমার কাজ তাহলে এখন শেষ, কি বলো, প্রীচ্?'

'হ্যাঁ, আংশিকভাবে শেষ হয়েছে বটে,' ভাঙা পাথরটার দিকে চেয়ে উদাসীন স্বরে জবাব দিল স্ট্রেঞ্জার।

বইঘর.কম

একগুঁয়ে, ভাবল টিম। খারাপ কথা। অনুচর দৈত্যের দিকে চেয়ে আবার নড করল যুবক। স্লেজের হাতল শক্ত করে আঁকড়ে ধরল বাম্বা। হালকা ভাবে ঠেলে ওয়ানিতাকে নিজের পাশ থেকে সরিয়ে দিল প্রীচার। প্যাট একটু সরে দাঁড়াল—বুঝতে পারছে না ওর কি করা উচিত—কি ঘটবে-ভেবে ও ভয় পাচ্ছে। নীরবে স্থির দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড দেহধারী প্রতিপক্ষের গতিবিধি লক্ষ করছে স্ট্রেঞ্জার।

কি ঘটতে যাচ্ছে আঁচ করে বারান্দায় দাঁড়ানো স্পাইডারের চোয়াল ঝুলে পড়ল। বিড়বিড় করে যিশুকে স্মরণ করল সে।

পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে ওরা একে অন্যকে যাচাই করে নিল। তারপর ক্যানিয়ন কাঁপিয়ে একটা বিকট হুঙ্কার ছেড়ে মাথার ওপর স্লেজ তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাম্বা। কিন্তু স্ট্রেঞ্জারের বাড়িয়ে ধরা হাতুড়ির মাথায় ধাক্কা খেয়ে ওর নাক ভেঙে চেপটা হয়ে গেল।

কুঁজো অবস্থা থেকে সোজা হয়ে দৈত্যটা টলতে টলতে পিছিয়ে গেল। ওর নাক দিয়ে কলকলিয়ে রক্ত ঝরছে। ওকে সামলে ওঠার সময় দিল না প্রীচার—হাতুড়ি ঘুরিয়ে লোকটার দুপায়ের ফাঁকে হালকাভাবে আঘাত করল। মারটা হালকা হলেও হাতুড়িটা ভারি—হাতের স্লেজটা ছেড়ে দিয়ে দুভাঁজ হয়ে গেল বাম্বা।

নিজের হাতুড়িটা একপাশে ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেল প্রীচার। বাম্বাকে উঠতে সাহায্য করে ওকে ধরে খচ্চরটার কাছে নিয়ে গেল। নিচু গলায় কথা বলছে স্ট্রেঞ্জার—ওর স্বরে কোন আক্রোশ বা দম্ভ নেই—শুধু প্রকাশ পেল সহানুভূতি।

'একটু বরফের সেঁক নিলেই ব্যথা কমে যাবে,' জানাল প্রীচার। 'কাল সকালেই তুমি পুরো সুস্থ হয়ে উঠবে।'

লোকটার তিনশো সত্তর পাউন্ড শুজনের দেহ অনায়াসে তুলে খচ্চরের পিঠে বসিয়ে দিল প্রীস্ট। তারপর ঘুরে বিস্ময়ে হতবাক ডার্বিকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল।


boighar.com

'দেখা করতে আসার জন্যে ধন্যবাদ, বাছা। আবার এসো।'

ওই মুহূর্তে টিমের চেহারা আর আগের মত সুন্দর দেখাচ্ছে না। বিফল আক্রোশে বাঁকা হয়ে গেছে ওর মুখ। হাতটা কোমরে ঝোলানো পিস্তলের দিকে নামছে।

প্রীচারের দিকে তাকিয়ে মাঝপথেই জমে গেল ওর হাত। সদাশয় লোকটার চোখ দুটো সরু হয়েছে। অপ্রত্যাশিত ভাবে চেহারায় ফুটে উঠেছে কঠিন আর ভয়ানক একটা ভাব। আগেরটার সাথে এই চেহারার কোন মিল নেই। পরিবর্তনটা আর কেউ খেয়াল করেনি—কিন্তু যার দেখা প্রয়োজন ছিল সে ঠিকই লক্ষ করেছে।

সদ্য ঘুম ভাঙা লোকের মত চোখের পাতা ফেলে চোখ কচলালো ডার্বি। তারপর প্রীচারের দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফেরার পথ ধরল। বাম্বার খচ্চরটা ঘোড়ার পিছু নিল। বিশাল দৈত্যটা ব্যথায় কুঁজো হয়ে বসে আছে জন্তুটার পিঠে।

এতক্ষণে মারিয়া ফিশার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বাম্বার নিচে নামার সময় থেকে টিমের ঘোড়া ফিরতি পথ না ধরা পর্যন্ত জায়গা থেকে ও একচুলও নড়েনি।

টিম পিস্তল রেঞ্জের বাইরে চলে যাওয়ার পর প্রীচার তার ফেলে দেয়া স্লেজটা তুলে নিয়ে ভাঙা পাথর দুটোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। প্যাট আর ওয়ানিতা বিস্ময়ে অভিভূত হয় ওকে দেখছে।

'ভাল কথা,' বাম্বার শক্তি প্রদর্শনীর ফলাফল পরীক্ষা করতে করতে বিড়বিড় করল প্রীচার, 'ঈশ্বর সত্যিই অভিনব উপায়ে কাজ করেন।'

প্রীস্টের মাথার ওপর দিয়ে ঘুরে এসে স্লেজের লোহা শক্ত আঘাত হানল ভাঙা পাথরে। পাথরটা কেঁপে উঠল, তারপর দুভাগ হয়ে গেল। দাঁত বের করে হেসে নিজের পুরোনো স্লেজটা তুলে নিল প্যাট। দ্বিতীয়বার দ্রুত লয়ে পাথরের ওপর হাতুড়ি পড়ার শব্দ উঠল ক্যানিয়নে।

স্পাইডার স্মিথ আবার একটা পিক ফেলে ডান গাল কুঁচকে নিঃশব্দে

বইঘর.কম

হাসল। ওর বাম গালে তামাক। 'প্রীচার, না হাতি!' বিড়বিড় করল সে।

দরজার বাইরে এক গাদা যন্ত্রপাতি গুছিয়ে রাখা আছে। ঝোঁকের মাথায় ওখান থেকে একটা স্লেজ তুলে নিয়ে ক্রীকের দিকে এগোল স্পাইডার।

প্রথম হলেও সেই-ই শেষ নয়, আরও মানুষ সাহায্য করতে এল প্রথমে একেএকে—পরে দুজন, তিনজন করে। সবাই ভয় ভুলে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে প্যাট আর প্রীচারের সাথে পাথর ভাঙার কাজে যোগ দিল। সবার শেষে এল জেক হেন্ডারসন। সেও যাওয়ার প্ল্যান বাতিল করেছে। সবার মনেই নতুন আশা আর নতুন উদ্যম। পাথরের ভাঙা ছোটছোট টুকরোগুলো ছুঁড়ে দূরে ফেলছে ওরা—পাথর তো নয়, যেন নিজেদের ভয় আর হতাশাই ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে।

কর্মরত লোকজনের থেকে দূরে সরে এসেছে ওয়ানিতা। ক্রীকের ধারে দূরে একটা ভাল জায়গা বেছে নিয়ে বসেছে। ওখানে পাথরের ছিলতে ছুটে এসে গায়ে লাগার চান্স নেই। আনন্দে উদ্ভাসিত মুখে মেয়েটা ওদের কাজ দেখছে। ওখানে একজন লোক সবচেয়ে বেশি খাটছে—রোদে চকচক করছে ওর গোলাকার সাদা কলার।

## পাঁচ

বাঁকের আড়াল থেকে চড়া সুরে ট্রেনের সিটি বেজে উঠল। পরক্ষণেই বাঁক ঘুরে চটকহীন ছোট দালানটার দিকে এগিয়ে এল ট্রেন। ওটাই রেল

boighar.com

স্টেশন। চিমনি দিয়ে সাদা ধোঁয়া বেরিয়ে এঞ্জিন পেরিয়েই কালো হয়ে যাচ্ছে।

গতি কমিয়ে স্টেশনে এসে ট্রেনটা থামল। স্টেশন-দালানের গায়ে পেইন্ট করা সুন্দর একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে।

লেহুড, ক্যালিফোর্নিয়া—জনসংখ্যা ১৮৯

স্টেশনের সামনে ছোট্ট প্ল্যাটফর্মটা জনশূন্য। তবে কাছেই একটা গাছের তলায় রিসেপ্‌শন্ পার্টি অপেক্ষা করছে। দুজন মানুষ আর তিনটে ঘোড়া। টিম আর ম্যাগিলের মাঝখানে জিন চড়ানো তাগড়া কালো একটা ঘোড়া ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেনের সম্মানীয় যাত্রী জিম ডার্বির জন্যে আনা হয়েছে ওটা।

পোর্টার একটা কাপড়ের ব্যাগ হাতে নিচে নেমে যাত্রীকে সাহায্য করার জন্যে হাত বাড়াল।

'সিঁড়িতে সাবধানে পা ফেলো, মিস্টার ডার্বি।'

'কেন?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল ডার্বি। 'আমরা স্যাকরেমেন্টো ছাড়ার পর ওটা সরে গেছে?'

বাড়ানো হাতটাকে উপেক্ষা করে লাফিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামল জিম ডার্বি। লোকটার বয়স বাষট্টি, ব্যাক-ব্রাশ করা রূপালি চুল, চৌকো চোয়াল, আর শিরদাঁড়াটা জাহাজের মাস্তুলের মত সোজা। এই পরিবেশে ইস্তিরি করা থ্রী-পীস স্যুট, মুক্তার বোতাম, আর সোনার ঘড়ির জন্যে সোনার চেন ঝোলানো জিমকে বেমানান দেখাচ্ছে।

পোর্টারের হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে এগোল ডার্বি। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বাবাকে অভ্যর্থনা জানাতে টিম ছুটে এল।

'ওটা আমি নিচ্ছি,' বলে হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা নিল। ছেলের অভ্যর্থনায় খুশি হয়ে নড্ করল জিম।

'মর্নিঙ, বাছা। ম্যাগিল।'

ডান হাতের তর্জনী দিয়ে হাটের কানা ছুঁলো ফোরম্যান। 'গুড

বইঘর.কম

মর্নিঙ, বস্। স্যাকরেমেন্টোয় কেমন কাটল?'

'একেবারে স্বর্গ। কাজের চিন্তা না থাকলে আরও সাতদিন কাটিয়ে আসতাম। ভাল খাবার, সোনা নিয়ে চতুর কথাবার্তা, পলিটিক্স—সব। একেই বলে সভ্যতা।'

'মনে হচ্ছে তোমার দিনগুলো আনন্দেই কেটেছে, বস্।'

ফোরম্যানের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মাথা নাড়ল জিম। 'তারচেয়েও বেশি, ম্যাগিল, কিন্তু আমি কিসের কথা বলছি তা বোঝার ক্ষমতা তোমার নেই। আমি স্যাকরেমেন্টো সম্পর্কে এটুকুই বলব, যদি সোনার খনি থাকত, তাহলে ওখানেই থেকে যেতাম।'

'ব্যবসা কেমন হলো, ড্যাডি?'

'আমি যাওয়ায় আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি—বরং হয়তো ভালই হয়েছে। আইন পরিষদের সভা শেষ হলে নিশ্চিত জানা যাবে। তা, এদিকের ব্যবসা কেমন চলছে?' ছেলে আর ফোরম্যানকে দুপাশে নিয়ে শহরের দিকে এগোল জিম।

'পাঁচ নম্বর শাফ্ট্ থেকে এখনও নিচু জাতের আকর উঠছে। মনে হয় শিরাটা (Vein) প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।'

মাথা ঝাঁকাল ডার্বি। 'হ্যাঁ, যাওয়ার আগেই আমি বুঝেছিলাম এই রকমই ঘটবে। আর কিছু?'

'বারো নম্বর শাফ্টে আমরা আরও বিশ ফুট খুঁড়ে দেখেছি ওখানে ম্যাগনেটাইট (লোহার আকর) ছাড়া আর কিছু নেই। ওদিকে কোবল্ট ক্যানিয়নের সোনাও প্রায় শেষ।'

'এগুলো সবই আমার জানা। কার্বনের কি খবর?'

ছেলেকে ইতস্তত করতে দেখে জিম ডার্বির চোখদুটো সরু হলো। বাপের দিকে চেয়ে মুখ খুলতে বাধ্য হলো টিম।

'দুদিন আগে কার্বনে আবার আমরা রেইড চালিয়েছিলাম। সব কিছু ভেঙেচুরে দিয়ে আসা হয়েছে। ওরা খুব ভয় পেয়েছে। মাইনাররা ভয়ে

boighar.com

মুরগীর মত নিজেদের খোপে গিয়ে ঢুকেছিল—তাই না ম্যাগিল?'

'হ্যাঁ, তাই।' ফোরম্যানের স্বরে উৎসাহ প্রকাশ পেল না। 'ওদের এবার প্রায় তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। পশ্চিমের পাহাড়ের ওপর থেকে কিছু কিছু লোককে চলে যাওয়ার জন্যে প্যাক করতেও দেখা গেছে।'

'তাই?' শহরে যাবার রাস্তার ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই বলল ডার্বি। কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন আর কোন তথ্য এল না তখন ও ম্যাগিলের দিকে ফিরে আবার বলল, 'তাই?'

ম্যাগিল অসহায় ভাবে টিমের দিকে তাকাল। বাপকে বলার মত কথা খুঁজে পাচ্ছে না ও। সে জানে কর্মচারীদের ওপর খবরদারি করার চেয়ে ড্যাডির কাছে ব্যাখ্যা দেয়া অনেক কঠিন। তবু চেষ্টা করল।

'আমরা যা ভাবিনি তাই ঘটেছে। দেখা যাচ্ছে একজন স্ট্রেঞ্জার ওখানে এসে জুটেছে। ওই লোকটাই মাইনারদের মনে সাহস যোগাচ্ছে।'

'সাহস জোগাচ্ছে? মাত্র একটা লোক? এ আবার কেমন কথা?' ছেলের দিকে কটমট করে তাকাল ডার্বি।

'জানি না, ড্যাডি, কিন্তু লোকটা তাই করছে।'

'একজন স্ট্রেঞ্জার এসব করছে? কিন্তু আমি তো জানতাম জনসনই ওদের লীডার।' অবাক হয়েছে ডার্বি।

ম্যাগিল বলে উঠল, 'জনসনের ব্যবস্থা আমরা করে ফেলেছিলাম। ওকে ভাল মত শিক্ষা দিয়ে ছাড়তাম— কিন্তু ওই স্ট্রেঞ্জারই বাগড়া বাধাল।'

অবিশ্বাসে মাথা নাড়ল ডার্বি। 'তোমরাই ওকে বোঝাতে পারোনি আমরা কে, আর এই এলাকা কার হুকুমে চলে। সেটা ভাল করে বুঝিয়ে দিলে সে নিশ্চয় মানবে।'

'নিশ্চয়,' উৎসাহের সাথে বলে উঠল টিম। 'এই এলাকায় কয়জন আর চার্চে যায়? একটা প্রীচার এখানে থেকে কি করবে? তুমি কোন চিন্তা

বইঘর.কম

কোরো না—আমি ব্যবস্থা করছি।'

'প্রীচার?' ডার্বির স্বরটা ভয়ানক রকম নিচু শোনাল। 'অপদার্থের দল! প্রীচারকে কেন তোমরা কার্বন ক্যানিয়নে ঢুকতে দিয়েছ?'

'সামান্য একটা প্রীচারকে নিয়ে এত দুশ্চিন্তার কি আছে, ড্যাডি?' বিভ্রান্ত বোধ করছে ও। বাবার এত রেগে যাওয়ার কারণ বুঝতে পারছে না।

মায়ের মতই হয়েছে ছেলেটা, ভাবল ডার্বি। নিজের নাকের চেয়ে দূরের জিনিস মোটেও দেখতে পায় না।

'আমি স্যাকরেমেন্টো যাওয়ার আগে দেখে গেলাম মাইনাররা কার্বন ক্যানিয়ন ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে প্রায় তৈরি। ভেবেছিলাম ফিরে এসে দেখব ওরা চলে গেছে।

'একমাত্র প্রীস্টই ওদের মনোবল ফিরিয়ে দিতে পারে। ওরা যদি নিজেদের ওপর সামান্য বিশ্বাসও ফিরে পায়, তাহলে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে—কিছুতেই যাবে না।'

বাধ্য ছেলের মত বাবার পাশেপাশে নীরবে এগোচ্ছে টিম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনের প্রশ্নটা ব্যক্ত না করে থাকতে পারল না।

'তাহলে আমরা কি করব, ড্যাডি?'

একটু আগেই যে মানুষের রাগে ফেটে পড়ার অবস্থা হয়েছিল সেই জিম ডার্বি এখন সম্পূর্ণ সংযত আর শান্ত।

'ওর সাথে আমি নিজেই কথা বলব,' জানাল ডার্বি। 'শুধু ওকে বেঁধে আমার কাছে এনে হাজির করাটা তোমাদের কাজ।'

টিম আর ম্যাগিল একে অন্যের দিকে চাইল। কেবল এই প্রস্তাবটা ছাড়া অন্য যেকোন প্রস্তাব ওদের জন্যে ভাল ছিল। দুজনই ওই লোকটার কাছে নাজেহাল হয়েছে, তাই আবার ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চাচ্ছে না কেউ। কিন্তু ওদের কিছুই করার নেই, জিম ডার্বি তার আদেশ জারি

boighar.com

করেছে।

শেষে নীরবতাই ওদের রক্ষা করল। অল্পক্ষণ পরে জিম নিজেই তার মত পাল্টাল।

'না। ভেবে দেখলাম সেটা ঠিক হবে না। লোকটা তাহলে শহীদের মর্যাদা পাবে। মরা প্রীচার জ্যান্ত প্রীচারের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করবে।'

'ওদের ক্লেইমগুলো কিনে নেয়ার ব্যাপারে স্যাকরেমেন্টোর লোক-জন কোন সাহায্য করতে পারবে না, বস্?'

'বিন্দুমাত্র না। ওরা প্রত্যেকেই মনে করে সে-ই পরবর্তী সেনেটর হবে। ওদের সাথে কথা বলা বৃথা। কেউই বুঝতে চায় না।'

'ওরা কেউ তোমার রিট পিটিশনে সই করেনি?' অবাক হলো টিম।

'না। শুধু তাই নয়, আরও খারাপ সব কথাবার্তা চলছে ওখানে।'

ভুরু কুঁচকাল টিম। 'এ তুমি কি বলছ, ড্যাডি?'

'বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু ওসব গাধা পলিটিশিয়ানদের কেউ কেউ মনিটর দিয়ে মাইনিঙ করা তুলে দিতে চাচ্ছে। ওরা বলে, এতে নাকি জমি ধ্বংস হচ্ছে।'

টিমের চোখ বিস্ফারিত হলো। 'ওটা কেবল কথার কথা, তাই না, ড্যাডি? এরকম কিছু ওরা করবে না।'

'অনেক রাজনীতিবিদ একসাথে বসলে কি যে ঘটবে তা কেউ বলতে পারে না। ওরা পরস্পরের বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শোনে। তুমি আমার সাথে স্যাকরেমেন্টোতে ছিলে না, বাছা। দিনকাল এখন বদলে যেতে শুরু করেছে। সেই আগের দিন আর নেই।

'হাঁদা চাষাগুলোও এখন চালাক হয়ে উঠেছে। ওরা একটা লবি তৈরি করেছে। দিনদিন সংখ্যায় ওরা বাড়ছে আর মাইনারদের সংখ্যা কমছে। ওদের কথা, হাইড্রলিক মাইনিঙ ওদের জমি নষ্ট করছে।' বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল জিম। 'এই দেশটাকে যারা গড়ল, তাদেরই ওরা ধ্বংস

বইঘর.কম

করতে চাইছে ওই বোকা পলিটিশিয়ানদের পকেটে যদি ঠিক পরিমাণে টাকা পড়ে, তবে হয়তো রায়টা বিপক্ষেই যাবে।

'এখন পর্যন্ত দুদিকেই ভার সমান। তবে আমি বুঝতে পারছি, আমাদের জন্যে পরিস্থিতি ভালর দিকে না গিয়ে খারাপের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু আমি হাইড্রলিক মাইনিঙে এত টাকা খাটিয়েছি যে এখন শাফ্‌ট্ মাইনিঙে গেলে আমার পোষাবে না। কার্বন ক্যানিয়নে ঢুকে কাজ শুরু করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। একটা ভাল দাঁও মারতেই হবে। আমার মনে হয় যা খুঁজছি সেটা কার্বনেই আমি পাব। তারপর মনিটরের ব্যবহার ওরা বন্ধ করে দিলেও আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। তাই কার্বন ক্যানিয়ন আমাকে পেতেই হবে। এবং এখনই।'

টিম বা ম্যাগিল কেউই কথা বলল না। ওরা ডার্বির কথার মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে।

'কার্বন ক্যানিয়নের মাইনারদের এই সপ্তাহেই যেতে হবে। আর দেরি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। গভর্নরের টেবিলে ওই বিল যাওয়ার আগেই আমি কাজ শুরু করতে চাই। কারণ বেজন্মাগুলো হয়তো চাষাদের বিলই পাস করবে। অর্থাৎ, প্রীচারকে যেভাবে হোক এখান থেকে তাড়াতে হবে। সেটা কিভাবে করা যায় তার একটা ফন্দি বের করা দরকার।'

'হয়তো আমরা—' উৎসাহ নিয়ে শুরু করেছিল টিম। কিন্তু ধমক খেয়ে চুপ হতে বাধ্য হলো।

'চুপ করো! পারলে তুমি আগেই ব্যবস্থা করতে। তোমার বাপকে একটু ভাবতে দাও।'

নীরবেই বকাটা হজম করল টিম। কারণ সে জানে ড্যাডি কারও সমালোচনা সহ্য করে না। পরমাত্মীয়ের থেকেও না। তাছাড়া বাবা তাকে মিথ্যে দোষারোপ করেনি। সত্যিই ব্যর্থ হয়েছে ও।

boighar.com

বাকি পথ নীরব থাকল টিম এখন স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ও। ভাবছে বাবাই ওই পাজি প্রীচারকে সামলাবে। সে জানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে অভিনব উপায় উদ্ভাবন করতে তার বাবার জুড়ি নেই। কাঁধ থেকে দায়িত্ব সরে যাওয়ায় এখন আশ্বস্ত বোধ করছে টিম।

প্যাট তার লঙ টম মেরামত করেছে। ওটাকে আগের জায়গায় না রেখে ক্লেইমের মাঝখানে এনে বসিয়েছে। প্রতিবেশীরা এখনও এক ডাকে শোনার দূরত্বেই আছে। তবে স্পাইডার বা মিলটনের মত লোক আড্ডা মেরে সময় নষ্ট করতে পাহাড়ে আসেনি। গল্প-গুজবের জন্যে সূর্য ডোবার পর যথেষ্ট সময় আছে।

এমনও কিছু লোক আছে, যারা সোনার নেশায় পাগল। ওরা বাতি জ্বেলে রাতেও কাজ করে।

এই একটা দিকে প্রীচারের সাথে ওদের মিল আছে। কথার চেয়ে কাজই বেশি পছন্দ করে ও। কঠিন পরিশ্রম। বেলচা দিয়ে নুড়ি তুলে স্লুইসের উঁচু সিকটায় ফেলা কঠিন পরিশ্রমের কাজ। প্যাট অনেক বুঝিয়েও সহজে ওই কাজের ভার নিতে পারে না। ও অনেক বেশিক্ষণ পরিশ্রম করছে বলে প্যাট আপত্তি তুললে সে বলে আরও দশ মিনিট পর কাজ ছাড়বে।

প্রতিবাদ করেও লাভ হয় না, শেষ পর্যন্ত ওকেই হার মানতে হয়। এত বছর একা কাজ করার পর বিশ্রাম পেয়ে ওর কাঁধের পেশীগুলো খুশিই হয়।

আজও তাই ঘটছে। প্রীচার বেলচা চালাচ্ছে, আর স্লুইসের পাথর-গুলো পরীক্ষা করে দেখছে প্যাট্রিক। কেবল পাথর আর পাথর। মাঝেমাঝে কেবল দুএকটা কোয়ার্টস্ বা পাইরাইট নিষ্প্রভ ধূসর পাথরের ভিতর ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

হঠাৎ একটা পাথরের ওপর ওর চোখ আটকে গেল। ফেনা তোলা

বইঘর.কম

পানির তোড়ে দৃষ্টি কিছুটা ব্যাহত হলেও পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে প্যাট। ওটা উজ্জ্বল, অত্যন্ত উজ্জ্বল। পাইরাইট এত উজ্জ্বল হয় না। চোখ মুছে আবার তাকাল, নিশ্চিত হতে চাইছে ভুল দেখেনি।

খুশিতে একটা ডাক ছেড়ে পানিতে হাত ডুবিয়ে পাথরটাকে মুঠো করে ধরল। পানির নিচেও ওটা প্যাটের হাতে ভিন্ন একটা অনুভূতি জাগাল।

আরও এক বেলচা পাথর স্লুইসের মাথায় ঢেলে থামল প্রীচার। হেসে সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার হাত ভাঙেনি তো?'

পানির থেকে হাত বের করে মুঠো খুলে দেখল হাতে কী উঠেছে। বরফ গলা পানিতে প্যাটের আঙুলগুলো গোলাপী হয়ে উঠেছে। কিন্তু ঠাণ্ডা অনুভব করছে না ও।

বাম হাতের আঙুল দিয়ে পাথরটা নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করল সে। সাধারণ পাইরাইটের মত ওটা থেকে আটকোনা ক্রিস্টাল বেরিয়ে নেই। ক্রীকের তলায় গড়িয়ে মসৃণ হয়েছে। ওটায় একটু লালচে ভাবও রয়েছে।

'একটা নাগিট!' এতক্ষণে প্যাটের মুখে কথা ফুটল। 'এত বড় নাগিট আমি জীবনে দেখিনি! এই দেখো।' হাত বাড়িয়ে কি পেয়েছে দেখাল প্যাট।

'তুমি ঠিক জানো ওটা সোনা?'

'জানি, প্রীচার।' সবকটা দাঁত বের করে হাসল মাইনার। 'ফুল্‌স্ গোল্ড আমি ভাল করেই চিনি। আমার ভাগ্যে এই জিনিস জুটবে তা ভাবতেও পারিনি। সবসময়েই দেখেছি ভাল জিনিস কেবল অন্যের কপালেই জোটে।' আঙুলে ঘষে একটা অংশ থেকে মাটি সরাল সে।

'দেখেছ, কী সুন্দর! আমি জানতাম এখানে সোনা আছে, শুধু ডাস্ট নয়।'

'ভাল, কিন্তু খবরটা কেবল নিজের মধ্যেই চেপে রেখো না—ভাল

boighar.com

খবর সবার সাথে শেয়ার করাতেই বেশি আনন্দ।'

'ঠিক বলেছ।' ঢাল বেয়ে মারিয়ার কেবিনের দিকে এগোল প্যাট। 'অ্যাই, মারিয়া! নিতা! দেখো আমি কি পেয়েছি!'

প্যাটের উত্তেজিত চিৎকারে প্যানিঙ করতে করতেই মুখ তুলে তাকাল স্পাইডার। স্পষ্ট বুঝল ও কি পেয়েছে। দ্বিগুণ উৎসাহে কাজের গতি বাড়াল। খবরটা পেলে ক্রীকের অন্যান্য মাইনাররাও তাই করবে।

কেবিনে পৌঁছল প্যাট। ছুটে আসায় হাঁপাচ্ছে। হাঁকডাক শুনে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে মারিয়া। ওর পিছন পিছন ওয়ানিতাও এল। উত্তেজনায় জনসনের স্বর কাঁপছে।

'ওরা বলে কার্বনে সামান্য ডাস্ট ছাড়া কিছু নেই। এই দেখো! কত বড় নাগিট!' গর্বের সাথে মুঠো খুলে হাতটা বাড়িয়ে ধরল প্যাট। পাখির ডিমের সমান নাগিটটা সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল।

'বড় পাথরটার তলাতেই ছিল। আমি জানতাম ওখানে সোনা আছে। দেখো, দেখো কী সুন্দর! কম করে হলেও চার আউন্স হবে!' আনন্দে প্রথমে মা, পরে মেয়েকে আলিঙ্গন করল মাইনার।

'চলো, প্যাট, আমরা সেলিব্রেইট করতে শহরে যাই!' প্রস্তাব দিল নিতা। খুশিতে ঝলমল করছে ওর মুখ।

'না, ওটা ঠিক হবে না,' প্যাট কিছু বলার আগেই বলে উঠল মারিয়া।

'প্লীজ, মাম্। আমরা অনেকদিন এখানে আটকা পড়ে আছি।' প্রীচারের দিকে ফিরল ও। এতক্ষণে লোকটা পৌঁছেচে। 'তুমি কি বলো?'

ক্ষীণ একটা দুর্বোধ্য হাসি ফুটল প্রীচারের মুখে। 'ক্ষতি কি?' ওয়ানিতাকে বলল সে। তারপর প্যাটের উদ্দেশে বলল, 'শহরে গেলে ভালই হয়। মিস্টার ব্ল্যাকেনশিপের টাকাও তুমি ওটা দিয়ে শোধ দিতে পারবে। লোকটা সৎ বলেই মনে হয় তোমাকে ও উচিত দামই দেবে।'

বইঘর.কম

প্রীচারের কথাটা মনেমনে বিচার করে দেখছে মাইনার। তালুর ওপর নাগিটটা আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করছে। যতক্ষণ হাতে আছে, খুব ভাল লাগছে ওর। হাতছাড়া করতে মন চাইছে না। কিন্তু প্রীচার ঠিকই বলেছে; দেনাটা শোধ করা দরকার। ওই একটা নাগিট দিয়ে কার্বন ক্যানিয়নের সবার দেনা শোধ করেও হয়তো কিছু টাকা বাঁচবে। একবার বাকি শোধ হলে সবাই আবার ধারে জিনিসপত্র আনতে পারবে।

তাছাড়া, একটা যখন পাওয়া গেছে, এমন নাগিট নিশ্চয় ওখানে আরও পাওয়া যাবে—ভাবল মাইনার।

'তোমার কথাই ঠিক, প্রীচার,' বলে দাঁত বের করে হাসল প্যাট। 'এটা দেখে বুড়ো জুডের চেহারা কেমন হয় দেখেই আমার পয়সা উসুল হয়ে যাবে।'

'তাহলে আমরা শহরে যাচ্ছি?' আশান্বিত হয়ে জানতে চাইল নিতা।

'হ্যাঁ, যাব। তুমিও যাবে তো, প্রীচার?'

'একা এখানে থেকে আমি আর কি করব? চলো, সবাই মিলেই যাই।'

মারিয়া আর নিতা প্রায় তৈরিই ছিল। প্যাটের তৈরি হতে বেশি সময় লাগল না। আধঘণ্টার মধ্যেই ওয়্যাগনে চড়ে সবাই শহরের দিকে রওনা হয়ে গেল।

ক্রীকের ধারে কিছুক্ষণ প্যানিঙ করে উৎসাহ হারিয়ে এডি আর টেডি পাড়ে বসে ছুরি দিয়ে দুটো দেবদারুর ডাল চাঁচছে। কোন কাজেই বেশিক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না ওরা। ওয়্যাগনের শব্দে মুখ তুলে তাকাল এডি।

'আবার শহরে যাচ্ছ, মিস্টার জনসন?' প্রশ্ন করল ছেলেটা।

'হ্যাঁ। তোমরাও যাবে? গাড়ির পিছনে অনেক জায়গা আছে।'

ডাল আর ছুরি পাশে নামিয়ে রাখল এডি। 'মন চাইছে,' বলল সে। 'কিন্তু ড্যাডি আমাদের যেতে দেবে না। বলে নিজেরা শহরে গেলে

boighar.com

আমরা ঝামেলায় পড়ব।' সরল হাসি ছড়িয়ে পড়ল ওর মুখে। 'শহরে যাওয়ার জন্যে দিনটা খুব সুন্দর ছিল।'

'হাই, ওয়ানিতা।' মেয়েটাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল টেডি।

'হ্যালো, টেডি।' সিধে হয়ে সম্ভ্রান্ত লেইডির মত বসেছে ওয়ানিতা। ছেলে দুটোকে পেরিয়ে গেল বাকবোর্ড। 'পরে আবার দেখা হবে।'

ওয়্যাগনটা পরের বাঁকে অদৃশ্য হলো। ভাইয়ের দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে এডি প্রশ্ন করল, 'ওয়ানিতার কি হয়েছে বলো তো? ওকে অন্যরকম দেখাল না?'

## ছয়

লেহুডের রাস্তা ধরে এগোচ্ছে বাকবোর্ড। শহরের বেশিরভাগ লোকই বাকবোর্ডের যাত্রীদের চিনতে পারল না—কারণ ওরা অন্য মাইনিঙ এলাকা থেকে এসেছে। কিন্তু শহরে স্থায়ী বাসিন্দারা ঠিকই চিনল।

মহিলা দুজন পিছনে বসেছে। সামনের ড্রাইভার সীটে পাশাপাশি রয়েছে প্যাট আর প্রীচার। পরিস্থিতি সম্পর্কে যারা অবগত তারা বিস্ফারিত চোখে ওদের দেখছে।

টিম ডার্বিও বাকবোর্ডটাকে জুড ব্ল্যাকেনশিপের দোকানে থামতে দেখল। আরোহীদের চেনার সঙ্গেসঙ্গে ঘুরে সে নিজেদের গুদামে অদৃশ্য হলো।

ঘোড়ার লাগাম হিচিঙ রেইলের সাথে বেঁধে প্যাট বলল, 'আমি

বইঘর.কম

হিসেব চুকাতে ভিতরে যাচ্ছি। হয়তো কিছু দেরি হবে, কারণ অন্তত দুবার জ্ঞান হারাবে জুড। প্রথমবার নাগিটটা দেখে, পরেরবার আমি সবার পুরো দেনা শোধ করব শুনে।' লম্বা লোকটার দিকে ফিরল প্যাট। 'আমি তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা করব, প্রীচার। তুমি মেয়েদের একটু দেখো?'

'সহজ কাজ। ওদের থেকে নজর ফেরানোই বরং কঠিন!'

দাঁত বের করে হাসল প্যাট। 'আমি তাড়াতাড়িই ফেরার চেষ্টা করব।'

সোনার তালটা দোকানিকে দেখাবার তর সইছে না। একবারে দুটো করে সিঁড়ি টপকে ভিতরে ঢুকল প্যাট।

রাস্তায় একটা নড়াচড়া চোখের কোণে ধরা পড়ায় ওদিকে তাকাল নিতা। পরক্ষণেই প্রীচারকে সাবধান করতে কনুই দিয়ে ধাক্কা দিল মেয়েটা।

'দেখো!'

ছয়জন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক ডার্বির ওয়্যারহাউস থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছে। মাঝেমাঝে আঙুল তুলে ওয়্যাগনটাকে দেখিয়ে ওরা নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছে। ওদের পিছন থেকে টিম এগিয়ে এল। ওর কোমরে ঝোলানো পিস্তলটায় রোদ পড়ে চিকচিক করছে। রাস্তায় নেমে লোকটা থামল না—সোজা বাকবোর্ডের দিকে এগিয়ে আসছে।

বারবার প্রীচার আর যুবকের ওপর ঘোরাফেরা করছে নিতার চোখ।

'আমি প্যাটকে ডাকছি,' বলে উঠতে গেল মেয়েটা।

'কোন দরকার নেই,' বাধা দিল প্রীচার। 'হিসেব চুকিয়ে ওর ফিরতে দেরি হবে। আমি বরং লাগামটা একটু পরীক্ষা করে দেখি।'

ধীরে গাড়ি থেকে নেমে হিচিঙ রেইলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে।

ওকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে ডার্বির লোকজনের মধ্যে সাড়া

boighar.com

পড়ে গেল। কেউ বাঁকা হলো, কেউ পাশে সরে গেল, আবার কেউকেউ সামনে ঝুঁকে মোকাবিলার ভঙ্গিতে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল।

লোকগুলোর প্রতিক্রিয়া প্রীচার লক্ষ করেছে কিনা তা তার হাবভাবে প্রকাশ পেল না। শান্তভাবে হিচিঙ রেইলে বাঁধা লাগামের গিঁট পরীক্ষা করে ঘুরে দাঁড়াল প্রীচার। টিম আর বাকবোর্ডের ঠিক মাঝখানে। লম্বা লোকটা ঘুরে দাঁড়াবার সঙ্গেসঙ্গে দশ ফুট দূরে থেমে দাঁড়াল যুবক। নিরাপদ দূরত্ব।

'মিসেস ফিশার। ওয়ানিতা।' নিতার ওপর যুবকের দৃষ্টি কিছুক্ষণ আটকে রইল। হয়তো মেয়েটার সুন্দর পোশাক, বা আর কিছু ওর দৃষ্টিকে ধরে রাখল। কিন্তু নিতা ওকে উপেক্ষা করল।

একবার পিছনে অনুচরদের দিকে চেয়ে আশ্বস্ত হয়ে আবার প্রীচারের মুখোমুখি হলো টিম।

'ড্যাডি তোমার সাথে কথা বলতে চায়।' একটু ইতস্তত করল সে। 'এখনই।'

হাতের ইশারায় দালানটা দেখাল যুবক। প্রীচারের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে ও। নীরবতার মাঝে অনেক সময় কেটে গেল। অন্তত টিমের কাছে তাই মনে হলো। শেষে প্রীচারের কথায় আশ্বস্ত হলো সে।

'তোমার বাবার সাথে আমারও কিছু কথা আছে।' আড়চোখে বাকবোর্ডের দিকে তাকাল স্ট্রেঞ্জার। 'আশা করি কয়েক মিনিট একা থাকতে তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না? অল্পক্ষণের মধ্যেই জনসন ফিরে আসবে। তাছাড়া কারও আমন্ত্রণ উপেক্ষা করাটা অভদ্রতা।'

'যেয়ো না!' নিচু স্বরে নিষেধ করল মারিয়া। 'ওরা তোমাকে সাক্ষীর সামনে থেকে আড়ালে সরিয়ে নিতে চাইছে!'

'হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়, শুধু কথা বলাই ডার্বির উদ্দেশ্য।'

আশ্বস্ত করার জন্যে মারিয়ার হাতের পিঠে কয়েকটা আলতো চাপড়

বইঘর.কম

দিয়ে ডার্বির দালানের দিকে এগোল প্রীচার। টিম ওর পাশেপাশে চলছে বটে, কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে। লম্বা লোকটার হাতদুটোর ওপর ওর নজর।

ফিশার দুজন ওদের যাওয়া দেখছে।

'ওরা যদি প্রীচারকে জখম করে?' উদ্বেগে ভরা ওয়ানিতার স্বর। 'যদি—?'

'চুপ করো, নিতা!' ধমকে উঠল মারিয়া। কিন্তু সেও শঙ্কায় আড়ষ্ট হয়ে আছে।

নিতার চোখে পানি এসে গেছে। অন্যদিকে মুখ ফেরাল মেয়েটা। মুহূর্তে মেয়ের মনের অবস্থা বুঝে ফেলল মা। এসব উপলব্ধি চট করেই আসে।

প্রীচার আর টিম ভিতরে ঢোকার পর ঝাঁক বেঁধে ষণ্ডামার্কা লোকগুলো ওদের পিছু নিল। যেন নেকড়ের মত শিকারকে ঘিরে ফেলছে।

টিম ডার্বি পথ দেখিয়ে অতিথিকে সিঁড়ি দিয়ে উপর তালায় নিয়ে গেল। পিছনের লোকগুলো সিঁড়ির গোড়াতেই দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু করল। ওদের উপরে ওঠার অনুমতি নেই।

উপর তালাটা নীরব। ভারি কাঠের প্যানেলে বাধা পেয়ে রাস্তা বা নিচের ওয়্যারহাউসের শব্দ ওখানে পৌঁছাচ্ছে না। লম্বা করিডর পেরিয়ে নক্সা করা একটা কাঁচের দরজা দিয়ে ওরা ভিতরে ঢুকল।

অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে ডেস্কের পিছন থেকে হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল জিম ডার্বি। অভ্যর্থনায় যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকলেও লোকটা হাত বাড়িয়ে দিল না। আসলে দৈহিক স্পর্শ অপছন্দ করে ও।

'মর্নিঙ, রেভারেন্ড! চমৎকার দিন। দেশটাও মানুষের ভাগ্য গড়ার জন্যে চমৎকার। আমি জিম ডার্বি।'

দালানের বাইরেটা দেখে ভিতরটা কেমন আঁচ করা অসম্ভব। ডার্বির প্রকাণ্ড অফিসটা দেখে মনে হয় স্যান ফ্যান্সিসকোর কোন উঁচ মানের

boighar.com

ব্যাঙ্কের থেকে সরাসরি তুলে এনে এখানে বসানো হয়েছে। চারপাশে গাঢ় রঙের কাঠের প্যানেল। মেঝেটা দামী পার্শিয়ান কার্পেটে ঢাকা। পালিশ করা মেহগনি কাঠের ডেস্ক। জানালায় ভারি ভেলভেটের পর্দা ঝুলছে। টেবিলের ওপর জ্বলছে পিতলের রচেস্টার ল্যাম্প।

কয়েকজন ভাড়াটে লোক কৌতূহল চাপতে না পেরে ঝুঁকি নিয়ে উপরে উঠে দরজার কাছে ভিড় জমিয়েছে। বসের চাকচিক্যের সামনে অস্বাভাবিক রকম মিইয়ে গেছে ওরা। ফিসফিস করে একটা-দুটো কথা বলছে। কিন্তু কথা বলার জন্যে ওরা আসেনি—কি ঘটে, সেটাই দেখতে এসেছে।

সব এক নজরে দেখে নিয়েছে প্রীচার। উৎফুল্ল অভ্যর্থনার জবাবে একটা ছোট্ট নড করে সে বলল, 'আমি জানি।'

আড়ম্বর আর আয়োজন মাঠে মারা গেল বুঝতে পারছে ডার্বি। কিন্তু সহজে দমবার পাত্র সে নয়। এবার অন্য পথ ধরল।

'তোমার ড্রিঙ্ক করার অভ্যাস আছে, রেভারেন্ড?'

ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল প্রীচার।

'সকাল নয়টার আগে নয়।'

রসবোধ আছে! খুশি হলো ডার্বি। প্রীচারের কাছ থেকে এটা সে আশা করেনি। ত্রাসের ভাবটা কেটে গিয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলো জিম। হয়তো মিছেই ভয় পাচ্ছিল।

ডেস্কের কপাট খুলে একটা বোতল আর দুটো ক্রিস্টাল গ্লাস বের করল ডার্বি। গ্লাসে সোনালি মদ ঢালতে দেখে দরজার কাছে দাঁড়ানো লোকগুলো জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। এমন উন্নত মানের হুইস্কির স্বাদ ওরা কোনদিনই জানবে না। ওদের কাছে চিরকাল ওটা কেবল স্বপ্নই রয়ে যাবে।

আসন্ন আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে ডার্বি এখন আশাবাদী। স্বভাবতই টিম তার কাছে এই লোকটার ব্যাপারে সবকিছু বাড়িয়ে বলেছে। এটা

বইঘর.কম

ওই ছেলের চিরকালের দোষ। কোন সমস্যার সমাধান ছেলেটা নিজে করতে না পারলে সমস্যাটাকে বড় করে দেখা ওর স্বভাব।

'আমি শুনলাম একজন প্রীচার শহরে এসেছে। তখন ফ্যাকাসে, হাড়গিলে, বাইবেলের বুলি কপচানো ইস্টার্ন লোকের ছবিই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল, যার হাতে দেখব সিল্কের রুমাল, আর ফুসফুস হবে দুর্বল।'

'হুবহু আমার ছবি,' বলল প্রীচার।

শব্দ তুলে হাসল ডার্বি। 'কষ্টেসৃষ্টে!' ডান হাতে গ্লাস বাড়িয়ে ধরল সে। গ্লাসে মিসিসিপির পশ্চিমে দুষ্প্রাপ্য ছয় আউন্স সেরা হুইস্কি। 'ইওর হেলথ, স্যার।'

গ্লাসটা হাতে নিল প্রীচার। অন্য গ্লাসটা ডার্বি তুলে নিল।

'আমার ধারণা পেটে খিল দিয়ে কেউ ধর্ম প্রচার করে বেড়ায় না। তোমারও নিশ্চয় একটা স্থায়ী ঠিকানা আছে?'

'চলার পথই আমার বাড়ি।' নরম সুরে জবাব এল।

'তাই নাকি? এই কঠিন দেশে নিশ্চয় খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ভাবছি, তুমি এখানেই প্রীচ করলে কেমন হয়? এটাই তোমার প্যারিশ হোক? তোমাকে একটা নতুন গির্জা তৈরি করে দেব আমি। এখানে অনেক পাপী আছে—স্থায়ী আর অস্থায়ী দুরকমই। এখন ট্রেনও লেহুডে থামে। পুরোপুরি শহর হয়ে উঠতে লেহুডের কেবল দুটো জিনিস দরকার, একটা স্কুল আর গির্জা।'

'ভেবে দেখো, একটা স্থায়ী চার্চ এখানে থাকলে মানুষের কত দিক থেকে সুবিধে হবে। সপরিবারে লোকজন এখানে বাস করতে আসবে। একজন ভবঘুরে হতভাগ্য যাজকের একটা স্থায়ী ঠিকানা হবে। তোমার এত কাজ থাকবে যে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগই পাবে না।' বিশদভাবে হাসল জিম।

'তুমি কি বলো, পারসন? তোমার নিজের পছন্দমত একটা

boighar.com

আনকোরা নতুন গির্জা। ঠিক তার পাশেই থাকবে তোমার থাকার জন্যে সুন্দর একটা বাড়ি। এখানে খুঁটি গেড়ে বসে তুমি বাকি জীবন আরামে কাটাতে চাও?'

নিজের গ্লাসের তরল পদার্থের দিকে তাকিয়ে আছে প্রীচার। ওটার গভীরে কি দেখছে তা কেবল সে-ই জানে। ডার্বি আশা করছে লোকটা যেন ওর প্রস্তাবে নিজের সুবিধার দিকটা দেখতে পায়। গ্লাসে একটা চুমুক দিল জিম, চাইছে প্রীচারও দেখাদেখি তাই করুক। কিন্তু লম্বা লোকটা গ্লাস ঠোঁটে ছোঁয়াল না। চোখ তুলে জিমের দিকে তাকাল

'বুঝতে পারছি প্রস্তাবটা একজন প্রীচারের জন্যে সত্যিই লোভনীয়।'

'নিশ্চয়। তোমার জন্যে আড়ম্বরের সাথে কাজ করার একটা সুযোগ। তাই না?'

'আড়ম্বর।' ধীরে মাথা ঝাঁকাল অতিথি। 'হ্যাঁ। প্রথমেই প্রীচারের মাথায় আসবে ভাল জামাকাপড়ের কথা। যা-তা পরে তো আর একটা সমাবেশের সামনে দাঁড়ানো যায় না?'

'অবশ্যই না! আমরা অর্ডার দিয়ে জামা-কাপড় তৈরি করাব। স্যান ফ্র্যানসিসকোতে আমার পরিচিত দর্জি আছে। ওকে বললে স্যুটের মতই যত্নের সাথে তোমার ফ্রক তৈরি করে দিতে পারবে।' নিজের কোটের লেপেল উলটে সিল্কের লাইনিঙ দেখাল ডার্বি। 'পারসন একটু আরাম চাইতে পারবে না, এমন কোন কথা নেই।'

'তা ঠিক। তারপর রোববার গির্জায় চাঁদা সংগ্রহের একটা ব্যাপার রয়েছে। প্রীচার হলেও তাকে খেতে তো হবে?'

'কী যে বলো! লেহুডের মত শহরের প্রীচার নিশ্চয়ই ধনী হবে! শহরের একজন প্রথম শ্রেণীর ব্যবসায়ী হিসেবে আমি কথা দিতে পারি যে শহরের প্রত্যেকটা ব্যবসায়ী গির্জার জন্যে মুক্ত হাতে দান করবে। অবশ্য সেই টাকা খরচ করার ভার স্বভাবতই তোমার।' আবার গ্লাসে চুমুক দিল জিম। বুঝতে পারছে মাছ টোপ গিলেছে।

বইঘর.কম

আবার নিজের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রীচার।

'ঠিক ওই কারণেই কাজটা আমি নিতে পারছি না। কথায় আছে, ঈশ্বর আর ম্যামনের সেবা একসাথে হয় না। হয়তো কেউকেউ পারে, কিন্তু আমি ওই দলে নই।'

'এই ম্যামনটা কে?' জিমের চোখ সরু হলো। ছেলের দিকে ফিরল ও। 'আমার অজান্তে এখানে কেউ নতুন কোম্পানি খুলেছে?'

তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল টিম।

'ম্যামন,' শান্ত স্বরে বলল প্রীচার, 'ম্যামন হচ্ছে ধন-দেবতা। মাঝেমাঝে বাইবেলের পাতা উলটানোর অভ্যাস থাকলে কথাটা তুমি জানতে।'

আগেকার হাসিখুশি ভাবটা মুছে গিয়ে ডার্বির চেহারা কদাকার হলো। ওর মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে উঠছে।

তার বদান্য প্রস্তাব শুধু প্রত্যাখ্যানই করা হয়নি, একই সাথে তাকে বোকাও বানানো হয়েছে। দরজার কাছে গুণ্ডার দলটা অস্বস্তি ভরে উসখুস করছে, কি করা উচিত বুঝে পাচ্ছে না।

জিম ডার্বির বিরোধিতা কেউ করে না।

কিন্তু তবু লোকটা কিছুই বলল না, কোনমতে নিজেকে সংযত রাখল। প্রথম রাউন্ড শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু লড়াই চলবে। একবার ডার্বির মাথায় কিছু ঢুকলে তার শেষ না দেখে ছাড়ে না।

তাহলে প্রীচার তাকে স্মারমন শোনাতে চায়? ঠিক আছে। লেকচার সেও দিতে জানে। ড্রিঙ্কের বাকি অংশ এক চুমুকে শেষ করে আবার গ্লাসে মদ ঢালল ডার্বি। দামী হুইস্কি ওর রাগের ওপর প্রলেপ দিচ্ছে। আবার কথা শুরু করল জিম।

'এই এলাকায় কিছুই ছিল না। আজ এখানে তুমি যা দেখতে পাচ্ছ, সবই আমি নিজের হাতে গড়েছি। সাহায্যের জন্যে আর কারও কাছে

boighar.com

যাইনি। তাই আমার গড়া জিনিসে কেউ দখল দিতে এলে তা আমি সহ্য করতে পারি না। আমার কঠিন পরিশ্রমের ফল আর কেউ ভোগ করুক, এটা আমি চাই না।'

'যুক্তিসঙ্গত কথা,' স্বীকার করল প্রীচার। 'কিন্তু এর সাথে কার্বন ক্যানিয়নের লোকজনের কি সম্পর্ক?'

'ওই অকর্মা লোকগুলো ক্যানিয়ন দখল করে বসে আছে। প্যান আর লঙ টম দিয়ে মাইনিঙ-মাইনিঙ খেলা খেলছে! এখন দিন বদলে গেছে—গাঁইতি আর বেলচা নিয়ে কাজ করে একটা লোকের রাতারাতি বড়লোক হওয়ার দিন আর নেই। এখন এটা একটা ব্যবসা। পুব থেকে বড়বড় কোম্পানি তাদের এঞ্জিনিয়ার, জিওলজিস্ট, আর বিশেষজ্ঞ নিয়ে কাজে নামছে। কিন্তু আমি কেবল স্থানীয় লোকজনকে কাজে লাগাই। ওই ক্যানিয়নে যত লোক কাজ করছে তার দশগুণ লোকের রুটিরুজির ব্যবস্থা আমি করছি।' ডেস্কের ওপর হাত দুটো রেখে সামনে ঝুঁকে এল জিম।

'দিনকাল দ্রুত বদলে যাচ্ছে, প্রীচার। ওই লোকগুলো অগ্রগতির বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'কার অগ্রগতি?' শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল লম্বা লোকটা। 'তোমার—না ওদের?'

বয়স্ক লোকটা দুঃখের সাথে মাথা নাড়ল। 'তুমি আমার কথা শুনছ না, পারসন। আমি যা বলেছি তার একটা কথাও কি তোমার কানে যায়নি?'

'সব শুনেছি। তুমি বড়বড় কোম্পানির মাইনিঙের কাজে এগিয়ে আসার কথা বলছ, বুঝলাম—কিন্তু ওটাই ঠিক, তা তুমি কি করে বলো? নিজের পছন্দ মত জীবন বেছে নেয়ার অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে। কেউ যদি সোনার জন্যে প্যানিঙ করে সুখ পায়, সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। হয়তো টাকা-পয়সার দিক থেকে লোকটা গরীব

বইঘর.কম

থাকবে, কিন্তু আত্মার দিক থেকে নয়।'

ডার্বির ঠোঁট জোড়া এঁটে বসল। পকেট থেকে একটা অফিশিয়াল গোছের কাগজ বের করে টেবিলের ওপর রাখল সে।

'তাতে কিছু আসে যায় না। আমি তোমাদের প্রতি সদয় হওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু তার কোন প্রয়োজন ছিল না। ওটা দেখো! সোজা স্যাকরেমেন্টো থেকে এসেছে ওই রিট। ব্যবসা ছেড়ে ওখানে আমি হাওয়া খেতে যাইনি। ক্যালিফোর্নিয়ার উঁচু মহলের অনেক লোকজনের সাথে আমার জানাশোনা আছে।' নড করে টেবিলের কাগজটা দেখাল জিম। 'ওতে কার্বন ক্যানিয়নে মাইনিঙ করার অধিকার আমাকে দেয়া হয়েছে!'

কাগজটার দিকে প্রীচার একবার আড়চোখে দেখল, কিন্তু কোন গুরুত্ব দিল না।

'সম্ভাবনা খুব কম। তোমার যদি সত্যিই অধিকার থাকত তাহলে অনেক আগেই তুমি কার্বনে কাজ শুরু করে দিতে।'

'কিভাবে? আমি তো মাত্র ফিরলাম।'

ধীরে মাথা নাড়ল প্রীচার। 'তুমি অস্থির মানুষ, ডার্বি। যথাযথ সই বা রিট হাতে পেলে তুমি ছেলের কাছে টেলিগ্রাম পাঠাতে, এবং এতক্ষণে কার্বন ক্যানিয়নে পুরোদমে কাজ শুরু হয়ে যেত। তা যখন তুমি করোনি, তখন সেই ক্ষমতা তোমাকে দেয়া হয়নি। ওই লোকগুলো রেজিস্ট্রি করে আইন অনুযায়ী কার্বনে আছে। ওরা ওদের ক্লেইম ছেড়ে নিজের ইচ্ছায় চলে না গেলে তুমি ওদের ছুঁতেও পারবে না।'

'ড্যাম ইট!' খেপে উঠল ডার্বি। 'রিটটা পড়ে দেখো!'

প্রীচারের কণ্ঠস্বর যেন আরও ধৈর্যশীল আর শান্ত শোনাল। 'ওটার দাম যদি ওই কাগজের টুকরোর চেয়ে বেশি হত তাহলে তুমি আমাকে প্রথমে লোভ দেখিয়ে কিনে নেয়ার চেষ্টা করতে না। হয়তো লেহুড

boighar.com

শহরের একটা গির্জার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তোমার নেই। রিটটা আইন-সম্মত হলে গির্জা তৈরি করার জন্যে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে উঠতে না।'

কয়েক মুহূর্ত চোখেচোখে চেয়ে রইল দুজন—তারপর চেয়ারে গা এলিয়ে দিল ডার্বি। নতুন ভরা মদের গ্লাসটা ঠেলে একপাশে সরিয়ে রাখল ও। ওর ধাপ্পা ধরা পড়ে গেছে—খেলা শেষ।

প্রথম বাজি শেষ। এবার আসল খেলা শুরু হবে।

আবার কথা শুরু করল ডার্বি। এবার সে কেবল কথা বলবে—শুনবে না।

'তুমি আমার কাছে একটা হেঁয়ালি, রেভারেন্ড। হ্যাঁ, সত্যিই তাই। আচ্ছা, ওই মাইনারদের জন্যে তোমার এত দরদ কেন? তোমার কি স্বার্থ?'

'তুমি যা বোঝাতে চাইছ তেমন কোন স্বার্থ আমার নেই। ওরা আমার বন্ধু—ব্যস, এই।'

'তাই নাকি? যাক, তোমার সাথে ভাল ব্যবহার করতে গিয়ে তোমাকে আকর্ষণীয় একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা গ্রহণ না করে তুমি আমারই মুখে ছুঁড়ে মারলে। কেউকেউ বলবে এটা অকৃতজ্ঞ মনোভাব। তবে আমি ভদ্রলোক—তাই কেউ দুর্ব্যবহার করলেও বিচারবুদ্ধি হারাই না।

'তোমাকে আর তোমার বন্ধুদের আমি তল্পিতল্পা গুটিয়ে কার্বন ক্যানিয়ন ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে চলে না গেলে আমার লোকজন তোমাদের পিটিয়ে বের করবে।

'এতদিন আমি আইন মেনে চলেছি। কিন্তু সময় খুব দামী। আর আমার বয়সও বাড়ছে, কমছে না। জবরদখলকারী লোকগুলো আমাকে সহ্যের শেষ সীমায় নিয়ে ঠেকিয়েছে। তুমি যদি ওদের বন্ধু হও তবে কেউ জখম হওয়ার আগেই ওদের চলে যেতে বোলো।'

বইঘর.কম

কথার কোন জবাব দিল না স্ট্রেঞ্জার। কেবল চোখ সরু করে ডার্বির দিকে তাকিয়ে রইল। কয়েকদিন আগে সে একই দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল বখে যাওয়া ছেলে টিমের দিকে। ওই দৃষ্টির সামনে মুহূর্তের জন্যে থমকাল জিম।

'তুমি ঝামেলার লোক, স্ট্রেঞ্জার,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'তোমার মত লোককে আমি আর এই এলাকায় দেখতে চাই না।'

প্রীচারের হাতে তখনও হুইস্কির গ্লাসটা ধরা রয়েছে। এবার এক চুমুকে অর্ধেকটা শেষ করে ঠোঁট দিয়ে তৃপ্তির একটা শব্দ করল। তারপর গ্লাস উলটে বাকিটা একবারে গলায় ঢেলে যত্নের সাথে গ্লাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল।

'ড্রিঙ্কের জন্যে ধন্যবাদ।' গোড়ালির ওপর ঘুরে দরজার দিকে এগোল লম্বা লোকটা। ওর পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল গুণ্ডার দল।

'প্রীচার,' চেঁচিয়ে উঠল জিম। থেমে ফিরে তাকাল স্ট্রেঞ্জার। ওর মুখের ভাবটা বদলায়নি। 'আমি তোমাকে যুক্তি দিয়েছি, অনেক কিছু দিতেও চেয়েছি, কোন ফল হয়নি। কিন্তু যা আমার তা আমারই, তুমি যদি আমাকে এর জন্যে লড়তে বাধ্য করো—আমি লড়ব।' একটু ইতস্তত করে সে আবার বলে চলল, 'কথাটা আমি বলতে চাইনি, কিন্তু তুমি আর তোমার মাইনার বন্ধুরা আমাকে বলতে বাধ্য করছ। একজন ইউ এস মার্শাল আছে, লোকটা শান্তি রক্ষা করে। কেউ কেউ বলে ওর আইন রক্ষার পদ্ধতি সব সময়ে আইনসম্মত হয় না। কিন্তু এখানে আমরা ওয়াশিঙটর্ন থেকে অনেক দূরে। লোকটার নাম স্টকবার্ন, আর সে আমার মত সহনশীলও নয়।'

একটা স্তব্ধতা নেমে এসেছে ওখানে। ডার্বির কিছু লোকজন, যারা অনেক ঘুরেছে, তাদের কাছে স্টকবার্ন নামটার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে।

শান্ত স্বরে কথা বলল প্রীচার। 'ওই কার্বন ক্যানিয়নের লোকগুলোকে


boighar.com

তুমি ক্লেইম ছেড়ে দেয়ার জন্যে ক্যাশ টাকা দিতে রাজি আছ? ওদের জমি ন্যায্য দামে কিনবে তুমি?'

পরিস্থিতি হঠাৎ নাটকীয় ভাবে অনুকূলে মোড় নেয়ায় ভীষণ অবাক হয়েছে ডার্বি। খুশির ভাবটা নিজের মধ্যেই চেপে রেখে সে বলল, 'রক্তপাত এড়াতে আমি অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি আছি। তুমি কি মনে করো গির্জা তৈরি করার ইচ্ছা প্রকাশ করার পর মুহূর্তেই মাইনারদের তাড়িয়ে দেয়ার কথা বলতে আমার খুব ভাল লেগেছে?' ভণিতা বেশি হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে সে তাড়াতাড়ি প্রস্তাব দিল, 'মাথা পিছু একশো ডলার দাম ধরলে কেমন হয়?'

'আমি ন্যায্য দামের কথা বলেছিলাম। এক হাজার কি তোমার কাছে বেশি বলে মনে হবে?'

নিজেকে সংযত রাখতে পারল না ডার্বি। হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়ল। বসকে হাসতে দেখে দরজার কাছে দাঁড়ানো লোকগুলোও হাসতে শুরু করেছে।

চোখের পানি মুছে শেষ পর্যন্ত ধাতস্থ হলো জিম। 'আমি বরং টাকার অঙ্কটা অনেক বাড়িয়ে একশো পঁচিশ করে দিচ্ছি,' বলল সে। খুব বেশি দয়া করছে এমন একটা ভাব দেখাল ব্যবসায়ী। 'অনেক খেটেও এক বছরে এত টাকার মুখ ওই টিন-প্যান মাইনাররা কোনদিন দেখতে পাবে না। অথচ টাকাটা পাওয়ার জন্যে ওদের কেবল চলে যাওয়া ছাড়া কোন কাজই করতে হবে না।'

প্রীচারের কঠিন দৃষ্টি ডার্বিকে যেন ফুটো করে বেরিয়ে যাচ্ছে। 'স্টকবার্ন—আর তার ছয় ডেপুটির জন্যে এর থেকে অনেক বেশি টাকা তোমাকে খরচ করতে হবে।'

হাসি মিলিয়ে গিয়ে বিস্ময় ফুটে উঠল ডার্বির মুখে। অবিশ্বাসের চোখে প্রীচারকে দেখছে ও।

'সেটা তুমি কিভাবে জানো?'

বইঘর.কম

ডার্বির স্ট্রেঞ্জার অতিথি প্রশ্নটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করল।

'তোমার কাছে নিষ্কলুষ বিবেকের দাম কত, ডার্বি?'

পিছনে বিভ্রান্ত টিম, ম্যাগিল আর অন্যান্য ভাড়াটে লোকজন ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। কিছু একটা বদলেছে। অফিসের আবহাওয়াটাই যেন পালটে গেছে। কিন্তু কেন এমন হলো তা ওরা বুঝে উঠতে পারছে না। বয়স্ক ডার্বি আর প্রীচার দুজনেই এমন একটা তথ্য জানে যা ওখানে আর কেউ জানে না।

ফিসফিসানি কমে যাওয়ার পর ডার্বি আবার মুখ খুলল। স্বরটা আবেগহীন আর ভোঁতা।

'ঠিক আছে, প্রতি ক্লেইমের জন্যে এক হাজার ডলার। কিন্তু সবাইকে যেতে হবে। পুরো ক্যানিয়ন না পেলে আমি ঠিকমত কাজ করতে পারব না।'

অপেক্ষমাণ ভাড়াটে গুণ্ডাদের ভিতর অবিশ্বাসের গুঞ্জন উঠল। ক্লেইমের দাম একশো পঁচিশ থেকে এক লাফে চার অঙ্কে গিয়ে ঠেকতে পারে এটা ওদের কাছে অকল্পনীয়।

'মনে রেখো,' জোর দিয়ে বলল ডার্বি। 'ওদের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে—নইলে চুক্তি বাতিল।'

মাথা ঝাঁকাল প্রীচার। 'ওদের আমি জানাব,' বলে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল স্ট্রেঞ্জার। প্রথমে করিডরে, পরে দূরে সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ উঠে মিলিয়ে গেল।

টিম আর ম্যাগিল দ্রুত ডেস্কের কাছে পৌঁছল।

'প্রতি ক্লেইমের জন্যে হাজার ডলার! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, ড্যাড়ি?!'

'হেল্, বস্,' উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল ম্যাগিল, 'পাঁচশো ডলার পেলেই আমি লোকজন নিয়ে ওদের খেদিয়ে বর্ডার পার করে দিতে পারি।'

নাকি?' শান্ত স্বরে বলল ডার্বি। 'চুক্তি হয়ে গেছে।'

'কিন্তু ড্যাডি—প্রতি ক্লেইমে হাজার ডলার!' বিশ্বাস করতে পারছে না টিম। 'ওখানে অন্তত তিরিশ-চল্লিশটা পরিবার থাকে।'

'আমি বলে দিয়েছি—ওখানেই কথা শেষ।' তরুণ ছেলেটা পিছিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল জিম। 'আমি জানি আমি কি করছি, বাছা। ম্যাগিল, তুমি তোমার মাইনিঙ সামলাও, বাকি সমস্যার সমাধান আমি নিজেই করব।'

'ঠিক আছে, বস্।' নরম হলো ফোরম্যান।

'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মনিটর আর লোকজন নিয়ে তুমি তৈরি থাকবে। এক সপ্তাহের মধ্যেই কার্বন ক্যানিয়নের কাজ শেষ হওয়া চাই। তারপর দেখা যাবে কার মাথায় দোষ।'

কিছুক্ষণ ছেলের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে নিজের চেয়ারে নড়েচড়ে বসল ডার্বি।

'এবার তোমরা যাও! সবাই! আমার কাজ আছে। আর যাদের কাজের মায়া আছে তারাও কাজে যাও।'

মুহূর্তে কামরা আর করিডর খালি হয়ে গেল। কেবল টিম কিছুক্ষণ ইতস্তত করল। তারপর বাবার দিকে একবার আক্ষেপ নিয়ে তাকিয়ে ঘর ছাড়ল।

কামরায় একা বসে প্রীচারের সাথে কথাবার্তার ফলাফল নিয়েই নিজের মনে ভাবছে ডার্বি। সে যেমন আশা করেছিল আলাপ-আলোচনা ঠিক সেভাবে এগোয়নি। তবে এটা খুব খারাপও হয়নি। অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ ওই স্ট্রেঞ্জার। রহস্যময় আর জটিল। একটা বড় শ্বাস ছেড়ে কাগজ-কলম নিয়ে বসল সে।

boighar

জুড ব্ল্যাকেনশিপের দোকান থেকে দুহাতে এত জিনিস নিয়ে বেরিয়েছে যে বাকবোর্ডটাও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না প্যাট।

বইঘর.কম

'সব টাকা শোধ করে দিয়ে এসেছি, মারিয়া,' বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নামল মাইনার। 'স্পাইডারের দেনাও শোধ করেছি। ও যখন পারে শোধ দেবে। লোকটা একটু অদ্ভুত—কিন্তু সৎ।

'ইশ্! জুডের চেহারাটা যদি তুমি দেখতে!' শেষ ধাপটা পেরিয়ে রাস্তায় নামল প্যাট। 'প্রথমে তো বিশ্বাসই করতে চায়নি, শেষে—' মাঝপথেই ওর কথা থেমে গেল। দেখল মারিয়া আর নিতা আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। রাস্তার উলটো দিকে ডার্বির দালানের ওপর ওদের চোখ। প্রীচারকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

'অতিথি কোথায় গেল?' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করল জনসন।

'ওখানে। টিম ডার্বি এসে ওকে ডেকে নিয়ে গেছে। দুজনেই ওই দালানে ঢুকেছে,' বলে, নড করে দিক নির্দেশ করল মারিয়া।

একটা বড় শ্বাস নিয়ে জিনিসপত্রগুলো ওয়্যাগনের পিছনে রাখল প্যাট। কেবল নতুন কেনা কুড়ালের হাতলটা রইল ওর হাতে। ওটা দুহাতে বাগিয়ে ধরে ঘুরে বাকবোর্ডের সামনে দিয়ে এগোল মাইনার। ওয়্যারহাউসের ভিতরে ঢুকে কি করবে জানে না—কেবল বুঝছে ওকে কিছু একটা করতেই হবে।

কিন্তু ঘটনাচক্রে ওকে কিছুই করতে হলো না।

'দেখো,' ফিসফিস করে বলল নিতা, 'ওরা বেরিয়ে আসছে।'

প্রীচার বেরিয়ে আসার প্রায় সঙ্গেসঙ্গে ডার্বির লোকজনকেও বেরোতে দেখা গেল। স্ট্রেঞ্জারের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে মনে করে এগিয়ে গেল প্যাট। খুব ভয় করছে ওর, কিন্তু নতুন বন্ধুর জন্যে প্রাণ দিতেও সে রাজি। প্রীচারই হাত তুলে ওকে ক্ষান্ত করল। হাতলটা নামিয়ে নিল মাইনার। মারিয়া স্বস্তিতে গা ছেড়ে দিয়ে স্বাভাবিক হলো। নিতার মুখে ফুটে উঠেছে—বিজয়িনীর হাসি।

'তুমি ওখানে ঢুকেছিলে কেন?' প্যাট্রিকের স্বরে উদ্বেগ সুস্পষ্ট। 'যদি কোন বিপদ ঘটত?'


boighar.com

'তার সম্ভাবনা কম,' শান্ত স্বরে বলল স্ট্রেঞ্জার। 'আমাকে ওর সাথে ড্রিঙ্ক খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছিল ডার্বি।' মাইনারের হাতে কুড়ালের হাতলটা দেখে একটু হেসে বলল, 'ধন্যবাদ।'

'এতক্ষণ তুমি ডার্বির সাথেই ছিলে?'

'হ্যাঁ। আমাদের মধ্যে অনেক কথা হলো।'

'কি বিষয়ে?' কৌতূহল প্রকাশ করল প্যাট।

প্রায় বাকবোর্ডের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। 'ক্যানিয়নের লোকজনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই বেশি আলাপ হয়েছে। আজ রাতে সবাইকে একসাথে জড়ো করে কথাগুলো বলাই ভাল।'

## সাত

খোলা জায়গায় একটা বড় আগুন জ্বলছে কার্বন ক্যানিয়নে। আগুন ঘিরে জড়ো হয়েছে ক্যানিয়নের প্রত্যেকটা মাইনার। সবাই উপস্থিত। গ্রীষ্মের রোদে শুকানো জুনিপারের গনগনে আগুনে সবার চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ক্যানিয়নের বাসিন্দাদের মাঝে দৈবচক্রে এসে জোটা স্ট্রেঞ্জার কথা বলছে। মনোযোগ দিয়ে শুনছে ওরা। ডার্বির সবগুলো ক্লেইম কিনে নেয়ার শর্তগুলো বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করে কথা শেষ করল প্রীচার।

বিক্রি করে দেয়ার পক্ষে কার-কার মত আছে জিজ্ঞেস করায় অনেকগুলো হাত আকাশমুখী হলো। কেউ কেউ খুশিতে দুই হাতই তুলল। প্যাট তাড়াতাড়ি গুনে ফেলল ওদের সংখ্যা।

বইঘর.কম

'প্রস্তাবের বিপক্ষে কে-কে আছে?' প্রশ্ন করল স্ট্রেঞ্জার।

'আমি!' জোর গলায় একক একটা চিৎকার শোনা গেল।

বিরোধিতা কে করল দেখার জন্যে সবাই মুখ ফেরাল। বুড়ো স্পাইডার স্মিথ জায়গা ছেড়ে উঠে আগুনের ধারে এগিয়ে এল। প্রত্যেকটা প্রতিবেশীকে একেএকে বিষাক্ত দৃষ্টিতে দেখছে ও।

'ওহ, ছাড়ান দাও, স্পাইডার, রাত হয়ে যাচ্ছে,' ক্লান্ত সুরে বলল একজন।

'হ্যাঁ, আমরা তো ভোট নিয়েছি,' আরেকজন বলল।

'আমার কথা আমি বলবই! এখানে সবার প্রথম আমিই এসেছিলাম, এখন দেখা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত একা আমিই থাকব। তাই এই ব্যাপারটায় আমার কি মত তা বলার অধিকার আমার আছে. এবং কথাগুলো শুনতে তোমাদের ভাল না লাগলেও শুনতে হবে।'

কয়েকজন ককিয়ে ওঠার মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাল। আবার কিছু লোক খোলা মন নিয়ে পুরোনো লোকের বক্তব্য শোনার অপেক্ষায় রইল।

আগুনের চারপাশে ঘুরেঘুরে কথা বলে নিজের অনুভূতি আর যুক্তি শ্রোতাদের সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করছে স্পাইডার।

'সেই '৫৫ থেকে শুরু করে ডার্বি আর আমি মাইনিঙের কাজ করছি। ওর চিন্তাধারা কোন পথে চলে তা আমি যতটা জানি, ওর ছেলেও ততটা জানে না। আমাদের ক্লেইমগুলো ও কেন কিনতে চাচ্ছে তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। ডার্বি লোভী হতে পারে, কিন্তু বোকা নয়।'

'তা আমরা সবাই জানি,' বিরক্ত হয়ে স্যাম বলে উঠল। 'তোমার যদি সত্যিই কিছু বলার থাকে, তবে সেই কথায় আসো।'

ঘুরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বক্তার দিকে তাকাল বুড়ো। 'তুমি কাজের কথা শুনতে চাও? তাহলে শোনো। ডার্বি যদি প্রত্যেকটা ক্লেইমের জন্যে এক


boighar.com

হাজার ডলার দিতে রাজি থাকে—যেগুলো থেকে দুএক আউন্সের বেশি সোনা পাওয়া যায়নি সেগুলোও—বুঝতে হবে দয়া করে সে টাকা দিচ্ছে না। ওর হৃদয়ে দয়ামায়ার কোন স্থান নেই। কেবল একটা কারণেই লোকটা টাকা হাতছাড়া করতে পারে, যদি ও জানে যা দিচ্ছে তার দশগুণ ফেরত পাবে!'

শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে ওরা। বোঝা যাচ্ছে ওদের কারও মাথায় এই চিন্তাটা আসেনি। কথাটা নিঃসন্দেহে যুক্তিসঙ্গত।

'তোমার যুক্তিটা আমি অস্বীকার করছি না, স্পাইডার,' বলে উঠল হেন্ডারসন। ডার্বি যেভাবে মনিটর দিয়ে কাজ করে তাতে ওর জন্যে প্রত্যেকটা ক্লেইমের দাম হাজার ডলারের বেশিই হবে।

'কিন্তু আমরা যেভাবে মাইনিঙ করি তাতে সারা বছরেও এত টাকা পাই না। পেলেও একসাথে হাতে আসে না। বেলচা চালাতে চালাতে ক্লান্ত আর হতাশ হয়ে পড়েছি আমি। শীত খুব কষ্টে কাটে—টেবিলে মাংস দিতে পারি না। এখানে আগামী শীত কাটানোয় আমার মোটেও আগ্রহ নেই। আমি বলি প্রস্তাবটা আমাদের গ্রহণ করাই ভাল। অন্য কোথাও গিয়ে আমরা আবার চেষ্টা করার সুযোগ পাব।'

ক্যাম্পের অনেকেই হেন্ডারসনের সাথে একমত। কিন্তু স্পাইডার হাল ছাড়তে নারাজ।

'নতুন করে শুরু করার কথা বলছ? কোথায় যাবে? বর্তমানে দেশের প্ল্যাস্যার সোনা প্রায় সবই ফুরিয়ে এসেছে, যা আছে তাও আর কেউ ক্লেইম করে নিয়েছে। এখন সোনা যা আছে তা এইসব পাথরের ভিতরেই আছে। একটু কষ্ট করে পেতে হবে।

'তোমরা নিজের ক্লেইমের দাম ঠিক বুঝতে পারছ না। আজ সকালে প্যাট যে বড় নাগিটটা পেল, সেটা কি?'

'দৈবাৎ ঘটনা,' বলে উঠল হেন্ডারসন। 'ওর পাশের ক্লেইমটাই তো

বইঘর.কম

তোমার—তুমি কী পেয়েছ?'

'মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ,' জবাব দিল স্পাইডার। শ্রোতাদের মধ্যে দুজন শব্দ করে হেসে উঠল। 'তোমাদের আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি—সোনা এইখানেই আছে। প্যাট্রিক যেমন পেয়েছে, ঠিক ওই রকম। উপরের আস্তরটা সরিয়ে আমাদের কেবল নিচে ঢুকতে হবে। তবেই আমরা সোনা পাব।'

'ঘোড়ার ডিম পাব!' মন্তব্য করল একজন।

'ঠিক আছে।' এবার অন্য লাইনে কথা শুরু করল স্মিথ। 'তাহলে আমার একটা কথার জবাব দাও—তুমি যদি হঠাৎ হাজার ডলারের নাগিট তোমার ক্লেইম থেকে পেয়ে যাও; তুমি কি ওই টাকা নিয়েই ক্লেইম ছেড়ে চলে যাবে? নাকি পাওয়ার আশায় আরও খুঁড়বে?'

মাইনাররা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত হলো। জেক হেন্ডারসনের মত আরও কিছু লোক চলে যাওয়ার পক্ষপাতী। ওরা কঠিন পরিশ্রম করেও প্রতিদানে তেমন কিছুই পায়নি—তাই নিরাশ হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় দলের কাছেও ডার্বির প্রস্তাবটা লোভনীয় ঠেকছে, কারণ একদিকে ক্যাশ টাকা, অন্য দিকে নিছক অনিশ্চিত আশা। দাঁড়িপাল্লায় কোন দিক ভারি হবে বোঝা কঠিন।

স্পাইডার কান পেতে ওদের যুক্তিতর্ক শুনে হাওয়া কোন দিকে বইছে অনুমান করার চেষ্টা করছে। একটা নতুন চিন্তার উদয় হওয়ায় লম্বা স্ট্রেঞ্জারের দিকে চেয়ে সে বলল, 'তুমি তো আমার বক্তব্য শুনেছ, ওদের যুক্তিও শুনলে—এখন তোমার কি মত? আমাদের কি করা উচিত?'

প্রশ্নটা শুনে জবাবের প্রতীক্ষায় প্রত্যেকে মুখ তুলে প্রীচারের দিকে তাকাল। গাছের গুঁড়ির ওপর বসা লোকটা অল্পক্ষণ ভেবে নিয়ে প্রথমে স্পাইডার আর জেককে একবার দেখে নিয়ে পরে বাকি মাইনারদের দিকে ফিরল।

boighar.com

'এখানে আমার মতামতের কানা-কড়িও দাম নেই। ডার্বি তোমাদের জমি কিনছে। আমি বাইরের মানুষ, ক্যানিয়নে এক চিলতে জমিও আমার নেই। তাই এই ব্যাপারে কথা বলতে যাওয়া আমার সাজে না।'

কিন্তু মাইনাররা প্রীচারের কাছে এই উত্তর শুনতে চায়নি। নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না বলেই চাইছে আর কেউ ওদের সমস্যার সমাধান দিক।

'তুমি যিশুর মানুষ, তুমিই আমাদের পথ দেখাও,' দাবি জানাল ওরা।

'আজকের রাতটা ভেবে দেখে আগামীকাল সকালে সিদ্ধান্ত নেয়াই হয়তো তোমাদের উচিত। নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চট করে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলা ঠিক হবে না।'

কিছু লোক প্রীচারের উপদেশ শুনতে রাজি হলেও স্পাইডার মানল না।

'আমরা যদি কাল সকালেও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারি?' বলল সে। 'ইদানীং আমাদের কপাল মন্দ যাচ্ছে। আমরা হয়তো অনন্তকাল কেবল যুক্তিতর্কই চালিয়ে যাব। কিন্তু এত সময় আমাদের হাতে নেই।'

'হ্যাঁ, তোমাদের সময় সত্যিই কম,' স্বীকার করল প্রীচার।

'কালও আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারলে কি ঘটবে? রাইডার পাঠিয়ে আরও ভাঙচুর করবে ডার্বি?' প্রশ্ন করল জেক।

অন্যমনস্কভাবে একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটছে প্রীচার। একটু ইতস্তত করে শেষে বলল, 'না, আরও খারাপ কিছু করবে। ও বলেছে, তোমরা চলে না গেলে ইউ এস মার্শালকে খবর দিয়ে আনাবে।'

'আমরাও তো তাই চাই,' বলে উঠল প্যাট। 'আইনের লোক এলে আমরা তার কাছে নালিশ জানাতে পারব। এটা আবার কেমন হুমকি? আইনকে ভয় পাব কেন?'

'তুমি বুঝতে পারছ না।' প্রীচার মুখ তুলে বন্ধুর দিকে তাকাল।

বইঘর.কম

'আইন দুরকম। একটা লিখিত আইন, অন্যটা বড়লোক আর ক্ষমতাশালী লোকের সুবিধার জন্যে তৈরি বাঁকা আইন। যে বেশি গরীব, তার জন্যে ওই আইন তত বেশি বাঁকা। যেকোন সাধারণ মার্শালকে আনার কথা ভাবছে না ডার্বি।'

স্ট্রেঞ্জারের গলার স্বর উদ্ধত স্পাইডারকেও দমিয়ে দিল।

'তুমি কি বলতে চাও?' প্রশ্ন করল মাইনার। 'ডার্বি কেমন মার্শাল আনাতে চাচ্ছে?'

'লোকটার নাম স্টকবার্ন। কিন্তু ওর সম্পর্কে যে না জানে সে বুঝবে না ও কি ধরনের জঘন্য মানুষ। জানি না ও কিভাবে ইউ এস মার্শালের পদ পেল। পৃথিবীতে সব কিছু ভালর জন্যে ঘটে না।

'মার্শালকে এখানে আনালে সে একা আসবে না, সাথে ওর ছয়জন ডেপুটিও আসবে। ওরা টাকা পেলে করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই। খুনই ওদের পেশা।' নীরবে কিছুক্ষণ লোকজনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে স্ট্রেঞ্জার আবার বলল, 'আমি কথাটা তোমাদের জানালাম, কারণ ডার্বির প্রস্তাব তোমরা গ্রহণ না করলে ওই লোকগুলোর মোকাবিলা তোমাদেরই করতে হবে।'

প্রীচারের কথা শুনে সবাই একেবারে চুপ হয়ে গেছে। ওদের সমস্যার সাথে আরও একটা নতুন উপাদান যোগ হয়েছে—ভয়।

অন্যান্য মাইনারদের মত স্পাইডারও হতভম্ব হয়ে গেছে। এই ধরনের একটা পরিস্থিতি যে দাঁড়াতে পারে, তা ও কল্পনাও করতে পারেনি।

'তুমি এমন ভাবে কথা বলছ যেন ওই লোকটা সম্পর্কে তোমার মনে কোন সন্দেহ নেই। স্টকবার্নকে তুমি চেন?'

'ওর কথা আমি শুনেছি,' নরম সুরে বলল স্ট্রেঞ্জার।

আগুনের চারপাশে মাইনাররা স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। এবার প্যাট্রিক সবার মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

'ঠিক আছে, এখন আমরা জানি কিসের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে

boighar.com

হবে। আমার মতে ডার্বির অফারটা অত্যন্ত নীচ। ও কেবল প্রস্তাব দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বলছে, প্রস্তাবটা গ্রহণ করো, নইলে—! মানুষকে জমি কিনে নেয়ার প্রস্তাব দেয়া এক কথা, আর ঘাড় চেপে ধরে বাধ্য করা—না, এটা মোটেও ঠিক না।'

শ্রোতাদের অনেকেই প্রতিবাদ করে উঠল। একজন বলল, 'আমরা সংসারী মানুষ, প্যাট।'

'হ্যাঁ,' আরেকজন সায় দিল, 'সাতজন গানম্যানের বিরুদ্ধে আমরা কোন ভরসায় দাঁড়াব?'

'বুলশিট!' সবার দিকে ঘুরেঘুরে কঠিন দৃষ্টিতে দেখল জনসন। আগুনের কাঁপা আলোয় ওকে আজ অন্যরকম দেখাচ্ছে। আগের সেই পরিচিত নম্রতা আর সদা হাসিখুশি ভাবটা এখন আর নেই। স্বরে আত্মপ্রত্যয় আর হাবভাবে অপ্রত্যাশিত দৃঢ়তা এসেছে।

'আমরা এখানে কতজন আছি? ছাব্বিশ! তোমাদের আর সবার মত আমিও প্রীচারের বক্তব্য শুনেছি। আমি জানি যাদের কথা ও বলেছে তারা—পেশাদার। আমি বুল্ রান আর শাইলোতে লড়েছি। তোমাদের মধ্যে সবাই কোন না কোন যুদ্ধে লড়েছ। একজন মার্শালের ভয়ে তোমরা কি নিজের ঘরদোর ছেড়ে পালাবে? জেক, তুমি তো ম্যানাসাসে লড়েছ, তাই না?' ধীরে মাথা ঝাঁকিয়ে কথাটা স্বীকার করল হেন্ডারসন।

'আর বাড—তুমি ছিলে মোবাইলের ফ্যারাগাটে। তুমি কি সামান্য কয়েকজন ভাড়াটে পিস্তলবাজের ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালাবে?' বাড ট্রেভার কোন মন্তব্য করল না। মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চেয়ে রইল। 'তোমরা সবাই জ্যাকসন, গ্রান্ট আর লীর জন্যে লড়েছ। এবার নিজের জন্যে লড়ার সময় এসেছে।'

'ওটা অনেকদিন আগের কথা, প্যাট,' শান্ত স্বরে বলল বাড। 'তখন আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে ছিল না—তাছাড়া আমাকে কি করতে হবে

বইঘর.কম

বলে দেয়ার জন্যে গ্রান্ট এখানে আসবে না। আর আমাদের পিছনে কামান আর ঘোড়-সওয়ার দলের সহায়তাও থাকবে না।'

'ভিক্সবার্গে আমাদের কামান ছিল না,' বলে উঠল একজন। 'কোন ব্যাকিঙ ছাড়াই আমরা সোয়াম্পের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে এগিয়েছি।'

অনেকেই কথাটাকে সমর্থন করল। উত্তর আর দক্ষিণের যুদ্ধে ওরা সবাই অস্ত্রের ব্যবহার শিখেছে। এখন বয়স বেড়েছে, অনেকে সংসারীও হয়েছে—কিন্তু যা শিখেছে তা কেউ ভোলেনি।

ওরা ছিল সাধারণ পদাতিক সৈনিক। কিন্তু এখন ওদের প্রতিপক্ষ হচ্ছে দক্ষ পেশাদার দাঙ্গাবাজ।

বাড ট্রেভার হাত তুলে মাইনারদের চুপ করাল। 'আমার ক্লেইম থেকে যদি কেউ আমাকে গায়ের জোরে তাড়াতে চায় তবে আমি যাওয়ার আগে শেষ পর্যন্ত লড়ব। কিন্তু ডার্বি আমাদের ঠিক তাড়াচ্ছে না, ন্যায্য দাম দিয়েই ক্লেইম কিনে নিতে চাচ্ছে। কেবল নিজের কথা ভাবলে আমার চলবে না, বউ ছেলেমেয়ের কথাও ভাবতে হবে। ওরা যুদ্ধে যায়নি। তাই আমি টাকা নিয়ে অন্যখানে নতুন করে শুরু করারই পক্ষপাতী।'

ট্রেভারের যুক্তি মাইনারদের মধ্যে নতুন করে বিতর্কের ঝড় তুলল। নিজের কথা সবার কানে পৌঁছাতে জনসনকে চিৎকার করতে হলো।

'আমরা এখানে কেন এনেছি? পরের গোলামি না করে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই বলেই এসেছি। টাকাই যদি আমাদের মূল উদ্দেশ্য হয় তবে ডার্বির থেকে আমরা ভাল হলাম কিসে?' কথাটা সবার মনে বসার জন্যে একটু থামল প্যাট।

আগুনের খুব কাছে বসেছে স্পাইডার। একটা জুনিপারের ডাল আগুনে ছুঁড়ে দিল সে। কিছু ফুলকি উড়ে আকাশে মিলিয়ে গেল। বয়সের দিক থেকে ওকে জরায় ধরার সময় এসে গেছে। কিন্তু মনের

boighar.com

দিক থেকে ও এখনও যুবক।

হাত তুলে বুড়োকে দেখিয়ে জনসন আবার বলল, 'স্পাইডার প্রশ্ন করেছিল হঠাৎ হাজার ডলারের সোনা পেলে আমরা কি করব। না, কেউই ক্লেইম ছেড়ে চলে যাব না। ভাল বাড়ি বানাব, বাচ্চাদের জন্যে নতুন জামা-কাপড় কিনব। হয়তো,' আড়চোখে প্রীচারের দিকে তাকাল প্যাট, 'একটা স্কুল বা চার্চ তৈরি করব। সোনা আমরা তুলব বটে, কিন্তু সোনাই আমাদের সব নয়। সবাই মিলে সুন্দর একটা সুস্থ পরিবেশে বাঁচতে চাই।'

বাড, হেন্ডারসন, মরিস আর অন্যান্য মাইনাররা নীরবে প্যাটের কথা শুনছে। বুঝতে পারছে ওরা আলাপের যেদিকটা এড়িয়ে গেছে বক্তা এখন সেটার কথাই বলবে।

'এই ক্যানিয়নটাই আমাদের বাড়ি, আমাদের স্বপ্ন,' বলে চলল জনসন। এখানে আমরা সোনার খোঁজে এসেছি বটে, তবে এখানে আমাদের বাসও করতে হবে। এখানেই আমাদের ছেলেমেয়েরা বড় হবে। জানি, এটা এমন কিছু ভাল জায়গা নয়, কিন্তু স্বীকার করতেই হবে আমাদের আগে যা ছিল তারচেয়ে এটা অনেক ভাল।

'এই মাটিতেই প্রিয়জনদের আমরা কবর দিয়েছি। এটা ওদেরও স্বপ্ন ছিল। আমরা কি হাজার ডলারের বিনিময়ে ওদের এখানে অনাদরে ফেলে রেখে চলে যাব? আমাদের মর্যাদার দাম কত? এক হাজার, দুহাজার, নাকি যা পাওয়া যায় তাই?

'বাড ট্রেভারের কথা যদি ঠিক হয়, এবং এর থেকে ভাল জায়গা যদি আমরা আর কোথাও খুঁজে পাই—সেখানেও ডার্বির মত লোভী আর কারও চোখ পড়বে—তখন আমরা কি করব? আমার মতে ডার্বির মত লোকজনের বিরুদ্ধে এখনই আমাদের রুখে দাঁড়ানো উচিত।'

প্যাট স্বল্পভাষী মানুষ। ভাবাবেগে এতগুলো কথা বলার পর নিজেকে সবার মাঝখানে আবিষ্কার করে অপ্রস্তুত হলো।

এবার স্পাইডার লাফিয়ে উঠে ওর পাশে এসে দাঁড়াল।

'আমি বলব জাহান্নামে যাক ডার্বি!' ঘুরে সবার দিকে তাকাল সে। ওদের সবাই বয়সে বুড়োর চেয়ে অনেক ছোট, শক্তিও বেশি। এটা স্পাইডারের মত ওরাও জানে—তাই লজ্জা পাচ্ছে।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে বাড ট্রেভার মাঝখানে এগিয়ে এল।

'আমি সাহসী নই, কিন্তু তাই বলে কাপুরুষও নই। পিকেটের যুদ্ধ থেকে আমি পালাইনি, ডার্বির মত লোকের ভয়েও পালাব না। আমরা ঝুঁকি নিয়ে চলে বর্তমানে মোটামুটি ভালই আছি। এখন সব হারাতে চাই না।' প্রতিবেশী আর বন্ধুবান্ধবের মাথার ওপর দিয়ে দূরে পাহাড়গুলোর দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চেয়ে সে বলে চলল, 'প্যাট যা বলেছে সেটা নিয়েই ভাবছিলাম। দেড় বছর হলো আমি এখানে এসেছি, কিন্তু কার্বনকে আমি ভালবাসি। ডার্বির মনিটর জমির কতটা ক্ষতি করছে তা আমি দেখেছি। কার্বন ক্যানিয়নকে ওই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে আমি পারব না।

'তাই আমি ডার্বির প্রস্তাবের বিপক্ষে রায় দিচ্ছি। প্যাট ঠিকই বলেছে, জমি বেচে দিলে সোনার চেয়েও দামী জিনিস আমরা হারাব। ক্যানিয়ন রক্ষা করার জন্যে আমাদের চেষ্টা করা উচিত।'

'লাথি মারো ওর টাকায়, ডার্বির টাকা আমি চাই না,' চেঁচিয়ে উঠল মরিস।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সবথেকে কম বয়সী মাইনার ডোনাল্ড। বয়সে ওয়ানিতার চেয়ে বেশি বড় হবে না ও। উত্তেজিত চোখে সবার দিকে একবার চেয়ে সে বলল, 'আমি কক্ষনো আমার ক্লেইম ছাড়ব না! নিজস্ব বলতে আমার কেবল এটাই আছে। এখান থেকে কেউ আমাকে তাড়াতে পারবে না!'

'জাহান্নামে যাক ডার্বি!' সমস্বরে সবাই বলে উঠল।

'হ্যাঁ···আমার একটা রাইফেল আছে! আসুক ওরা···আমরা কুকুর-গুলোকে স্যাকরেমেন্টো পাঠিয়ে দেব!'

boighar.com

উল্লসিত হয়ে উত্তেজিত লোকজন আগুন ঘিরে নাচতে শুরু করল। কেবল একজন কাঠের গুঁড়ির ওপরই বসে রইল। একেএকে সবাইকে লক্ষ করছে প্রীচার। মাইনাররা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে—নেচে মনের ভয় কাটাবার চেষ্টা করছে ওরা।

কিন্তু স্ট্রেঞ্জার জানে, কেবল উৎসাহ দিয়ে স্টকবার্ন আর তার ডেপুটিদের ওরা ঠেকাতে পারবে না। বেদনায় ভরে উঠল প্রীচারের চোখ। এই সরল লোকগুলো বুঝতে পারছে না কী ভয়ানক বিপদে ওরা জড়িয়ে পড়ছে।

নাচে উন্মত্ত মাইনাররা কেউ খেয়াল করল না কখন আগুনের পাশ থেকে দূরে সরে গেল প্রীচার। কোন বিশেষ গন্তব্য ওর নেই। চাঁদের আলোয় পথ চলতে অসুবিধে হচ্ছে না। মাথার উপরে একটা প্যাঁচা উড়ছে। শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে ওটা তীক্ষ্ণ চোখে নিচের দিকে চেয়ে আছে। একটা শিয়ালের গোলগোল দুটো চোখ ঝোপের আড়াল থেকে স্থির দৃষ্টিতে লম্বা লোকটার গতিবিধি লক্ষ করছে।

শিয়ালটা ভেবেছিল ঝোপের আড়ালে ওকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ আবিষ্কার করল লম্বা লোকটা সরাসরি ওরই চোখের দিকে চেয়ে আছে। ভীষণভাবে আঁতকে উঠে চোখের পলকে ঝোপের ভিতর দিয়ে জঙ্গলের আরও গভীরে ছুটে পালাল।

একটা পাইন-কোন্ পাথরের সাথে ঘষা খেলো। শব্দটা খুব হালকা হলেও প্রীচারের কানে ধরা পড়ল। ঢালের মাথায় পাইন গাছে ঘেরা একটা ছোট ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছেচে ও। ঘুরে দেখল একজন ওকে অনুসরণ করছে।

পিছন থেকে চাঁদের আলোয় একটা মেয়েলি আকৃতি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। মেয়েটা মাথার ওপর উঁচু করে চুল বেঁধেছে। ওকে চিনতে পেরে অবাক হলো প্রীচার।

ওর থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে থেমে দাঁড়াল মেয়েটা। সবথেকে উঁচু

বইঘর.কম

পাইন গাছটার গোড়ার দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

'আমার কুকুরটাকে ওইখানে কবর দিয়েছি,' অস্ফুট স্বরে জানাল নিতা।

'তাহলে তো এটা এখন পবিত্র-ভূমি,' সরল একটা হাসি দিল প্রীচার। 'তাই না?'

একটু ইতস্তত করল ওয়ানিতা। লোকটা ঠাট্টা করছে না বুঝে আরও কাছে এসে সে বলল, 'কবর দিয়ে ওর জন্যে আমি প্রার্থনা করেছিলাম। ও খুব ভাল ছিল, কখনও কাউকে বিরক্ত করেনি।' চাঁদের আলোয় মেয়েটার ভেজা চোখ চকচক করছে। 'বাইবেলে বলে জন্তুরা স্বর্গে যায় না। জীবজন্তু না থাকলে স্বর্গে থাকতে আমার ভাল লাগবে না।'

'বাইবেলের কথা অনেক রকম ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। আমার বিশ্বাস কুকুরটা ভাল হলে ওখানে একদিন তুমি ওর দেখা পাবে। কি হয়েছিল ওর?'

'ডার্বির লোকজন ওকে মেরেছে। মারার কোন কারণ ছিল না—ছোট্ট একটা বাচ্চা কুকুর ওদের কি ক্ষতি করতে পারত? বিকৃত একটা আনন্দ পাওয়ার জন্যেই ওরা পাপিকে মেরেছে। ওরা কেন এমন করল, প্রীচার?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দূরের টিলাটার দিকে তাকাল স্ট্রেঞ্জার। 'কিছু মানুষ ভুলে যায় তারা এই পৃথিবীরই মানুষ। ভাবে, উপরের একটা স্তরে বাস করছে ওরা। ভুল যখন ভাঙে তখন টের পায় অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওটা কবেকার ঘটনা?'

'গত রেইডে। ওই দিনই পাপিকে কবর দিতে এসে আমি একটা মির‍্যাক্‌লের জন্যে প্রার্থনা করেছিলাম।'

প্রীচারের দৃষ্টি নিতার ওপর ফিরে এল। 'হয়তো যা চেয়েছিলে তা তুমি একদিন পাবে। মির‍্যাক্‌ল্ চোখের সামনে দেখেও অনেকে চিনতে পারে না। সারাজীবন খুঁজেও তারা মির‍্যাক্‌ল্ দেখতে পায় না। তাই

boighar.com

বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে দৈবের ওপর ভরসা করে বসে না থেকে, নিজের যা ক্ষমতা আছে সেটা সম্বল করেই জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়া ভাল।'

'আমি যেদিন প্রার্থনা করেছিলাম সেদিনই তুমি ক্যানিয়নে এসেছ।'

প্রীচারের হাসিটা বিশদ হলো। ওয়ানিতা বুঝতে পারছে লজ্জায় ওর মুখ আরক্ত হয়ে উঠছে। লম্বা লোকটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে কথাটা সে বলেই ফেলল।

'আরও একটা কথা আছে।'

'কি, নিতা?'

'আমার মনে হয় তোমাকে আমি ভালবাসি।'

কথাটা শুনে প্রীচার একটুও অবাক হলো না। 'এতে দোষের কিছু নেই। এই পৃথিবীতে যদি আরও ভালবাসা থাকত তবে মানুষের জীবন অনেক সুন্দর হতে পারত। অনেকেই কথাটা বুঝতে চায় না।'

'ভালবাসা যদি দোষের কিছু না হয়, তাহলে মিলনেও নিশ্চয় দোষ নেই?'

ওই প্রশ্নে থমকে, জবাবটা সাবধানে মনে-মনে গুছিয়ে নিল প্রীচার।

'আমার মনে হয় ভালবাসাটাই আগে ভাল করে আয়ত্ত হওয়ার পর দ্বিতীয়টার কথা ভাবা উচিত। অনেকেই কথাটা বোঝে না, তাই যখন দেখে সবকিছু মনের মত করে এগোচ্ছে না তখন ভীষণ আঘাত পায়। আপাত দৃষ্টিতে যত সহজ মনে হয়, ব্যাপারটা আসলে তত সহজ নয়।'

'তাহলে আমি কিছুদিন প্রথমটা প্র্যাকটিস করলে, তুমি দ্বিতীয়টা আমাকে শেখাবে?'

'বেশির ভাগ মানুষই ওটার জন্যে বিয়ে পর্যন্ত অপেক্ষা করে।'

'কিন্তু আমার বয়স সতেরো। আমার মা ষোলো বছর বয়সেই বিয়ে করেছিল।'

বইঘর.কম

লম্বা করে একটা শ্বাস নিয়ে গাছের দিকে তাকাল সে। 'সামনের মাসে আমি এখানে থাকব না।'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল নিতার মুখ। 'কেন?'

যতটা সম্ভব নরম করে কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করল প্রীচার। 'আমার যেতেই হবে, নিতা। এটাই পৃথিবীর নিয়ম।'

এক পা পিছিয়ে গেল মেয়েটা। অবিশ্বাসে মাথা এপাশ-ওপাশ নাড়ছে। চোখ দুটো পানিতে ভরে উপচে গাল বেয়ে গড়িয়ে নামল।

'তুমি যেয়ো না। আমি—আমি তোমাকে হারাতে চাই না!'

'আমিও যেতে চাই না। কিন্তু তবু যেতে হবে। এটাই নিয়ম। তোমাকে বুঝতে হবে মানুষ যা চায়, আর মানুষকে জীবনে যা করতে হয়—দুটো পুরোপুরি ভিন্ন জিনিস। এটা মানুষের পরিণত হয়ে গড়ে ওঠার একটা অঙ্গ।'

ফুঁপিয়ে উঠে মেয়েটা ওকে শক্ত করে দুহাতে জড়িয়ে ধরল।

'তোমাকে যেতে দেব না!'

চোখ নামিয়ে নিতার দিকে তাকিয়ে হাসল প্রীচার। 'এমন করলে তুমি কোনদিন পরীক্ষায় পাস করবে না।'

'কিসের পরীক্ষা?'

'তোমাকে বলিনি?' মাথা নাড়ল নিতা। কথা বলার সময়ে কোমল ভাবে মেয়েটাকে ধরে থাকল স্ট্রেঞ্জার। 'যদি কাউকে সত্যি ভালবাস, তবে তাকে মুক্ত করে দাও। তোমার কাছে আবার ফিরে এলে ও তোমার। যদি না ফেরে তবে সে কোনদিনই তোমার ছিল না। ভালবাসা যাচাই করার অনেক উপায় আছে, তবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ভালবাসা যাচাই করার এটাই সবথেকে ভাল উপায়।' নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু পিছনে সরে দাঁড়াল প্রীচার।

'তোমার বয়স যত বাড়াবে তুমি টের পাবে অনেক ভালবাসার ধনকেই তোমার মুক্তি দিতে হচ্ছে। ছাড়তে মন চাইবে না, কারণ

boighar.com

হারাতে ব্যথা লাগে। কিন্তু সত্যিকার ভালবাসার এটাই চূড়ান্ত পরীক্ষা। কাজটা সহজ নয়, কিন্তু জরুরী। তাই এটা তোমাকে শিখতে হবে।'

'কিন্তু আমি তোমাকে যেতে দিতে চাই না! আমি চাই তুমি চিরদিন আমার সাথে থাকো।'

'বিশ্বাস করো, নিতা, আমি বুঝি। কিন্তু এ হবার নয়। আমরা যত একান্তভাবেই চাই না কেন, সবকিছু আমরা ধরে রাখতে পারব না। এখন ব্যথা লাগবে বটে, কিন্তু আমি জানি একদিন সব সয়ে যাবে। তখন এসব আর বড় বলে মনে হবে না।

'আমার কাছে তুমি ভালবাসা শিখতে চেয়েছিলে—জীবনে আরও অনেক শিক্ষার মত এখন যা শেখালাম সেটা তোমার ভাল লাগবে না। কিন্তু এটাই বাস্তব।' হেসে মেয়েটার পিছনে গাছগুলোর দিকে তাকাল প্রীচার।

'আমি তোমার মা হলে কোথায় আছ ভেবে এতক্ষণে চিন্তায় পড়ে যেতাম।'

নিচু হয়ে নিতার কপালে সস্নেহে একটা চুমো খেলো লম্বা লোকটা। কিন্তু ওয়ানিতা অন্য উদ্দেশ্যে ওকে অনুসরণ করে এখানে এসেছিল। আরও কিছু চেয়েছিল। ভীষণ রাগ হচ্ছে ওর—কিন্তু কার ওপর বা কেন রাগ হচ্ছে তা বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ ঘুরে ছুটে পালাল নিতা।

# আট

পুব আকাশে এখনও সূর্য ওঠেনি। ঘোড়ার পিঠে প্রীচার কোবল্ট ক্যানিয়নে পৌঁছল। বিকট শব্দ তুলে কাজ করে চলেছে মনিটর। পানির প্রচণ্ড তোড়ে পুরো ক্যানিয়নটাই প্রায় ন্যাড়া হয়ে গেছে। কোম্পানি পরিচালিত বড় ধরনের মাইনিঙের বিরোধী সে নয়, কিন্তু মনিটরের ব্যবহার সত্যিই অমার্জনীয় অপরাধ

চোখ তুলে ছোট টিলাটার ওপর একজন অশ্বারোহীকে দেখতে পেল টিম। লোকটাকে চিনতে পেরে নিজের অজান্তেই ওর হাত পিস্তলের দিকে নামল। বাঁটের কাছে ছড়ানো আঙুলগুলো শূন্যে ঝুলছে। কিন্তু একটু পরেই বুঝল প্রীচার কোন বদ মতলব নিয়ে আসেনি।

মনিটরের গর্জন ছাপিয়ে মেসেজটা শোনাবার জন্যে স্ট্রেঞ্জারকে চিৎকার করতে হলো।

'তোমার বাবাকে বোলো ওরা জমি বিক্রি করবে না!'

মেসেজটা ছোট হলেও গুরুত্বপূর্ণ। রোষের চোখে তাকিয়ে রইল টিম। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল আরোহী। মাটিতে থুতু ফেলে চিৎকার করল ডার্বি।

'ম্যাগিল!'

দুপুরের স্তব্ধ বাতাস কাঁপিয়ে লম্বা একটা হুইসেল দিয়ে লেহুড ছেড়ে রওনা হয়ে গেল ট্রেন। চিঠি আর পার্সেলের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে

নিজের কামরায় ঢুকল স্টেশনমাস্টার। ওগুলো বাছাই করে বিলির ব্যবস্থা করতে হবে।

ডার্বির ফোরম্যানকে অফিসে ঢুকতে দেখে খুশি হয়ে উঠল স্টেশনমাস্টার। তার কাজ কিছুটা বেঁচে গেল। বেশিরভাগ চিঠিপত্রই ওদের।

'গুড ডে, ম্যাগিল। ডাক নিতে এসেছ?'

'ওসব রাখো—তুমি আগে বসের এই টেলিগ্রামটা পাঠাও।'

ভাঁজ করা কাগজটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে ওটা খুলে মেসেজটা পড়ে পকেটে রাখল সে। 'চিঠিপত্রগুলো আগে—'

ঝুঁকে স্টেশনমাস্টারের মুখের কাছে মুখ এনে ধমকে উঠল ম্যাগিল।

'বস্ বলেছে, এক্ষুণি!'

হাতের কাজ সরিয়ে টেলিগ্রাফের টরেটক্কা নিয়ে বসল স্টেশনমাস্টার।

দূরে, ইউবা সিটির টেলিগ্রাফ যন্ত্রটা সচল হয়ে উঠল। ওখানকার বুড়ো অপারেটর খাতা-পেনসিল নিয়ে বসল। এত বছর টেলিগ্রাফারের কাজ করার পর লোকটার কাছে এখন 'ডিট্ ডা' সঙ্কেতগুলো সামনা-সামনি কথা শোনার মতই পরিষ্কার।

মেসেজটা শেষ হওয়ার পর নতুন একটা কাগজে গোটাগোটা অক্ষরে সবটা লিখে নিয়ে তাড়াতাড়ি দরজার দিকে পা বাড়াল সে। রাস্তায় নেমে প্রায় ছুটতে-ছুটতে ইউ এস মার্শালের অফিস দালানটার সামনে এসে দাঁড়াল।

হিচিঙ রেইলে সাতটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। প্রত্যেকটা ঘোড়ার পিঠেই কালো স্যাডল। ডান দিকে, একটু কাত করে ঝোলানো কালো খাপে শোভা পাচ্ছে সাতটা উইনচেস্টার রাইফেল। দামী অস্ত্রগুলোর তেলমাখা সুদৃশ্য বাঁট রোদে চকচক করছে। কোন পাহারা না থাকলেও ওগুলো ছোঁয়ার সাহস কারও নেই।

বইঘর.কম

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল টেলিগ্রাফার। তারপর সাহস সঞ্চয় করে দরজায় টোকা দিল। মার্শালের অফিসে আসাটা সে মোটেও পছন্দ করে না। কিন্তু মেসেজ বিলি করাটা তার কাজেরই একটা অংশ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার নক করল।

এবার দরজা খুলল।

দ্বিতীয়বার দরজায় নক করল প্যাট।

'প্রীচার? তুমি উঠেছ?' কোন জবাব নেই। দরজা ঠেলে ভিতরে উঁকি দিল সে। এটা ঠিক যে অতিথির সাথে তার মাত্র কয়েকদিনের পরিচয়—কিন্তু এরই মধ্যে ও বুঝে নিয়েছে স্ট্রেঞ্জার বেশি ঘুমানোর পাত্র নয়।

ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল প্যাট। পরিচ্ছন্ন—এবং খালি।

বিভ্রান্ত আর উদ্বিগ্ন হয়ে তাড়াতাড়ি কেবিনটাকে ঘুরে পিছনে চলে এল ও। পাহাড়ের গায়ে গর্ত করে তৈরি আস্তাবলে অতিথির ঘোড়াটা নেই। বোকার মত কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মারিয়ার কেবিনের দিকে এগোল প্যাট।

মারিয়ার বসার ঘরে ঢুকে অতিথিকে খুঁজল মাইনার।

'হ্যালো, প্যাট। তোমার আবার কি হলো?' প্রশ্ন করল মারিয়া।

'ও চলে গেছে।'

'কি? কে চলে গেছে?' প্রশ্ন করল নিতা। চারজনের জন্যে টেবিল পেতে নিজের চেয়ারটা দখল করে বসে আর সবার জন্যে অপেক্ষা করছিল মেয়েটা।

'প্রীচার। পুরো ক্যাম্প খুঁজে দেখেছি—কোথাও নেই। গতরাতের পর থেকে কেউই ওকে দেখেনি। ঘরে ওর কোন জিনিসপত্র নেই—আস্তাবলে ঘোড়াটাও নেই।' প্যাটের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে


boighar.com

নিজের কথাগুলোই ওর কাছে বিশ্বাস হচ্ছে না। 'সব গুছিয়ে নিয়ে ও চলে গেছে।'

মারিয়ার চোখে অবিশ্বাস ফুটে উঠল। 'কিন্তু কেন? কাউকে কিছু না বলে লোকটা কোথায় গেল?'

দরজাটা বন্ধ করল জনসন। 'জানি না,' হতাশ সুরে বলল ও। 'আমাকে কিছুই বলেনি—একটা কথাও না। কেউ ওকে যেতেও দেখেনি। নিশ্চয় সূর্য ওঠার আগেই চলে গেছে।'

নিতা একটা কথাও বলল না। চুপ করে শূন্য প্লেটটার দিকে চেয়ে বসে আছে। কিছুই ওর ভাল লাগছে না। বুকের ভিতরটা কেমন যেন মোচড়াচ্ছে।

'হয়তো—হয়তো সে ডার্বিকে গতরাতের সিদ্ধান্তের কথা জানাতে গেছে,' নিজের মনকে বুঝ দিতে চাইল মারিয়া।

'কোট আর বেডরোল নিয়ে?'

সঙ্গেসঙ্গে এর কোন জবাব দিতে পারল না মারিয়া। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিড়বিড় করে বলল, 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না ও এমন হঠাৎ করে চলে যেতে পারে। লোকটা আমাদের বন্ধু ছিল, কাউকে কিছু না বলে—'

বাইরে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কেবিনের দরজা-জানালা কেঁপে উঠল। ক্যানিয়নের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলতে তুলতে আওয়াজটা দূরে মিলিয়ে গেল।

দরজা খুলে চট করে বারান্দায় বেরিয়ে এল মাইনার। ওর পিছন পিছন মারিয়া আর ওয়ানিতাও বেরোল। শব্দটা ক্যানিয়নের উপরের দিক থেকে এসেছে। সবার চোখ ওই দিকে। ওরা একা নয়, কার্বন ক্যানিয়নের সবাই শঙ্কিত চোখে একই দিকে চেয়ে আছে।

বিরাট একটা ধুলোর মেঘ উঁচুতে উঠছে। ভয়ে ছেলেমেয়েরা খেলা ছেড়ে ছুটে যার-যার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে।

বইঘর.কম

বিস্ফোরণটা কিসের পূর্বলক্ষণ তা সম্ভবত স্পাইডারের চেয়ে ভাল করে ক্যানিয়নের আর কেউ বোঝেনি। ধোঁয়ার মত ধুলোর ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে ক্রীকের পানির দিকে তাকাল সে। পানির তোড় এরই মধ্যে কমতে শুরু করেছে। ওর চোখের সামনে ক্রীকের গভীরতা ধীরে কমে যাচ্ছে।

ক্রীকে পানি না থাকার মানেই হচ্ছে প্যানিঙ, স্লুইসিঙ বা পাথর ধোয়া, কিছুই করা যাবে না। পানি ছাড়া বালু, কাঁকর আর নুড়ির ভিতর থেকে খুঁটেখুঁটে সোনা বের করা একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

মুখ থেকে পিচকারির মত তামাকের পিক ফেলল স্মিথ। 'ড্যাম! এটাই বাকি ছিল!' আপন মনে বিড়বিড় করে বলল সে।

প্যাট্রিক জনসনও অল্পক্ষণ পরে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছল। 'শেষ হয়ে গেল—সব শেষ।' ক্লান্ত শোনাল ওর স্বর। 'ক্রীকের উপর দিকে পাথর ধসিয়ে বাঁধ দিয়েছে ডার্বি। হয়তো পানির ধারা এখন অন্য একটা ক্যানিয়ন দিয়ে বইছে। আমাদের কিছুই করার নেই, কারণ বাড ট্রেভারের ক্লেইম ছাড়িয়ে ওপাশের জমির ওপর আমাদের কোন অধিকার নেই।'

'তুমি, বাড আর অন্যান্য সবাই মিলে বাঁধটা সরিয়ে ফেললে হয় না?' প্রশ্ন করল ওয়ানিতা।

হাসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো প্যাট। 'সেটা সম্ভব হত, যদি ডার্বির লোকজন বন্দুক হাতে ওটা পাহারা না দিত। আমাদের মত ওদেরও ওখানে যাবার সমান অধিকার আছে। ওখানে লড়াই বাধলে আইনের আড়াল আমরা পাব না। বাঁধ ভাঙতে গেলে ডার্বির লোকজন বাধা দেবেই।

'স্যাকরেমেন্টোর মাইনিঙ কমিশন হয়তো আমাদের পক্ষেই রায় দেবে, কিন্তু তাতে কয়েক মাস সময় লেগে যাবে। শয়তান ডার্বি এবার আটঘাট বেঁধেই আমাদের পিছনে লেগেছে।'


boighar.com

মারিয়ার চোখ ছলছল করে উঠল। অভিযোগ নিয়ে প্যাটের দিকে তাকাল মেয়েটা। 'তোমারই তো দোষ! তুমি ডার্বির প্রস্তাবটা মেনে নিলে কারও এত দুর্ভোগ পোহাতে হত না। এসব ক্লেইমের জন্যে জিম এখন তোমাদের কোন টাকা সাধবে মনে করেছ?' ফুঁপিয়ে উঠে কেবিনের ভিতরে চলে গেল মারিয়া। প্যাটের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না নিতা। ভাবশূন্য চেহারা নিয়ে সেও মায়ের পিছু নিল।

কিছুক্ষণ একা দাঁড়িয়ে থেকে ক্রীকের দিকে রওনা হলো মাইনার। পানির ধারা এখন এত সরু হয়েছে যে পানিতে নিজের চেহারাও পুরো দেখতে পাবে না প্যাট।

অভিজাত ব্যাঙ্ক। তেল-পালিশ করা কাঠের প্যানেলিঙ দেখেই তা বোঝা যায়। কাস্টমারদের ক্লান্ত পা আরাম করে রাখার জন্যে রয়েছে ব্রাসের রেইল। লোকজনের মনোরঞ্জনের জন্যে অনেকগুলো গোলাকার স্বচ্ছ কাচের থালার ওপর ঘুরেঘুরে প্রদর্শিত হচ্ছে বিভিন্ন রুচিশীল দামী শিল্পকর্ম। এই ব্যাঙ্ক সবার জন্য নয়।

ব্যাঙ্ক টেলারের পরনে সদ্য লন্ড্রি করা থ্রী পীস স্যুট। ধবধবে সাদা শার্টের কলারে নিখুঁতভাবে বাঁধা বো টাই। বর্তমানে সে সম্ভ্রান্ত পোশাক পরা এক মহিলা কাস্টমারকে নিয়ে ব্যস্ত। এই ব্যাঙ্কে সোনার মুদ্রা আর কাগজের টাকায় কোন পার্থক্য নেই।

'তেইশ, চব্বিশ, পঁচিশ। ধন্যবাদ, মিসেস গ্রীন। আশা করি তোমার মা এখন সুস্থ বোধ করছে। তাকে আমার শুভেচ্ছা দিয়ো।'

'নিশ্চয়, মিস্টার র‍্যাদার।'

নিজের ড্রয়ারটা চেক করে যন্ত্রচালিতের মত সে বলল, 'নেক্সট, প্লীজ।' চোখ তুলে তাকিয়ে সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখে নিজের বিস্মিত ভাবটা ঢাকার চেষ্টা করল।

'গুড আফটারনুন, রেভারেন্ড। তোমার জন্যে আমি কি করতে

বইঘর.কম

পারি?'

বিনা বাক্যব্যয়ে লম্বা লোকটা গ্রিলের তলা দিয়ে একটা চাবি ঠেলে দিল। যুবক টেলার ত্রস্তে মাথা ঝাঁকাল।

'আমাকে অনুসরণ করো, রেভারেন্ড। ওটা—'

'পথটা আমি চিনি,' শান্ত স্বরে জানাল কাস্টমার।

হাসল ক্লার্ক। 'হ্যাঁ, নিশ্চয়।' অন্যান্য টেলারদের পিছন দিয়ে এগিয়ে ভাইস্ প্রেসিডেন্টের ডেস্ক ছাড়িয়ে দরজার সামনে কাস্টমারকে অভ্যর্থনা জানাল সে। দুজনে লম্বা একটা করিডর দিয়ে গার্ডকে পাশ কাটিয়ে ভল্টে ঢুকল।

নির্দিষ্ট সেফটি ডিপজিট বক্সের সামনে থেমে হাতের চাবিটা গর্তে ঢুকাল টেলার। তারপর নিজের পকেট থেকে আরেকটা চাবি বের করে পাশের গর্তে ঢুকিয়ে দুটোই একসাথে ঘোরাল। ক্লিক শব্দে দরজাটা খুলে গেল। নিজের চাবিটা পকেটে ভরে অন্যটা মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিল। তারপর ভিতর থেকে স্টীলের কালো বাক্সটা টেনে বের করে বাড়িয়ে ধরল। 'এই নাও, রেভারেন্ড।'

বাক্স নিয়ে লম্বা লোকটা পর্দা টানা ছোট কামরায় ঢুকল। বাক্স খুলে টুলের ওপর রেখে, ভিতর থেকে নরম চামড়ার মোড়ক খুলে .৪৪ পিস্তল বের করল। বহুল ব্যবহৃত পিস্তলের বাঁট হরিণের শিঙের তৈরি। হাতলটা ওর হাতে ঠাণ্ডা অনুভূতি জাগাল।

চামড়ার মোড়কটা বাক্সের মধ্যেই রইল। কিন্তু মোড়াবার কিছু থাকল না। সাদা কলারটা খুলে বাক্সে রেখে তালা বন্ধ করল প্রীচার।

ক্রীকের ধারে এসে স্পাইডারের দেখা পেল প্যাট। কিছুক্ষণ আগেও যেটা প্রবল স্রোতস্বিনী কার্বন ক্রীক ছিল, তা এখন সামান্য একটা ক্ষীণ ধারায় পরিণত হয়েছে। আরও দুজন পুরোনো মাইনার, রসি আর বেক ওদের সাথে এসে যোগ দিল। একটু পরে বাড আর হেন্ডারসনও এল।

boighar.com

ডার্বির বিরুদ্ধে লড়বে বলে সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু চতুর জিম এমন একটা চাল চেলেছে যে ওরা এখন অসহায় বোধ করছে।

'শিট্!' পানি সরে জেগে ওঠা মাটির দিকে চেয়ে গালি দিল রসি। ছয় বছর আগে অনেক আশা নিয়ে কার্বন ক্যানিয়নে এসেছিল ও। কিন্তু এত বছর পর এখন সে কোনমতে থাকা খাওয়ার জোগাড় করতে পারলেই খুশি। জীবনে অনেক ধাক্কা খেয়েছে রসি, আশা আর মাইনিঙ করার উৎসাহ হারায়নি। এই শেষ ধাক্কাটা ওর মন একেবারে ভেঙে দিয়েছে।

হেন্ডারসনও নিরাশ। 'এখন আর কি? পাত্তাড়ি গুটিয়ে বৌকে নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

সঙ্গেসঙ্গে ওর কথায় সায় দিল বাড। 'হ্যাঁ, আর কোন উপায় তো আমি দেখছি না। তুমি কি বলো, প্যাট? আর কোন পথ আছে?'

থাকার স্বপক্ষে বলার মত কিছু খুঁজে না পেয়ে হতাশ চেহারায় ক্রীকের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল প্যাট।

স্পাইডার স্মিথ প্যাটের কেবিনের দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'প্রীচার কোথায়? ও জানবে আমাদের কি করা উচিত। বাইবেল ছাড়াও লোকটা অনেক কিছু জানে। চলো, দেখি ও কি বলে।' রওনা হলো স্পাইডার।

'প্রীচার কেবিনে নেই,' বলল প্যাট।

'কোথায় গেছে? শহরে?' জানতে চাইল স্পাইডার।

'জানি না। কিন্তু যাওয়ার আগে বলে গেছে ও না ফেরা পর্যন্ত আমরা যেন সে আমাদের মাঝেই আছে মনে করে একত্রে কাজ করে যাই,' মিথ্যা বলল প্যাট। সবার মনোবল ধরে রাখার আর কোন উপায় ওর মাথায় খেলছে না।

'শিট্।' রসির শব্দের ভাণ্ডার খুব সীমিত। তাই অসন্তোষ প্রকাশ করার জন্যে ওই একটা শব্দই সে বারবার ব্যবহার করে।

বইঘর.কম

প্রীচার ফিরে আসবে শুনে উৎসাহিত হয়ে বাড প্রস্তাব দিল, 'আমরা কয়েকদিন ড্রাই প্যানিঙ করে কাটালেই তো পারি?'

'নিশ্চয়,' সমর্থন জানাল হেন্ডারসন। 'কোমর পানিতে প্যানিঙ করা যায় না। এই সুযোগে আমরা গভীর পানিতে কি জমা পড়েছে তা দেখার সুযোগ পাব। বলা যায় না, এতে কারও হয়তো কপাল খুলে যেতে পারে।'

'ঠিক বলেছ!' কপট উৎসাহ দেখিয়ে বলল প্যাট। 'আমি জানি প্রীচার এখানে থাকলে বলত সব রকম চেষ্টা করার আগে হাল ছাড়া উচিত হবে না।'

'হয়তো,' বলল বেক। লোকটা স্পাইডার ছাড়া আর সবার চেয়ে বয়সে বড়। অনেক পোড় খেয়ে ওর উদ্যম ঝিমিয়ে পড়েছে। 'কিন্তু ড্রাই প্যানিঙ খুব শক্ত কাজ। আমি বহু লোককে জানি যারা ওই কাজ করেছে—কেউই সুবিধা করতে পারেনি।'

'নিরাশ হয়ো না, বেক,' বলল হেন্ডারসন। 'দুদিন এটা চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? প্রীচার এলে সে একটা উপায় বের করবেই। তাই না, প্যাট?'

'নিশ্চয়,' বলে ওদের মনোবল যোগাল জনসন।

স্পাইডার আর প্যাট ছাড়া বাকি সবাই সিদ্ধান্তটা স্ত্রীকে জানাতে নিজেদের কেবিনে ফিরে গেল।

স্পাইডার স্মিথ কিন্তু প্যাটের মিথ্যা আশ্বাসে ধোঁকা খায়নি। বাড আর হেন্ডারসনের মত সহজে কিছু বিশ্বাস করে না, কিংবা রসি আর বেকের মত হুজুগেও সে চলে না। সবাই চলে যাওয়ার পর প্যাটের দিকে ফিরল স্মিথ।

'তোমার সাহস আছে বলতে হবে। মিথ্যা কিভাবে বলতে হয় তা তুমি রপ্ত করতে পারোনি। কপাল ভাল মেয়র পদের জন্যে তুমি দাঁড়াচ্ছ না।'

boighar.com

অপ্রস্তুত ভাবে একটু হাসল প্যাট। 'তুমি কি বলছ ঠিক বুঝতে পারলাম না।' একটা পাথর তুলে নিয়ে ওটা পরীক্ষা করে দেখার ভান করল সে।

'তাই নাকি? শোনো, প্যাট, তুমি ভালমানুষ। এসব লোকজনের জন্যে নিজের জীবনটাকে তুমি নষ্ট কোরো না। আমার মত বুড়ো হাবড়ার কথা আলাদা।

'প্রীচার চলে গেছে, ওদিকে ডার্বি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আগামীতে কি ঘটতে যাচ্ছে সেটা আমিও বুঝছি, তুমিও বোঝো। ওদের কাছে তোমার কোন দেনা নেই। তাই আমার মতে মেয়ে দুজনকে নিয়ে এখান থেকে তোমার সরে যাওয়াই ভাল।'

'আমি প্রাণ নিয়ে পালাবার লোক নই।'

'বুঝছ না কেন? এটা ঠিক পালানো হচ্ছে না—গ্রান্টও লোকজন নিয়ে যুদ্ধ ছেড়ে পিছিয়ে গেছিল পশ্চিমে গিয়ে গুছিয়ে নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। এটা কমন সেন্স। তোমার জায়গায় থাকলে আমি তাই করতাম।'

প্যাট ইতস্তত করছে। 'যদি···যদি ও ফিরে না আসে, তুমি কি করবে?'

বালুর ওপর থুতু ফেলল মাইনার। 'আমার হাত-পায়ের চেয়ে মুখ বেশি চলে। যা-ই ঘটুক আমি নড়ছি না। কিন্তু একটা মাথা মোটা হ্যাঁকড়া বুড়ো যা করবে তোমাকেও তাই করতে হবে, এর কোন মানে নেই।'

কথা শেষ করে গটমট করে হেঁটে নিজের কেবিনের দিকে চলে গেল স্পাইডার। ওদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঢাল বেয়ে মারিয়ার কেবিনের দিকে এগোল প্যাট।

একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে প্যাটকে ঢাল বেয়ে উঠতে দেখল নিতা। কিন্তু আগের মত ছুটে এগিয়ে গেল না। জনসন লোকটা ভাল,

বইঘর.কম

তবে ওর সঙ্গ এখন আর তাকে সান্ত্বনা জোগাতে পারবে না। ওর মনটা বড্ড ভারি হয়ে আছে।

মায়ের কাছে গিয়েও লাভ নেই। এমন একটা সময় ছিল, যখন মায়ের আদর-মাখা কথা তাকে সব দুঃখ-দুর্দশা ভুলিয়ে দিত। কিন্তু এখন সে বড় হচ্ছে, তাই হয়তো আগের মত সেই আদর আর তাকে ভোলাতে পারে না। বড় হওয়ার এই দিকটা তার ঠিক ভাল লাগে না।

পায়ের কাছে একটা ড্যান্ডিলায়ন ফুল দেখতে পেয়ে ওটা ছিঁড়ে নিয়ে মুখের খুব কাছে ধরল নিতা। অন্য সময় হলে ওই ফুলের কোমল সৌন্দর্য ওকে মুগ্ধ করত। কিন্তু এখন ওর মনটা ভাল নয়, আজ কোন কিছুই ওকে আনন্দ দিতে পারছে না। জোরে ফুঁ দিয়ে সুন্দর হালকা পাপড়িগুলোকে বাতাসে উড়িয়ে দিল ওয়ানিতা।

## নয়

পরদিন সকালে ক্রীকের ধারে মাইনাররা সবাই কঠিন পরিশ্রম করছে। বেক ভুল বলেনি, ড্রাই মাইনিঙ সত্যিই শক্ত কাজ।

বাড ট্রেভার বেলচা দিয়ে পাথর লঙ টমের ওপর ফেলছে—ওর স্ত্রী ক্রীক থেকে বালতি ভরে পানি তুলে নিয়ে ঢালছে। বাড জানে এই ভারি কাজ তার বউ দু'এক ঘণ্টার বেশি চালিয়ে যেতে পারবে না। তবু ওদের চেষ্টার ত্রুটি নেই।

রসি আর বেক ক্রীকের মাঝখানে কাজ করছে। একজন কাদা-মাটি সরাচ্ছে, আর অন্যজন নুড়ির ভিতর সোনা খুঁজছে।

boighar.com

জেক হেন্ডারসন অনেকক্ষণ একটানা পরিশ্রম করে এখন একটা বড় পাথরের ওপর বসে কিছুটা জিরিয়ে নিচ্ছে।

প্যাটের বউ নেই যে ওকে সাহায্য করবে। একাই একমনে কাজ করে চলেছে ও। বেলচা দিয়ে পাথর তুলছে, আবার বেলচা রেখে বালতি দিয়ে পানি আনছে। পানি তোলার অভ্যাস নেই বলে হাতের পেশী আর কোমর ধরে গেছে। অবসর নেয়ার উপায় প্যাটের নেই। প্রীচারের অবর্তমানে নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে মাইনাররা ওরই মুখ চেয়ে আছে। সে-ই যদি হাল ছেড়ে দেয় তবে রাত নামার আগেই কার্বন ক্যানিয়ন খালি হয়ে যাবে।

কাজের একাগ্রতায় কখন যে নিতা ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়ালই করেনি মাইনার।

www.boighar.com

'প্যাট?'

আড়চোখে মেয়েটাকে একবার দেখে নড করল জনসন। কিন্তু কাজ থামাল না।

'তুমি আমার ওপর রাগ করেছ, প্যাট?'

'নাহ্,' অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল সে। 'তোমার এমন মনে হলো কেন?'

কাঁধ উঁচাল মেয়েটা। 'জানি না। তাহলে কি মামির ওপর রাগ?'

মুখ কুঁচকে সোজা হয়ে বেলচায় ভর দিয়ে দাঁড়াল প্যাট্রিক। ও ভাল করেই জানে যা বলতে এসেছে সেটা বলার সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত মেয়েটা ওকে শান্তিতে কাজ করতে দেবে না।

'না, তা আমি বলব না। ওকে ঠিক রাগ বলা চলে না।'

সমঝদারের মত মাথা ঝাঁকাল নিতা। 'তোমার মনে ব্যথা দিয়েছে মা, তাই না? আমি জানি মনে ব্যথা পেলে কেমন লাগে। "তুমি যদি কাউকে ভালবাস, ওকে মুক্তি দাও। যদি ফিরে আসে তবে সে তোমার। যদি না ফেরে, তবে সে কোনদিন তোমার ছিল না।" '

বইঘর.কম

মনে মনে একটু চমকাল প্যাট। ওইটুকু মেয়ে এসব কথা কোথায় শিখল? অবাক হলেও ব্যাখ্যা চাইল না। বলল, 'হয়তো তাই। কিন্তু ওসব কথা পরে হবে, কেমন? এখন আমার অনেক কাজ আছে।' বেলচা তুলে ক্রীকের আলগা নুড়ির ওপর আক্রমণ চালাল সে।

'তোমার ঘোড়াটা কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে চড়তে দেবে?'

আবার কাজ থামাল প্যাট। ওর মাথায় বিভিন্ন চিন্তা না থাকলে হয়তো কারণ জিজ্ঞেস করত। কিন্তু নিতাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্যে শুধু জিজ্ঞেস করল, 'তুমি একা জিন চড়াতে পারবে?'

লজ্জা পেল মেয়েটা। 'জিন আগেই চাপিয়েছি।'

'ঠিক আছে, তাহলে একটু বেড়িয়ে এসো।'

'ধন্যবাদ, প্যাট।' খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ। চট করে ঘুরে ঢাল বেয়ে প্যাটের আস্তাবলের দিকে ছুটল ওয়ানিতা।

আমার যদি ওর মত প্রাণশক্তি থাকত! নিতার ছুটে চলা দেখে ভাবল প্যাট। লঙ টমের ওপর আরও পাথর চাপিয়ে বালতি করে পানি আনতে গেল ও।

পানি নিয়ে ফেরার পথে একটা বিকট চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়াল। সাথে অস্ত্র না থাকায় বালতি ছেড়ে ছুটে গিয়ে বেলচাটা হাতে তুলে নিল। শব্দের উৎস খুঁজে পেয়ে আশ্বস্ত হলো। দেখল স্পাইডার স্মিথ তার ক্লেইমে এক পা তুলে ধেই-ধেই করে নাচছে আর খুশিতে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে।

'পেয়েছি! পেয়েছি! আমি বড়লোক!'

পাউরুটির সমান আকারের একটা জিনিস হাতে পাগলের মত নাচছে ও।

'দেখে যাও আমি কি পেয়েছি!' জিনিসটা মাথার ওপর তুলে ধরল স্মিথ। 'এডি! টেডি! দেখো ড্যাডি ঝর্না থেকে কি তুলেছে!'

boighar.com

'তোমার হাতে ওটা কি। স্পাইডার?' চিৎকার করল বেক। 'কচ্ছপ?'

'চাঁপা কলার কাঁদি!' নাচতে নাচতেই জবাব দিল মাইনার। 'কলাগুলো সব সোনার নাগিট! এত, যে গোনা যাচ্ছে না!'

'শিট!' বিস্ময় প্রকাশ করতেও একই শব্দ ব্যবহার করে রসি। হাতের যন্ত্রপাতি ফেলে স্মিথের দিকে ছুটল রসি আর বেক।

এডি আর টেডি আগেই পৌঁছে গেছে। স্পাইডারের হাতে বড় পিণ্ডটার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল টেডি, 'ওটা কি, ড্যাডি?'

'কিসের মত দেখাচ্ছে, বোকা পাঁঠা?' খুশিতে ওটা শূন্যে ছুঁড়ে আবার লুফে নিল। 'সোনা! এত সোনা সারা জীবনেও একসাথে দেখার সুযোগ পাবে না।'

অভিভূত ছেলেদের দিকে চেয়ে সে আবার বলল, 'হাঁ করে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থেকো না, যাও, তৈরি হয়ে নাও—আমরা শহরে যাচ্ছি।'

'আমরা?' অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হলো টেডির চোখ।

'শহরে যাচ্ছি?' এডি বলল।

'হ্যাঁ, আমরা শহরে যাচ্ছি। স্মিথ পরিবার আজ আনন্দ করবে।'

নিজের ক্লেইমে দাঁড়িয়ে স্পাইডারের সাফল্যে প্যাটের মন খুশিতে ভরে উঠল। কার্বন ক্যানিয়নে সোনার খোঁজে এসেই স্পাইডারের সাথে ওর পরিচয়। ওই বুড়ো তাকে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে প্রচুর বাস্তব, আর অমূল্য উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছে। প্রতিদানে লোকটা কোনদিন কিছু চায়নি। সোনা যদি কেউ পায় তা ওরই পাওয়া উচিত।

ঢালের ওপর লন্ড্রি-বাস্কেট হাতে মারিয়াকে দেখতে পেল প্যাট। মহিলা স্পাইডারের ক্লেইমের দিকে চেয়ে কয়েক সেকেন্ড ওদের উল্লাস উপভোগ করল। তারপর তারের ওপর কাপড় শুকোতে দেয়ার কাজে ব্যস্ত হলো।

প্যাট জানে সোনার নেশায় অনেকে ভালবাসার মানুষের চেয়েও

বইঘর.কম

সোনাকে বেশি দাম দিতে শুরু করে। সেও কি তাই করছে? নিতা কি যেন বলছিল—ভালবাসলে তাকে মুক্তি দাও, ফিরে এলে সে তোমার? কাজ ফেলে ঢাল বেয়ে মারিয়ার দিকে এগোল সে।

কখন যে প্যাট কাছে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি মারিয়া। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে মেয়েটার কাজ করা দেখল ও। অনেক কথাই বলতে চায়, কিন্তু কাছে এলেই ওর সব কথা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়। মনকে শক্ত করল মাইনার। আজ সে বলবেই।

'মারিয়া?'

কাপড়ে ক্লিপ আঁটতে বাড়ানো হাতটা হঠাৎ থেমে গেল, কিন্তু সাড়া দিল না ও।

'গত কয়েকদিনে তুমি যেন আমার থেকে অনেক দূরে সরে গেছ। কেন, মারিয়া?'

'কই না তো?' কোন আবেগ প্রকাশ পেল না ওর স্বরে।

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব থাকল। বলার মত কথা খুঁজে পাচ্ছে না প্যাট। অগত্যা প্রসঙ্গ পালটাল।

'আজকে ভাল এক তাল সোনা পেয়েছে স্পাইডার।'

'হ্যাঁ। অন্তত একজন কার্বন ক্যানিয়ন ছেড়ে যাওয়ার সময়ে কিছু টাকা নিয়ে যেতে পারবে।'

'অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে আমাদের সবারই কার্বন ছাড়তে হবে।'

কোন মন্তব্য করল না মারিয়া। কেবিনের দিকে রওনা হলো। নিচু হয়ে তার পেরিয়ে চট করে ওর পথ আটকে দাঁড়াল প্যাট।

'বলো, আমার কি দোষ যে তুমি আমাকে পছন্দ করো না?'

'কিছুই না।'

'তাহলে আমাকে পছন্দ করো না কেন?'

'কে বলল পছন্দ করি না?'

নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না প্যাট। ডার্বি ওদের এই

boighar.com

ক্যানিয়নে থাকতে দেবে না—তাই ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে এখনই সে নিশ্চিত হতে চায়।

'তাহলে বলো, তুমি আমাকে চাও?'

'হ্যাঁ, চাই, চাই, চাই!'

আনন্দ রাখতে না পেরে দুহাতে মারিয়াকে জড়িয়ে ধরল প্যাট। মারিয়া সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে আঁকড়ে ধরে নিজের মনের সব সংশয় যেন নিঙড়ে বের করে দিতে চাইছে। প্যাটের বুকে মাথা গুঁজে আবেসে চোখ বন্ধ করে আলিঙ্গনটা পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করছে মারিয়া।

মাইনিঙের যেসব কাজে টিম ডার্বি নিজে অংশ নেয় তারমধ্যে চল্লিশ ফুট লম্বা স্লুইসের ওপর নজর রাখার কাজটাই ওর সবথেকে বেশি পছন্দ। এতে একটা-দুটো নাগিট নিজের পকেটে ভরার সুযোগ সে পায়। হ্যাঁ, নিজেরটাই চুরি করছে—কিন্তু ওর যতটা প্রয়োজন, হাত খরচার জন্যে তত টাকা জিম ওকে দেয় না। তাই এভাবেই সেটা পুষিয়ে নেয় ও। নীতির কোন বালাই টিমের নেই—বুড়ো না জানলেই হলো।

আজকে স্লুইসে কেবল গুঁড়ো সোনা উঠছে, কোন নাগিট নেই। সবাই জানে কোবল্ট ক্যানিয়নের সোনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শীঘ্রি ওদের আর কোথাও সরে যেতে হবে। কোথায়—তাও ওরা জানে, শুধু কয়েকটা খুঁটিনাটি সমস্যা মিটিয়ে নেয়ার অপেক্ষা।

ম্যাগিল এসে হাজির হলো ক্যাম্পে। ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটে টিমের কাছে গিয়ে কি যেন বলল। দু'তিনজন কর্মচারী মুখ তুলে তাকালেও মনিটরের প্রচণ্ড শব্দ ছাপিয়ে ওদের কথা শুনতে পেল না। কিন্তু বসকে দাঁত বের করে হাসতে দেখে বুঝল খারাপ কোন খবর আনেনি ফোরম্যান।

ম্যাগিলকে নিজের জায়গায় কাজে লাগিয়ে পাইন গাছের ভিতর দিয়ে ঘোড়া নিয়ে এগোল টিম। জঙ্গলের ভিতর মনিটরের শব্দ তেমন

বইঘর.কম

জোরালো নয়। গাছের পাতা আওয়াজ ঠেকাচ্ছে। ম্যাগিল ঠিকই বলেছিল। ওখানে একজন তার জন্যে অপেক্ষা করছে। মেয়ারের পিঠে মেয়েটাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছে।

'কোবল্ট ক্যানিয়নে স্বাগতম, ওয়ানিতা।' ঘোড়ার পিঠে বসেই ঝুঁকে নাটকীয় ভঙ্গিতে কুর্নিশ করল টিম। 'বড় মাইনাররা কিভাবে কাজ করে দেখতে এসেছ?'

নিরাশক্ত ভাবে কাঁধ উঁচাল নিতা। 'হয়তো তাই।'

'তোমার মা জানে তুমি কোথায় আছ?' মেয়েটার পিছনে তাকিয়ে জঙ্গলে আর কাউকে দেখতে পেল না টিম।

'মাকে বলতে হবে কেন?' একটু রাগের সাথেই বলল নিতা। 'ইচ্ছে মত আমি যখন যেখানে খুশি যাই।'

'ভাল কথা। কিন্তু আমার মনে হয় না তোমার এখানে আসাটা সে পছন্দ করবে।'

'আমি কচি খুকি নই। আমার বয়স সতেরো—ষোলো বছর বয়সেই মা বিয়ে করেছিল। তুমি কি মনে করো আমাকে অনুমতি নিয়ে বেরোতে হবে?'

'না, না! আমি তা বলিনি!' দু'হাত উপরে তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করে হাসল টিম। 'বুঝলাম তুমি নিজের ভালমন্দ নিজেই বুঝতে শিখেছ।' বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে নিচের ক্যানিয়ন দেখাল সে। 'এসেই যখন পড়েছ তোমাকে একটু ঘুরিয়ে দেখাব? দেখতেই তো এসেছ, তাই না?'

'ক্ষতি কি?'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে এগোল টিম। 'তাহলে এসো।'

মেয়ারের লাগামটা ঝাঁকি দিল নিতা। ওর ঘোড়া টিমকে অনুসরণ করল।

আর যা-ই হোক, গাইড হিসেবে টিমের দক্ষতা আছে বোঝা গেল।

boighar.com

গাছের ফাঁক গলে বেরিয়ে ক্যানিয়নের উপরের দিকে আঙুল তুলে নির্দেশ করল সে।

'পৌনে এক মাইল দূরে কোবল্ট ক্রীকের অর্ধেক পানি আমরা ঘুরিয়ে এদিকে নিয়ে এসেছি। দেখেছ?' শব্দ তুলে হাসল ও। 'ডিনামাইট দিয়ে ড্যাডি ক্রীকের পানি যেদিকে খুশি নিয়ে যেতে পারে।

'পানি একটা খাঁজ দিয়ে ঢাল বেয়ে এসে তোমার ডানদিকে একশো গজ দূরে শেষ হয়েছে।'

ওদিকে তাকাল নিতা। 'কিন্তু শেষ কিভাবে হবে? পানিকে কোথাও না কোথাও যেতেই হবে।'

'নিশ্চয়। ওখানে তিন ফুট চওড়া একটা পাইপের ভিতর পড়ছে পানি। পাইপটা প্রায় খাড়া হয়ে নেমেছে। দশ ফুট নিচে পাইপটা সরু হয়ে দুফুট হয়েছে, আরও নিচে একফুটে দাঁড়িয়েছে। পানি যত নিচে নামছে গতি ততই বাড়ছে। পানির চাপ আর পাইপ সরু হওয়ার কারণেই এটা ঘটছে।'

'ঠিক বুঝলাম না।' মাথা নাড়ল নিতা।

'আমিও বুঝি না, কিন্তু ড্যাডি তাই বলে।'

ক্যানিয়নের নিচে নেমে এসেছে ওরা। নিতাকে নিয়ে মনিটর আর স্লুইসের দিকে এগোল টিম। ডার্বির বিশাল কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়েছে মেয়েটা।

'ওখানে ঢালের নিচে,' বলে চলল টম, 'একফুট পাইপের পানি একটা ফানেলের মধ্যে দিয়ে চার ইঞ্চি হোস পাইপে ঢোকানো হচ্ছে। মনিটরের মাথায় পানির চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে দুশো পাউন্ড। কোবল্ট ক্রীকের বাকি অর্ধেক পানি এই ক্যানিয়ন দিয়ে স্লুইসের ওপর দিয়ে বইছে। মোটামুটি সব ভারি কাজ ক্রীকের পানিই করছে। স্লুইসে পাথর চাপানোর কাজটাই কেবল আমরা করছি।'

চারপাশে তাকিয়ে মনিটরের ধ্বংসলীলা দেখে শিউরে উঠল নিতা।

বইঘর.কম

কার্বন ক্যানিয়নেরও এই অবস্থা হোক, এটা সে চায় না।

'নরকের মতই দেখাচ্ছে,' মন্তব্য করল ও।

টিমের মনে ওই মন্তব্য কোন ছাপ ফেলতে পারল না। সে গর্বের সাথে বলল, 'এসব যন্ত্রপাতি দিয়ে আমরা দৈনিক বিশ টন পাথর থেকে সোনা বাছাই করে তুলতে পারি। এসব কার্বন ক্যানিয়নের মাইনারদের মত চুনোপুঁটির কাজ নয়।'

ঘোড়া থামাল টিম। অল্প দূরেই মনিটর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বাম্বা উলটো পাশের ঢালে পানির তোড় তাক করে কাজ করছে। স্লুইসটাও কাছেই। ওখানে ম্যাগিলের তত্ত্বাবধানে তিনজন বেলচা দিয়ে পাথর তুলছে। কিন্তু কাজের চেয়ে আরোহী দুজনের ওপরই কর্মচারীদের বেশি মনোযোগ। ওদের চোখেমুখে অশুভ অশ্লীলতার ভাব ফুটে উঠেছে। কিন্তু নিতা সেটা লক্ষ করল না—ওর মন এখন অন্যখানে।

হাত বাড়িয়ে মেয়ারের লাগাম ছিনিয়ে নেয়ায় বাস্তবে ফিরে এল নিতা। ঘোড়াটাকে টেনে নিজের কাছে এনে সামনে ঝুঁকল টিম। কুৎসিত একটা হাসি ফুটে উঠেছে ওর মুখে।

'আমাদের ক্যাম্প দেখা তো শেষ হলো, এবার বলো তুমি আসনে কেন এসেছ।'

ওর স্বরে নতুন একটা ভাব খেয়াল করে নিতা চট করে মুখ তুলে তাকাল। 'আমি—আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, ভাবলাম লোকজন যেসব কথা বলাবলি করছে তা নিজের চোখেই দেখে যাই।'

'যুক্তিসম্মত কথা। না দেখা জিনিস দেখার সাধ থাকা খুব স্বাভাবিক আমারও মনে একটা কিছু দেখার সাধ আছে।' টিমের হাসি বিশদ হলো। 'তোমাকে!'

মাথা নাড়ল নিতা। ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে ওর চেহারায়। 'বুঝলাম না। তুমি আমাকে আগেও দেখেছ।'

'হ্যাঁ, কিন্তু কাছে থেকে নয়। খুব কাছে।'


boighar.com

মেয়েটার চোখ বিস্ফারিত হলো। ঘোড়াটাকে স্পারের খোঁচায় আগে বাড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। এখন বুঝতে পারছে ভুল তার অনেক আগেই হয়েছে। এটা কার্বন ক্যানিয়ন নয়, আর টিম ডার্বি অত্যন্ত জঘন্য চরিত্রের লোক।

নিতার আত্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ উবে গেছে। টিমের হাত থেকে লাগাম ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। সামনে ঝুঁকতেই ওকে জড়িয়ে ধরল লোকটা। দুহাতে মাথায় আর কাঁধে অনবরত কিল মেরেও কোন লাভ হলো না, টেনে নিতাকে কোলে তুলে নিল ডার্বি। কুৎসিত উদ্দেশ্য প্রকাশ পাচ্ছে ওর ভাবে।

ঠেকাতে পারছে না নিতা। দেহের বিভিন্ন নরম জায়গায় খেলে বেড়াচ্ছে লোকটার হাত। চুমো খাচ্ছে— ভেজা ঠোঁটে আক্রমণ করছে যেন। ওর কাজে মমতার কোন চিহ্ন নেই। নিতা বুঝতে পারছে সামনে চুমোর চেয়েও খারাপ কিছু আসছে।

কিছু করার নেই জেনেও লড়ে চলেছে ও। সমানে হাত-পা ছুঁড়ছে। মেয়ারটা ওর লাথি খেয়ে লাফিয়ে উঠল। পিঠের ওপর অদ্ভুত ধরনের নড়াচড়ায় আতঙ্কিত হয়ে টিমের ঘোড়াটা ছুট দিল। নিতা আর ঘোড়া—দুটো একসাথে সামাল দিতে পারছে না। ক্যানিয়নের উপর দিকে ছুটছে ঘোড়া।

'বাম্বা!' চিৎকার করল সে।

ডাকটা দৈত্যের কানে পৌঁছেচে। এক নজরে পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে মনিটরের মুখ ঘোরাল ও। শক্তিশালী পানির তোড় ঘোড়াকে ঠেকিয়ে দিল। কয়েকজন কর্মচারী ঝাঁপিয়ে পানির পথ থেকে সরে গেল। বাকি লোক ভীত বিস্ফারিত চোখে ঘুরে দাঁড়ানো ঘোড়াটাকে ঘিরে ফেলল।

সম্পূর্ণ ভেজা অবস্থায় পাগলের মত হাসতে হাসতে শেষ পর্যন্ত ঘোড়াটাকে বাগে এনে ফেলল টিম। তারপর নিতাকে একহাতে জড়িয়ে লাফিয়ে নেমে পিছল মাটিতে টাল সামলাল। লোকগুলো আরও কাছে

এগিয়ে এল।

'দেখো আমি কি ধরেছি। কার্বন ক্যানিয়নের মেয়ে!'

'আমাকে ছেড়ে দাও!' রাগে আর ভয়ে চিৎকার করল নিতা।

'খাসা মাল!' কাদা মাখা এক কর্মচারী মন্তব্য করল।

'ওকে কোথায় ধরলে, বস্?' আরেকজন প্রশ্ন করল।

'ও নিজের ইচ্ছায় এসেছে! মনে হয় আমাকে ছাড়া থাকতে পারেনি!'

হেসে উঠল সবাই।

ডার্বির কর্মচারীরা কার্বন ক্যানিয়নের লোকজনের মত স্থায়ী বাসিন্দা নয়। ক্ষণস্থায়ী লোক। ওরা ক্যাম্পেই অস্থায়ী বাঙ্কহাউসে থেকে কাজ করে। এবং মালিক ছাড়া আর কারও ধার ধারে না। অনেকেরই মাইনের ঘানি টানা ছাড়া জীবন বলতে আর কিছু নেই। লম্বা সময় পাথর টানা, তিন বেলা খাওয়া, ঘুমানো, আর হয়তো মাঝেমাঝে একটু তাস খেলেই ওদের দিন কাটে।

ওদের কিছু লোক বছরখানেকের মধ্যে নারী সঙ্গ উপভোগ করেনি। যারা করেছে তারা বাজারে মেয়ের সঙ্গই পেয়েছে। তাই ওদের কাছে ওয়ানিতা ফিশার জঙলী ফুলের মাঝে গোলাপের মত।

'ওপরে উঠে পড়ো, টিম!' গুণ্ডা প্রকৃতির ম্যাগিল উস্কাল।

'চেরিটা খাও, বাছা!' বয়স্ক একজন বলল।

'শুনে রাখো, আমি কিন্তু সেকেন্ড!' বলে উঠল আরেকজন।

ম্যাগিল ওকে ধাক্কা দিল। 'মস্তানি ছাড়ো। আমি নেক্সট!'

পালটা ধাক্কা দিল তৃতীয় বক্তা। 'কে বলে তুমি আগে?'

'সিনিয়রিটি বলে। আমি ফোরম্যান!'

'আমার গায়ে জোর বেশি!'

দুজনের কেউ অধিকার ছাড়তে রাজি নয়। মারপিট বেধে গেল ওদের। বাকি লোকজন দুজনকেই উৎসাহ যোগাচ্ছে। উল্লাসে মেতে


boighar.com

উঠেছে সবাই।

'ম্যাগিল সেকেন্ড,' বলে হাসতে হাসতে নিতাকে মাটিতে ফেলে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল টিম। 'ম্যাগিলই ওর খোঁজ এনেছিল। তারপর...' অর্থপূর্ণ ভাবে সবার দিকে তাকাল ওদের বস্।

হাওয়া কোনদিকে বইছে বুঝে দাঁত বের করে হাসল বাম্বা। খুশিতে মনিটর ছেড়ে এগিয়ে এল দৈত্যটা। মুহূর্তে আকাশের দিকে পানি ছুঁড়তে শুরু করল হোস পাইপ। পুরো ক্যাম্প ভিজে একাকার হলো।

ভয়ে ওয়ানিতার অজ্ঞান হওয়ার অবস্থা। সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রাণপণে যুঝছে ও। টিমের বুকে ওর দুর্বল হাতের আঘাত পড়ছে। ওদিকে অমানুষটার ভ্রূক্ষেপ নেই। দেহের ওজন দিয়ে মেয়েটাকে মাটিতে চেপে ধরে সে হাত দুটোকে সক্রিয় করল।

ওর হাতের প্রচণ্ড টানে কলার থেকে কোমর পর্যন্ত ছিঁড়ে গেল ব্লাউজ। দুই হাঁটুর মাঝখানে ঠাণ্ডা অনুভব করল নিতা। টিমের উরু জোর করে ওর পা দুটো ফাঁক করার চেষ্টা করছে। লোকটাকে এখন আর সুদর্শন মনে হচ্ছে না—ওখানে ফুটে উঠেছে সাক্ষাৎ শয়তানের চেহারা। মুখ ফিরিয়ে নিল নিতা।

মনিটরের আওয়াজ ছাপিয়ে একটা প্রচণ্ড শব্দ হলো। প্রতিধ্বনির সাথে টিমের মাথা থেকে হ্যাটটা উড়ে গেল। নিতার ওপর থেকে দুঃসহ ওজনটা হঠাৎ সরে গেল। উঠে দাঁড়িয়েছে টিম। প্রথমে হ্যাটের দিকে তাকিয়ে পরে শব্দের উৎসের দিকে ফিরল ও।

প্রীচারের ঘোড়াটা ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে। কোন তাড়া নেই। লম্বা লোকটার শার্টের বোতাম এখন খোলা। পরিচিত সাদা কলারটা আর ওর গলায় নেই। হ্যাটটা নিচের দিকে টানা রয়েছে বলে চোখ আর মুখের কিছুটা অংশ ঢাকা পড়েছে। এছাড়া টিম ওকে আগে যেমন দেখেছে ঠিক তেমনি আছে ও। একই বুট, ম্যাকিনও আর কালো শার্ট।

কেবল গানবেল্টের সাথে খালি খাপ আর হাতের পিস্তলটা নতুন।

বইঘর.কম

'প্রীচার!' চিৎকার করল নিতা। এত জোরে চেঁচিয়ে ওঠায় ওর গলাটা চিরে গেল। কিন্তু এর প্রয়োজন ছিল না। লোকটা জানে ওখানে কি ঘটছে।

আনন্দ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় রাগে টিমের চেহারা বিকৃত হয়েছে; শিকারি কুকুরের তাড়া খাওয়া কোণঠাসা চিতার মত সতর্ক চোখে শত্রুকে লক্ষ করছে ও। এই তৃতীয়বার ওই লোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল যুবক। কিন্তু ধীরে বা চিন্তাযুক্ত মনে নয়। এবার অনুশীলন করা দক্ষ হাতে ক্ষিপ্র গতিতে পিস্তল বের করল।

পিস্তলটা খাপ থেকে বের করার সঙ্গে সঙ্গে হাতে স্লেজের আঘাতের মত একটা প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করল টিম। পরপর আরও তিনটে গুলির আওয়াজ হলো, কিন্তু একটাই লম্বা শব্দের মত শোনাল। অসম্ভব একটা ব্যাপার। হ্যামারটা যদি ওভাবে টানাও যায় পিস্তলের সিলিন্ডার এত দ্রুত ঘুরতে পারে না।

কিন্তু তাই ঘটেছে। ডার্বির পিস্তলটা মাটিতে পড়ার আগেই দ্বিতীয় গুলির আঘাতে ঘুরতে ঘুরতে উড়েছে—তৃতীয় গুলিতে আবার ঘুরেছে—চতুর্থ গুলিতে বিস্ফোরিত হয়ে টুকরোগুলো ছড়িয়ে পড়েছে।

নিজের ডান হাতের দিকে টিমের নজর পড়ল। কব্জির একটু নিচে হাতের তালুতে লাল একটা গর্ত দেখা দিয়েছে। লাল ক্ষত থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত মাটিতে ঝরে পড়ছে। হাঁ করে তালুর দিকে তাকিয়ে আছে ও। অবাক বিস্ময়ে চোখের পাতাও ফেলতে পারছে না। ব্যাপারটা চোখের পলকে কিভাবে ঘটে গেল বুঝে উঠতে পারছে না। ওর থেকে অল্প দূরেই দাঁড়িয়ে আছে বাম্বা। নিরানন্দ চেহারা। আর সবার মত ছুটে পালায়নি ও, কিন্তু বাধা দেয়ারও চেষ্টা করেনি। ডার্বির পিস্তলের কি দশা হয়েছে তা সে দেখেছে।

ছোট একটা পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে চিন্তিত চেহারায় আক্রমণকারীকে দেখছে বাম্বা। মুখে রাগের কোন চিহ্ন নেই। আছে শুধু

boighar.com

কৌতূহল।

উঠে দাঁড়াল নিতা। কাপড় থেকে কাদা-মাটি ঝেড়ে ফেলার মিছে চেষ্টায় বিফল হয়ে শেষে প্রীচারের দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিল। একটু ঝুঁকে এক হাতে ওকে তুলে নিয়ে নিজের সামনে বসাল স্ট্রেঞ্জার।

প্রীচারের বুকে কাদা মাখা মুখ লুকাল নিতা। থরথর করে কাঁপছে ওর দেহ। ফোঁপানির মাঝে দমকে দমকে কাশি উঠছে। একটা কথাও বলল না লম্বা লোকটা। নীরবে এক হাতে শক্ত করে মেয়েটাকে ধরে রাখল।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ওয়াটার ক্যাননের ফোয়ারা ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

মনিটরের শব্দ ছাড়া ক্যাম্প থেকে আর কোন সাড়া আসছে না।

## দশ

'আরেকটা খাও, স্পাইডার।' বারটেন্ডার একটা গ্লাসে হুইস্কি ঢালল। তারপর সন্তুষ্ট দৃষ্টিতে বুড়ো মাইনারের দুই চুমুকে ড্রিঙ্ক শেষ করা দেখল। বারে শহরের আরও লোক ভিড় করে আছে। বারের শক্ত কাঠের তক্তার ওপর রাখা সোনার তাল, আর তার মাতাল মালিককে ওরা ঈর্ষার চোখে চোরা চাহনিতে দেখছে।

'ওটা দেখেছ!' একজন কৃষক ফিসফিস করে বলল।

'ওটার দাম কত হাজার হতে পারে?' প্রশ্ন করল কেউ।

'দশ হাজারের কিছু বেশি,' মন্তব্য করল একজন সবজান্তা।

'বিশও হতে পারে,' পাশের পাতলা গড়নের লোকটা নিজের মত

বইঘর.কম

প্রকাশ করল।

ওদের দিকে ফিরে দাঁত বের করে হাসল স্পাইডার। 'ঠিক বলেছ! বিশ বছর অন্যের ক্লেইমে খেটেছি। তারপর সাত বছর ওই ক্যানিয়নে কাজ করার পর ওটা আমি পেয়েছি। আমি! স্পাইডার পারসি স্মিথ!' মাতাল অবস্থায়, সোনা পাওয়ার খুশিতে পিতৃদত্ত নামটা স্বীকার করতে আজ ওর বাধল না।

দুবার বোতলটা ধরার চেষ্টায় বিফল হয়ে তৃতীয়বারে ওটাকে আঁকড়ে ধরল স্পাইডার। তারপর বারে হেলান দিয়ে সোজা হয়ে অন্য হাতে সোনার তালটা তুলে টলতে টলতে দরজার দিকে এগোল।

লাফিয়ে রাস্তায় নেমে দুবার পড়তে পড়তেও টাল সামলে নিল। চোখে এখন ঝাপসা দেখছে ও। কিন্তু জানে কোথায় যাচ্ছে। এই দিনটার জন্যে অনেক প্রার্থনা আর অনেক অপেক্ষা করেছে স্পাইডার। এই দিনটাকে আজ পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করবে ও।

'এই, স্পাইডার,' দুশ্চিন্তা প্রকাশ করল একজন গ্লাসফ্রেন্ড। 'তোমার এখন একটু...'

লোকটার কথা শুনতে পেল না স্পাইডার। মাথার ভিতর যেসব স্বর কথা বলছে কেবল সেগুলোই শুনতে পাচ্ছে। রাস্তার মাঝখানে এসে ডার্বির দালানের দিকে মুখ করে দাঁড়াল মাইনার।

'ডার্বি! আমি স্পাইডার—স্পাইডার স্মিথ! আমার কথা মনে আছে? মনে থাকা উচিত—ব্যাটা, বেজন্মা! বেরিয়ে এসো—সৎ মাইনারের সাথে একটা বোতল খাও, হতচ্ছাড়া খট্টাস! দেখব পাল্লা দিয়ে তুমি কত হুইস্কি গিলতে পারো।'

মাথা পিছনে হেলিয়ে বোতল উলটে গলায় মদ ঢালল স্পাইডার। গলা জ্বালিয়ে তরল পদার্থটা পেটে পৌঁছে গরম একটা অনুভূতি জাগাল। প্রত্যেকটা ফোঁটাই ওকে আনন্দ দিচ্ছে। সেকেলে যোদ্ধা যেন যুদ্ধ জয় করে শত্রুর রক্তপান করছে।

boighar.com

দালানটার সামনে হিচিঙ রেইলে বাঁধা সাতটা ঘোড়ার ওপর ওর চোখ পড়ল বটে, কিন্তু দেখেও দেখল না।

স্পাইডারের দেহ বুড়ো হয়েছে, কিন্তু ফুসফুস এখনও সতেজ। ওর বারংবার চিৎকার ডার্বির দালানের দোতলায় বসা লোক দুজনের কানে গেল।

ভুরু কুঁচকে হুইস্কির গ্লাসটা নামিয়ে রাখল জিম ডার্বি। উলটো পাশে বসা লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে ধীর গতিতে জানালার কাছে এগিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে ফিরে তাকাল।

'লোকটা তোমার নাম ধরে ডাকছে, মিস্টার ডার্বি।'

'আমি জানি।' চরম বিরক্তির ভাব ফুটে উঠেছে ডার্বির চেহারায়। জানালার ধারে স্টকবার্নের পাশে এসে দাঁড়াল সে। দুজনে বাইরে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ড রাস্তার মাঝখানে মাতাল লোকটার টলমল পায়ের নাচ দেখল।

'লোকটা কি ওদেরই একজন?' নরম সুরে প্রশ্ন করল স্টকবার্ন।

'হ্যাঁ। ওর নাম স্মিথ। হ্যাঁকড়া লোক।'

স্টকবার্ন কৌতূহলী চোখে ডার্বির দিকে তাকাল। 'ওর কথায় মনে হচ্ছে লোকটা তোমাকে ভালভাবেই চেনে।'

চেহারা বিকৃত করল জিম। 'লোকটা এই পেশায় বহুদিন আছে বলে ওর সাথে আমার কিছুটা জানাশোনা হয়েছে। পুরোনো লোক আর এখন বেশি নেই। কঠিন পরিশ্রম ছাড়া সোনা পাওয়া যাচ্ছে না দেখে বেশিরভাগই অন্য পেশায় সরে গেছে। কিন্তু ও যাবে না—সেটা ওর দুর্ভাগ্য।'

'দুর্ভাগ্য বলছ কেন?'

'আমরা ওদের চাপের মুখে ফেলে এমন অবস্থা করেছিলাম যে অনেকেই চলে যাওয়ার জন্যে তৈরি ছিল। কিন্তু স্মিথ নয়। অবশ্য ও একা হলে ওকে তাড়ানো কোন সমস্যা ছিল না—মাঝখান থেকে এক

বইঘর.কম

প্রীচার এসে জুটছে—ওই লোকই মাইনারদের সাহস যোগাচ্ছে।'

ভুরু কুঁচকে বিস্মিত চোখে বয়স্ক লোকটার দিকে তাকাল মার্শাল। 'একজন প্রীচার?'

'হ্যাঁ। শুনতে ঠাট্টার মত শোনালেও, কথাটা সত্যি। মাইনারদের মাথায় নতুন সব আইডিয়া ঢুকাচ্ছে ও। লোকটা যে ওদের কি বলে খেপিয়ে তুলেছে জানি না—কিন্তু প্রীচারের কথাতেই ওরা আমার ক্লেইম কিনে নেয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রতি ক্লেইমের জন্যে এক হাজার ডলার!' কথাটা যেভাবে বলল তাতে মনে হলো ব্যাপারটা এখনও তার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।

'আমার মনে হয় তোমার পজিশনে তুমি ওদের জন্যে অনেক বেশি করেছ। একটা মানুষ আর কত করবে? তাছাড়া তোমাকে মান-সম্মান আর নিজের ব্যবসার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।'

'ঠিক বলেছ। আসলে আমার মনটাই খুব নরম। অথচ এই লোকগুলো আমার টাকা আর সময় অযথা নষ্ট করছে।' মুখ তুলে তীক্ষ্ণ চোখে সঙ্গীর দিকে তাকাল ডার্বি। 'ওদের সাথে ওই প্রীচারকেও তোমার ঢিট করতে হবে। লোকটা লোকজনের সামনে আমাকে অপমান করেছে—আমার তিনজন কর্মচারীকেও পিটিয়েছে।'

সন্দিগ্ধ চোখে জিমের দিকে তাকিয়ে আছে স্টকবার্ন। 'একজন প্রীচার এটা করেছে? একা?'

মাথা ঝাঁকাল ডার্বি। 'হ্যাঁ, তাই করেছে। না করলে কি আমার লোকজন মার খাওয়ার কথা স্বীকার করত?'

স্টকবার্নকে একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে। তথ্যটা ঠিক হজম করতে না পেরে বিব্রত বোধ করছে।

'আচ্ছা, এই প্রীচার লোকটা দেখতে কেমন?'

সবার দিকে তাকিয়ে দেখল জিম। ওদের কথার ফাঁকে আরও লোক প্রবেশ করেছে ঘরে। মার্শালের ডেপুটি। ওরা নিজেদের মধ্যেও খুব

boighar.com

কমই কথা বলে, কিন্তু মার্শালের সামান্যতম ইশারায় তৎপর হয়ে ওঠে। প্রত্যেকেই বিশাল। কারও চেহারাই প্রিয়-দর্শন নয়। ওদের উপস্থিতিতে ডার্বি অত্যন্ত নার্ভাস বোধ করে। স্টকবার্ন পাশে না থাকলে ওই লোকগুলোর সামনে দাঁড়ানোর সাহস ওর হত না।

'সত্যি কথা বলতে কী,' শেষে মার্শালের প্রশ্নের জবাব দেয়া শুরু করল ডার্বি, 'ভাল করে খেয়ার করিনি। লোকটা লম্বা, হয়তো গড়নটা পাতলাই বলা যায়—কিন্তু শুকনো নয়। আকারে বিরাট হলেও ওর চলাফেরা খুব মসৃণ।' একটু ইতস্তত করল ধনী মাইনার, মনে করার চেষ্টা করছে। 'হ্যাঁ, আর একটা কথা, ওর চোখ দুটো অদ্ভুত। কেন যেন চোখ দুটোর কথাই বারবার মনে পড়ে।'

ডার্বির কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনল স্টকবার্ন। শুনতে শুনতে ওর আড়ষ্ট হওয়া লক্ষ করল ডার্বি।

'ওই লোককে তুমি চেনো?'

কাঁধ উঁচাল মার্শাল। 'হয়তো। ওই রকম বর্ণনার একটা মানুষকে আমি চিনতাম।'

'সম্ভবত সে-ই। মনে হলো তোমার নাম শুনেই সে তোমাকে চিনল।'

অফিস কামরাটা নীরব। বাইরে স্পাইডারে চিৎকার আর গালমন্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ডার্বির আর সহ্য হচ্ছে না, কান ঝালাপালা হয়ে গেছে।

'কিন্তু তা অসম্ভব,' মৃদু স্বরে বলল স্টকবার্ন। 'আমি যার কথা ভাবছিলাম সে মারা পড়েছে।' কথাটা বলে নিজের মনকেই যেন শক্ত করল মার্শাল। তারপর ঘুরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ডেপুটিরা একটা কথাও না বলে ওকে অনুসরণ করল।

স্পাইডারের নেশা এখন তুঙ্গে। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দালান লক্ষ্য করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে ও।

বইঘর.কম

'আমি জানি তুমি ভিতরেই আছ, জিম!' ধুলোয় থুতু ফেলে বাম হাতের সোনার তালটা দালানের দিকে তুলে ঝাঁকাল সে। 'তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই। বেরিয়ে এসে একটা ড্রিঙ্ক খাও!'

দড়াম করে সামনের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। প্রথমে ডার্বির তিনজন লোক বেরোল। ওদের দেখে মনে হচ্ছে পিছন থেকে তাড়া খেয়েই যেন পালাচ্ছে। ওদের পেছনে সদর্পে বেরিয়ে এল স্টকবার্নের ডেপুটির দল। ছয়জন সামনের বারান্দায় সার বেঁধে দাঁড়াল। ওদের কেউ রাস্তার বুড়ো লোকটাকে কিছুই বলল না।

স্পাইডার স্মিথ নেশার ঘোরে চোখ সরু করে চেহারা চেনার চেষ্টা করল। কিন্তু একজনকেও চিনতে পারল না। ডার্বির লোকজন সবাই ওর মুখ-চেনা। মাতাল অবস্থাতেও বুঝল এই লোকগুলো একটু ভিন্ন ধরনের—ভিন্ন আর বিপজ্জনক। নেশায় আচ্ছন্ন অবস্থাতেও স্মিথের ভিতরটা অজনা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল।

টলতে টলতেই দেখল ওখানে একজন সপ্তম মানুষের আবির্ভাব ঘটল। বয়স পয়তাল্লিশ হবে—লোকটা বারান্দার কিনারে দাঁড়িয়ে সরাসরি ওর দিকেই চেয়ে আছে। ডান হাতের আঙুলগুলো কিছু করার প্রস্তুতিতে যেন আড়মোড়া ভাঙছে।

'ডার্বি কোথায়?' মদের প্রভাবে জমাট বাঁধা আত্মবিশ্বাস তরল হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

'ভিতরে।' স্বরটা মসৃণ—প্রায় নিরুত্তাপ। 'তোমার কি সমস্যা?'

এতক্ষণে আসল কথাটা নেশার জাল ভেদ করে স্পাইডারের মাথায় ঢুকল। কাঁপা আঙুল মার্শালের দিকে তুলে সে বলল, 'চিনেছি! তুমি স্টকবার্ন।'

লোকটা হাসল। 'হ্যাঁ, আমি স্টকবার্ন। আর এরা,' হাতের ইশারায় সঙ্গীদের দেখাল সে, 'এরা আমার ডেপুটি। হয়তো ওদের কথাও তুমি শুনেছ। বয়েজ, তোমরা লৌকিকতা ভুলে যেয়ো না, মিস্টার স্মিথকে

boighar.com

হ্যালো বলো।'

ওদের ছয়জনের কেউ একটা শব্দও উচ্চারণ করল না। কেবল দুএকজনের ঠোঁটে মুচকি হাসি ফুটল।

মনের অনুভূতিগুলোকে গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে স্পাইডার। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মাথাটা পরিষ্কার করার জন্যে বোতলে একটা চুমুক দিল। 'তোমার, বা তোমার লোকজনের সাথে আমার কোন বিবাদ নেই, স্টকবার্ন—আমি ডার্বির সাথে কথা বলতে চাই।'

দেঁতো হাসি হাসল লোকটা। তারপর মোলায়েম স্বরে বলল, 'বেশ তো, বলো, মিস্টার স্মিথ।' মাথা ঝাঁকি দিয়ে দোতলার জানালাটা দেখাল সে। 'ওখানে আছে ও। তোমার কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।'

একটু ইতস্তত করে শেষে চিৎকার করল স্পাইডার। 'ডার্বি! এই, বাঁকা ঠ্যাঙওয়ালা গিরগিটি, বেরিয়ে এসো। তোমার সাথে···'

ওর কথা মাঝপথেই ধীরে মিলিয়ে গেল। মার্শালের হাতের ওপর ওর চোখ আটকে গেছে। লোকটার আঙুল আবার নড়াচড়া শুরু করেছে। সম্মোহিতের মত চেয়ে রইল স্পাইডার। অশুভ একটা নাচ নাচছে ওগুলো।

চোখের পাতা ফেলে টাল সামলে আবার সিধে হয়ে দাঁড়াল স্মিথ। হঠাৎ তার খেয়াল হলো রাস্তার মাঝখানে সে একাই দাঁড়িয়ে আছে। আশপাশে গাড়ি, ঘোড়া বা লোকজন কেউ নেই—সব ফাঁকা। সে সম্পূর্ণ একা।

জুড ব্ল্যাকেনশিপ দোকানের বাকির খাতা দেখতে দেখতে মুখ তুলে কান পেতে শুনে বাইরের পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল। তারপর স্পাইডারের ছেলে দুটোর দিকে তাকাল। ওরা অভিভূত হয়ে ফিলাডেলফিয়া থেকে আমদানি করা কারখানায় তৈরি একটা গুলতি দেখছে।

আবার কিছুক্ষণ শুনে, রাস্তা থেকে আর কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে

বইঘর.কম

বলল, 'মনে হচ্ছে তোমাদের ড্যাডির স্টীম ফুরিয়ে এসেছে। এবার ওকে বাড়ি নিয়ে যাওয়াই ভাল, কি বলো?'

'ওকে নিয়ে তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না, মিস্টার ব্ল্যাকেনশিপ,' জবাব দিল এডি। 'আমরা শহরে আসার সুযোগ বছরে একবার পাই। ড্যাডি ঠিকই আছে। ওর সাথে পাল্লা দিয়ে মদ খেতে পারে এমন লোক প্লেসার-ভিলের এপাশে কেউ নেই।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল টেডি, 'ও ঠিকই থাকবে। বলেছে সাধ মিটিয়ে মদ খেয়ে সেলিব্রেট করা হলে সোনা বিক্রি করতে এখানে আসবে।'

কাঁধ উঁচাল জুড। স্পাইডার কি করে না করে সেটা দেখা তার দায়িত্ব নয়। এখানে নিজের মতামত ব্যক্ত করার চেয়ে বেশি কিছুই করার নেই। আবার নিজের খাতায় মন দিল সে।

রাস্তায়, স্পাইডারের মদের সাহস ছাপিয়ে একটা অজানা ভয় ওকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। ভয়ে নেশা যত কাটছে, অস্বস্তি বাড়ছে। এতক্ষণে মুখোমুখি দাঁড়ানো লোকটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল ও। সত্যিই ভয় পেয়েছে। নার্ভাস ভাবে ঢোক গিলে চারপাশে দেখল। মদের বোতল আর সোনার তাল ছাড়া ওকে সঙ্গ দেয়ার কেউ নেই।

ওর ভাবের পরিবর্তন উপভোগ করছে স্টকবার্ন। 'তোমার মত ছিচকে মাইনারের সাথে ডার্বি কথা বলতে চায় না। তুমি বরং আমাদের একটা নাচ দেখাও, কেমন? তাতে ডার্বিকে গালাগাল করার অপরাধটা আমরা ধরব না। আমার মনে হয় এটাই ন্যায্য।' আড়চোখে নীরব ডেপুটিদের দিকে তাকাল সে। 'তোমরা কি বলো, বয়েজ?'

ডেপুটিরা মার্শালের কথার কোন জবাব না দিয়ে নীরবেই দাঁড়িয়ে রইল। তবে এতে স্টকবার্নের উৎসাহে কোন ঘাটতি দেখা গেল না। ওর চোখে নিষ্ঠুর একটা দীপ্তি জ্বলে উঠতে দেখেই স্পাইডার বুঝে নিয়েছে লোকটা কিসের কথা বলছে।

'আমি নাচতে জানি না।'

boighar.com

'কী?' অবাক হওয়ার ভান করল স্টকবার্ন। 'তিনকাল পেরিয়ে গেছে এখনও নাচই শেখোনি? মিছে কথা!'

বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই চোখের নিমেষে মার্শালের পিস্তলটা গুলি ছুঁড়ল। লাফিয়ে উঠল মাইনার। বুলেটটা ওর পায়ের কাছে ধুলো ওড়াল। সরাসরি লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকলেও ও যে কখন ড্র করেছে দেখতেই পায়নি স্পাইডার।

ডেপুটির দল নির্বিকার ভাবে তাকিয়ে আছে।

ধুলো পরিষ্কার হলো। স্পাইডার দাঁড়িয়ে আছে—ভয়ে কাঁপছে ও।

'এই তো, বেশ নাচতে পারো।' আরও মোলায়েম শোনাল স্টকবার্নের কণ্ঠস্বর। 'আমি জানতাম দুএক কদম নাচ নিশ্চয়ই শিখেছ। কত সহজ দেখেছ? তোমাকে কেবল তালে-তালে পা ফেলতে হবে—ব্যস।'

পিস্তলটা আবার গর্জাল। দুবার। কিন্তু একটার মতই শোনাল। স্পাইডার আবার চমকে লাফিয়ে উঠল। এবার বুলেটগুলো পায়ের আরও কাছ-ঘেঁষে পড়েছে।

গুলির আওয়াজ শুনে জুড আর স্পাইডারের দুই ছেলে দোকান থেকে ছুটে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

'হায়, আল্লা! না!' বলে উঠল আতঙ্কিত ব্যবসায়ী। এক নজরেই সে পরিস্থিতি বুঝে নিয়েছে।

'ড্যাডি!' চিৎকার করে এগোল এড। কিন্তু এক পা না যেতেই পিছন থেকে ওকে কলার চেপে ধরল দোকানি। টেডকেও শক্ত করে ধরে রেখেছে ও।

স্পাইডার স্মিথের জমজমাট নেশার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও এখন কেটে গেছে। বুঝতে পারছে এখন আর সে একা নেই। স্টকবার্নের ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়েও ওর চোখের কোণে ব্ল্যাকেনশিপের দোকানের সামনে নড়াচড়া ধরা পড়েছে।

বইঘর.কম

'তোমরা ওখানেই থাকো, বাছা! যাই ঘটুক, তোমরা দুজন এগিয়ো না। শুনছ?' চিৎকার করল স্পাইডার।

'তোমাদের ড্যাডির কথা শোনো,' সমর্থন জানাল জুড। কিন্তু মুঠো আলগা করল না।

'নাচের জন্যে এখন কিছু মিউজিক দরকার,' অলসভাবে ডেপুটিদের বলল মার্শাল। 'শো মাত্র শুরু হতে যাচ্ছে, কিন্তু আমার হাত এখন ক্লান্ত।'

ছয়টা পিস্তল একসঙ্গে খাপ ছেড়ে বেরোল। সেকেন্ডে একটা করে গুলি ছুঁড়ছে ডেপুটির দল। স্টকবার্নের নেতৃত্বে ডেপুটিরা এক হয়ে কাজ করছে। একের পর এক গুলি রাস্তার মাটি ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে। প্রত্যেকটাই ঠিক ওর পায়ের কাছে পড়ছে, আর স্পাইডার পাগলের মত লাফাচ্ছে।

নাপিত-ডেন্টিস্ট গুলির শব্দ শুনে জানালার পর্দা ফাঁক করে বাইরে তাকাল। মহিলা পোস্টমাস্টারও তাই করল। টমাসের সাহস বেশি—উৎসাহ নিয়ে কতজন মরল দেখার জন্যে দরজা খুলে মাথা বের করল। লোকটা মৃতের সৎকার করে। কিন্তু লেহুডের বাকি লোকজন হঠাৎ একসাথে কালা হয়ে গেল। সবাই বাড়িতে বা কাজের জায়গায় লুকিয়ে রইল। উঁকি দিয়ে একটু দেখার সাহসও ওদের নেই।

দোতলার জানালা দিয়ে নিচে রাস্তার খেলা দেখছে ডার্বি। শেষে একঘেয়েমির বিরক্তিতে সরে এল। নিচে কি ঘটছে তা জানে ও। এর প্রয়োজন আছে। কিন্তু ওর কাছে একটা চিঠির জবাব দেয়া বা কিছু মেরামত করার চেয়ে বেশি গুরুত্ব এর নেই। ওর সময়ের দাম অনেক। ডেস্কে ফিরে পাঁচ নম্বর শাফ্টের রিপোর্ট দেখায় মন দিল সে।

ধুলো আর পিস্তলের ধোঁয়ায় স্পাইডারকে এখন অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। গুলির শব্দের তালে তালে লাফাচ্ছে ও। মদ খাওয়ার পর এত পরিশ্রমে ঘেমে উঠেছে। কিন্তু মদের বোতল বা সোনার খণ্ডটা ছাড়েনি।

boighar.com

ধুলো আর ধোঁয়ার মেঘের ভিতর স্পাইডারকে তাক করে দুটো গুলি ছুঁড়ল স্টকবার্ন। প্রথমটায় বোতল, আর দ্বিতীয়টায় সোনার তালটা ভেঙে চুরমার হলো। বোতলের মদে মাইনারের বুট আর জামা ভিজল। সোনার নাগিটগুলো ধুলোয় লুটাচ্ছে।

'এবার দ্রুত তালে,' ডেপুটিদের নির্দেশ দিল মার্শাল। বিকারহীন লোকগুলো আদেশ পালন করল।

বুড়ো বয়সে লাফালাফি করে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে স্মিথ। থেমে পায়ে গুলি খাওয়ার ঝুঁকি নেয়া বা ছুটে পালানোর চেষ্টা করতে পারে ও। কিন্তু তাতেও হাঁটুর পিছনে গুলি লাগতে পারে। এর একটাও করল না। পুরোনো মাইনার সম্মান বাঁচানোর একটা পথই জানে: পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে।

ধুলো একটা হালকা পর্দার সৃষ্টি করেছে। আবছা ভাবে ওর ভঙ্গিটা কেবল দেখা গেল; এবং যা ঘটার তাই ঘটল। সাতটা পিস্তল একসাথে গর্জে উঠল।

বুলেটের আঘাতে শুকনো বুড়োর দেহটা ঝাঁঝরা হয়ে গেল। এতগুলো ভারি গুলির ধাক্কায় ছিটকে ন্যাকড়ার পুতুলের মত মাটিতে আছাড় খেয়ে নেতিয়ে পড়ল মাইনার। একটা হাত তুলল স্টকবার্ন। ওর গলার স্বরটা আগের থেকেও শান্ত।

'যথেষ্ট হয়েছে, বয়েজ। ধন্যবাদ।'

ব্ল্যাকেনশিপ ছেলে দুটোকে আর আটকে রাখতে পারল না। জোর করে নিজেদের ছাড়িয়ে ওরা ছুটে এগোল স্পাইডারের অসাড় দেহটার দিকে।

গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দের পর এখন সব নীরব। বারান্দার কাঠের মেঝেতে খালি কার্তুজগুলো পড়ার আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ডেপুটিরা তাদের পিস্তলে তাজা বুলেট ভরছে। স্টকবার্ন বিরূপ চোখে ছেলে দুটোকে বাপের লাশের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাঁদতে দেখে

বইঘর.কম

শার্টে নিজের হাত মুছল।

কান্না চেপে বোবা-প্রতিবাদে স্টকবার্নের দিকে চেয়ে রক্ত মাখা একটা হাত তুলল এডি। ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে একটু পিছিয়ে গেল লোকটা।

'ওকে কার্বন ক্যানিয়নে নিয়ে যাও,' ছেলে দুটোকে নির্দেশ দিল মার্শাল। 'আর তোমাদের প্রীচারকে কাল সকালে আমার সাথে দেখা করতে বোলো। সে না এলে আমরাই ওকে খুঁজতে যাব। তাতে অযথা আরও মাইনার হয়তো মারা পড়বে।'

গোড়ালির ওপর ঘুরে ভিতরে চলে গেল স্টকবার্ন। ডেপুটিরা নীরবে ওকে অনুসরণ করল। অবুঝ ছেলে দুটো ড্যাডির লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে দুলেদুলে কাঁদছে।

কার্বন ক্যানিয়নে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। অল্প আলোয় ক্ষীণ ঝর্নাটা চিকচিক করছে। কাছেই ঝোপ আর পাথরের আড়ালে কাঠবিড়ালির দল মহা আনন্দে খেলে বেড়াচ্ছে।

কয়েকটা কেবিনের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। পানির অভাবে আজ দুপুরের পর মাইনাররা কেউ কাজে আসেনি। বাড়িতে বসে সবাই বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছে। প্রীচার নেই, ঝর্নাও শুকিয়ে গেছে, এখন ওরা কে কি করবে সেটাই প্রধান সমস্যা।

মারিয়া ফিশারের সমস্যা একটু ভিন্ন ধরনের। ওয়ানিতাকে পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়েটা দুপুরের খাওয়াও খেতে আসেনি। প্যাটের অনুমতি নিয়ে সেই যে বেরিয়েছে, আর ফেরেনি। খবর পেয়ে প্রতিবেশী যারা ওকে খুঁজতে বেরিয়েছিল, তারা ফিরে এসেছে। কার্বন ক্যানিয়নে কোথাও নিতা নেই। দুশ্চিন্তায় কেঁদে-কেঁদে মারিয়ার চোখ লাল হয়ে গেছে। সারাদিন ওরও কিছু খাওয়া হয়নি—কেবল কেঁদেছে। যতক্ষণ দিনের আলো ছিল, আশার আলোও ছিল—কিন্তু লোকজন বিফল হয়ে

boighar.com

খোঁজাখুঁজি ছেড়ে ফিরে আসার পর মিসেস ট্রেভার আর ওকে সামলাতে পারছে না।

'এই চা-টুকু খেয়ে নাও, মারিয়া,' বলল বিয়েট্রিস। 'এতে স্যাসাফ্র্যাস আছে, একটু ভাল লাগবে।'

মারিয়া কাপটা নিল, কিন্তু কোন কথা বলল না।

'মিছে দুশ্চিন্তায় শরীর খারাপ করে লাভ নেই—উপরওয়ালাই নিতাকে দেখবেন।' সান্ত্বনা দেয়ার মত আর কোন কথা খুঁজে পেল না বিয়েট্রিস।

হঠাৎ সশব্দে কেবিনের দরজাটা খুলে গেল। পাঁজাকোলো করে নিতাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল প্রীচার।

মুহূর্তে মেয়েটার নোঙরা জামা আর ছেঁড়া ব্লাউজ দেখে নিয়ে স্ট্রেঞ্জারের দিকে তাকাল মারিয়া। ওর চোখে একটা অব্যক্ত প্রশ্ন।

'ও ঠিকই আছে,' আশ্বাস দিল লোকটা। 'ক্ষতি হয়নি। শুধু একটু বিশ্রাম দরকার।'

নিতাকে নিয়ে সোজা পিছনের শোবার ঘরে ঢুকে গেল প্রীচার। এতক্ষণে সংবিৎ ফিরল মারিয়ার। একটা অস্ফুট কান্নার শব্দ করে পিছন-পিছন ছুটল নিতার মা। মেয়ের গালে আদর করে হাত বুলিয়ে দিল ও।

ওয়ানিতাকে তার বিছানায় সাবধানে শুইয়ে বালিশটা মাথার নিচে ঠেলে দিল প্রীচার। শূন্যদৃষ্টিতে ছাদের দিকে চেয়ে আছে মেয়েটা। কথা বলছে না। ওর মনটা যেন আতঙ্ক আর বিভ্রান্তির মাঝে আর কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সতর্ক হাতে নিতার ছেঁড়া ব্লাউজটা দিয়েই ওর গা ঢেকে দিল স্ট্রেঞ্জার।

'কি হয়েছিল?' ফিসফিস করে প্রশ্ন করল মারিয়া। মেয়ের দিকেই চেয়ে রয়েছে ও।

'টিম ডার্বির কাজ।' মুখের ওপর থেকে এক গোছা চুল সরিয়ে দিল

বইঘর.কম

প্রীচার। 'লোকটা—লোকটা চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি।'

পরপর দ্রুত কয়েকবার চোখের পাতা ফেলে বাস্তবে ফিরে এল নিতা। এবার স্ট্রেঞ্জারের দিকে চেয়ে ওকে চিনতে পারল।

'সব ঠিক আছে, নিতা। কামরায় নিজের বিছানাতেই তুমি আছ। তোমার মা-ও এখানে আছে।'

ফুঁপিয়ে উঠল মেয়েটা। শব্দটা বুকের ভিতর থেকে এল—কৃতজ্ঞতার নির্ভেজাল স্বীকৃতি। সব ভুলে দুহাতে প্রীচারের গলা জড়িয়ে ধরল নিতা।

মেয়ের চোখের ভাষায় মারিয়ার কাছে সবকিছু দিনের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। অপ্রত্যাশিত, আর বিস্ময়কর। গত কয়েকদিন নিতার অদ্ভুত আচরণ, কম কথা বলা, এবং মাঝেমাঝে আনমনা হয়ে যাওয়ার কারণ এখন সে বুঝতে পারছে।

বলতে চাইছে, কিন্তু মারিয়ার মুখ দিয়ে কথা সরছে না। এই নতুন উপলব্ধি ওকে বোবা করে দিয়েছে। কিন্তু এটাই শেষ নয়, আজ রাতে ওকে আরও কয়েকটা ধাক্কা খেতে হবে।

মেয়েকে নিরাপদে ফিরে পেয়ে আশ্বস্ত মারিয়া এবার প্রীচারের দিকে নজর দেয়ার অবসর পেল। সাদা কলার ছাড়া শার্ট, আর কোমরে ঝোলানো পিস্তলটা এতক্ষণে ওর চোখে পড়ল। লোকটার দিকে তাকাল—সেই একই পরিচিত মুখ, কিন্তু ভিন্ন চেহারা।

কেবিনের বাইরে পায়ের আওয়াজের সাথে প্যাটের উদ্বিগ্ন স্বর শোনা গেল।

'প্রীচার! তুমি একটু বাইরে এসো!'

লম্বা লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়াল। মুহূর্তের জন্যে মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বুঝল মেয়েটার মনে প্রচণ্ড ঝড় বইছে। বেরোবার জন্যে পা বাড়াল সে।

ওকে দেখার সাথে সাথেই হড়বড় করে কথা বলতে শুরু করল

boighar.com

মাইনার।

'ট্রেভার সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে তুমি নাকি ওয়ানিতাকে নিয়ে ফিরেছ? কেমন···?' প্রীচারের কোমরে পিস্তল ঝুলতে দেখে মাঝপথেই প্যাটের কথা থেমে গেল।

'একটু বিধ্বস্ত অবস্থা। কিন্তু বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

একটু ইতস্তত করল প্যাট। একদিনে এত কিছু ঘটে যাচ্ছে যে কিছুই ওর মাথায় ঢুকছে না। শেষে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আমিই নিতাকে দেখতে যেতাম, কিন্তু এদিকে সাংঘাতিক একটা ঘটনা ঘটেছে। স্পাইডার খুন হয়ে গেছে!'

দুজনে ক্রীকের ধারে রাখা ওয়্যাগনটার দিকে এগোল। ক্যানিয়নের সবাই জড়ো হয়েছে ওখানে। বুলেটের আঘাতে ছিন্নভিন্ন স্পাইডারের লাশটার দিকে অনেকক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইল স্ট্রেঞ্জার। ওর চেহারায় ভাবের কোন পরিবর্তন এল না। দেখা শেষ হলে রক্ত মাখা তেরপল টেনে দেহটা ঢেকে দিল।

এডি স্মিথ কান্না চেপে রেখে যা ঘটেছে তার বিবরণ দেয়ার চেষ্টা করছে। 'তারপর সে আর তার লোকজন ড্যাডিকে গুলি করে মেরে ফেলল। বারবার গুলি ছুঁড়েই চলল। যেন আর থামবে না।' শোকে ছেলেটার স্বর বুজে এল।

'ওরা এমন কেন করল?' ওর ভাই অনেকটা নিজের মনেই বিড়বিড় করল। উদাস ভাবে একদৃষ্টে তেরপলটার দিকে চেয়ে আছে টেডি। 'ড্যাডি ওদের কি ক্ষতি করেছিল? জীবনে কারও কোন ক্ষতি সে করেনি। তবু কেন? কেন, কেন, কেন?'

সরল প্রাণ টেডির প্রশ্নের জবাব নীরব মাইনারদের জানা নেই। এর আগে পর্যন্ত ডার্বি ওদের ভয় দেখিয়েছে, মুরগি মেরেছে, জামা-কাপড় নোঙরা করেছে, কাজের জিনিসপত্র ভেঙেছে। ওদের জন্যে ক্ষতিকর হলেও ব্যাপারটা প্রায় খেলার পর্যায়েই ছিল। কিন্তু স্পাইডারের লাশ

বইঘর.কম

প্রমাণ দিচ্ছে লোকটা এখন আর খেলছে না। খেলা শেষ।

স্পাইডার স্মিথই ছিল কার্বন ক্যানিয়নের সবথেকে পুরোনো বাসিন্দা। কাউকে কখনও হিংসা করেনি লোকটা; বরং নতুন মাইনারদের সে সাদরে গ্রহণ করেছে—উৎসাহ দিয়েছে। কিন্তু পাহাড়ের মত অটল স্পাইডার আজ আর নেই।

'ওটা সেই লোক, তাই না?' ট্রেভার মুখ তুলে প্রীচারের দিকে চাইল। 'ওই মার্শালের ব্যাপারেই তুমি আমাদের সাবধান করেছিলে না?'

লম্বা লোকটা ওয়্যাগন থেকে চোখ সরিয়ে ঝর্নার উপরের দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ। স্টকবার্ন। স্টকবার্ন আর তার ডেপুটির দল। আমি জানতাম জিম ডার্বি ওকেই ভাড়া করে আনাবে।' ওয়্যাগনের ওপর স্পাইডারের লাশটার দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু আমি বুঝিনি ও আজই মদ খেয়ে সেলিব্রেট করতে শহরে যাবে।'

হঠাৎ এডি বলে উঠল, 'কাল সকালে প্রীচারকে দেখা করতে বলেছে মার্শাল। না গেলে, লোকজন নিয়ে সে নিজেই খুঁজতে আসবে।'

সবাই চুপ করে আছে। ভুরু কুঁচকে বন্ধুর দিকে তাকাল প্যাট।

'বুঝলাম না। তোমাকে যেতে বলেছে কেন? ক্লেইম তো আমাদের।'

সবার চোখ স্ট্রেঞ্জারের ওপর। সাদা কলার ছেড়ে কোমরে সিল্ক গান ঝোলানোতে ওরা এখন প্রীচারকে একটু ভিন্ন চোখে দেখছে।

জেক হেন্ডারসন প্রশ্ন করল, 'তুমি কি স্টকবার্নকে চেনো? সেই রাতে তুমি যখন আমাদের সাবধান করেছিলে তখন কিন্তু তাই মনে হয়েছিল। সত্যিই কি তাই?'

প্রত্যেকে ওর জবাবের অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল স্ট্রেঞ্জার।

'ওই রাতে তোমরা যা স্থির করেছিল, তাতে সাহসের পরিচয়

boighar.com

আছে। ভোটে তোমরা একসাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে। সেটাই তোমাদের করতে হবে। তোমরা এখানে যা কিছু গড়েছ তা রক্ষা করতে হলে কেবল শুকনো কথায় কাজ হবে না, দরকার হলে তোমাদের লড়তে হবে। তোমরা কি করবে, সেটা তোমরাই বিচার করে বুঝে ঠিক করবে—ওখানে আমার বলার কিছু নেই।

'স্পাইডার একা গিয়েছিল, সেটা ওর ভুল। সে মাতাল ছিল, সেটা আরও খারাপ। তোমাদের এখনই ভাল করে বুঝতে হবে, ডার্বির মত লোকজনের বিরুদ্ধে জিততে হলে তোমাদের একজোট হয়ে থাকতে হবে। নইলে টিকতে পারবে না। আগামীকাল যা-ই ঘটুক, একতা না থাকলে টাকার কাছেই তোমাদের আত্মা বিকিয়ে দিতে হবে।' একে-একে সবার ওপর চোখ বুলিয়ে স্ট্রেঞ্জারের নজর তেরপলে ঢাকা লাশটার ওপর স্থির হলো।

'লোকটার বুকের পাটা ছিল বটে। যোগ্য মর্যাদার সাথে ওকে কবর দেয়া উচিত।'

পিছন থেকে অনিশ্চিত একটা স্বর শোনা গেল।

'আমাদের এখানে মানানসই কোন কবরখানা নেই, প্রীচার।'

'এই ক্যানিয়নে আর কাউকে কবর দেয়া হয়নি?'

'হয়েছে।'

'মানুষই মাটিকে পবিত্র করে—মাটি মানুষকে নয়। এই জমির জন্যেই সে প্রাণ দিয়েছে, তাই এখানেই ওর কবর হওয়া উচিত।' লম্বা লোকটা ঘুরে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল।

'প্রীচার?' পিছন থেকে চট করে ডাকল ট্রেভার। থেমে ঘুরে দাঁড়াল স্ট্রেঞ্জার। ট্রেভারকে নার্ভস দেখাচ্ছে। 'তুমি কাল সকালে শহরে যাচ্ছ তো?'

কতক্ষণ মাইনারের চোখের দিকে চেয়ে থেকে কোন জবাব না দিয়েই আবার ঘুরে চলে গেল প্রীচার। রেগে উঠে প্রতিবেশীর কাছে

বইঘর.কম

কৈফিয়ত দাবি করল প্যাট্রিক।

'এমন কথা তুমি মুখে আনতে পারলে? ও এতক্ষণ যা বলল তার একটা কথাও কি তোমার কানে যায়নি?' বাকি সবার দিকে তাকাল মাইনার। 'তোমরাও কি শোনোনি প্রীচার কি বলেছে?'

কেউ ওর কথার জবাব দিল না। ওর চোখের দিকেও তাকাতে পারল না কেউ। একে-একে সবাই বাড়ির পথ ধরল।

নিরাশ ভাবে মাথা নেড়ে নিজেই কবর খোঁড়ার জন্যে একটা কোদাল তুলে নিল প্যাট।

## এগারো

একা থাকতে চায় ও। জনসনের তীব্র প্রতিবাদ আর সবিনয় অনুরোধেও কাজ হলো না। অতিথি ব্যাখ্যা দিল আতিথেয়তার কোন ত্রুটি হয়নি। সে কেবল একটু একা থাকতে চায়।

তাই উলরিকের পরিত্যক্ত কেবিনেই তাকে থাকার জায়গা করে দেয়া হয়েছে। টেবিলের ধারে বসে .৪৪ পিস্তলে একটা-একটা করে গুলি ভরছে। প্রত্যেকটা কার্তুজ চেম্বারে ঢুকাবার আগে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখছে। টেবিলের ওপর উস্কে দেয়া তেলের বাতিটা সোনালি আলো ছড়াচ্ছে। পিছনে প্যাট্রিকের দেয়া পটে কফি ফুটছে।

বারান্দায় কাঠের তক্তা ককিয়ে উঠল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকল দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মারিয়া। এক মুহূর্ত স্ট্রেঞ্জারের দিকে চেয়ে থেকে, ভিতরে এসে দরজা বন্ধ করল

boighar.com

মেয়েটা।

আবার নিজের কাজে মন দিল প্রীচার। ওর হাতের পিস্তলটা বাতির কোমল আলোয় চিকচিক করছে। মনে হচ্ছে নীল ইস্পাত থেকেই যেন নিজস্ব একটা আলো বেরোচ্ছে। মারিয়ার দিকে না চেয়েই সে কথা বলল।

'ওয়ানিতা কেমন আছে?'

'ও ঘুমাচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে ফিরিয়ে আনার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ।'

'বাড়তি ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। আমি সময় মত পৌঁছতে পেরেছিলাম, এতেই আমি খুশি।'

নীরবে দাঁড়িয়ে নিপুণ হাতে স্ট্রেঞ্জারের মারণাস্ত্র নাড়াচাড়া লক্ষ করছে মারিয়া। প্রথমে সুশৃঙ্খল ভাবে বাকি গুলিগুলো চেম্বারে ভরল। তারপর একটা পুরোনো নেকড়া দিয়ে আগেই পালিশ করা অস্ত্রটাকে আবার যত্ন করে মুছল। স্ট্রেঞ্জারকে এমন অভ্যস্ত হাতে পিস্তল সামলাতে দেখে ভয় পাচ্ছে মেয়েটা।

'প্রথম দিন প্যাটের মুখে শহরে কি করেছ শুনেই আমি বুঝেছিলাম তুমি একজন গানফাইটার।'

একটু হাসল প্রীচার। 'তাই নাকি? কি করে বুঝলে?'

'দক্ষ পিস্তলবাজ ছাড়া এদেশে তিনজনের বিরুদ্ধে কেউ একা লড়তে যায় না।'

'তাই?'

boighar

'ঠাট্টা কোরো না।' নড্ করে পিস্তলটা দেখাল মারিয়া। 'ওটা তাহলে কি?'

'অনেকেরই পিস্তল আছে। তাই বলে ওরা সবাই কি গানম্যান?'

জবাব দেয়ার আগে কথাটা নিজের মনেই একটু ভেবে দেখল মারিয়া।

বইঘর.কম

'তুমি টিম ডার্বির কি অবস্থা করেছ তা আমি ওয়ানিতার কাছে শুনেছি। ওখানে, ওরই ক্যাম্পে, ওরই লোকজনের সামনে। গানফাইটার ছাড়া আর কেউ কি ওই কাজ করে পার পেত?'

ওর কথার কোন জবাব দিল না স্ট্রেঞ্জার। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কফি পটটা দেখিয়ে বলল, 'বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। কফি খাবে?'

নড়ল না মারিয়া, কথাও বলল না। কেবিনের বন্ধ দরজার ফাঁক গলে বাতাস ঢুকছে ভিতরে।

'কার্বনের লোকজন বলাবলি করছে, তুমি নাকি আগামীকাল মার্শাল আর তার ডেপুটিদের মোকাবিলা করতে শহরে যাচ্ছ। একা।'

টেবিলের ওপর রাখা খাপে পিস্তলটা ঢুকিয়ে রাখল স্ট্রেঞ্জার। 'ওরা তাই বলছে?'

'কথাটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'প্লীজ, যেয়ো না।'

কাঁধ উঁচাল সে। 'এটা একটা পুরোনো দেনাপাওনার হিসাব। কার্বন ক্যানিয়নের সমস্যার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। শেষ বোঝাপড়ার সময় এসেছে এখন।'

'কোন কিছুতেই কি তোমাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না?'

জবাব দিল না স্ট্রেঞ্জার। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মারিয়া অনেকটা নিজের মনেই কথা বলে চলল।

'তোমার কাউকে কিছু না বলে এভাবে চলে যাওয়া আমাকে পুরোনো একটা ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। আরও একজন এমনি কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গেছিল।

'মাঝেমাঝে মানুষের জীবনে এই ধরনের ঘটনা ঘটা ভাল। এতে মানুষ কি হারাল তা বড় করে না দেখে তার কি আছে সেটা ভাল করে উপলব্ধি করার সুযোগ পায়। আমারও চেতনা ফিরছে—ঠিক করেছি

boighar.com

কল্পনার রাজ্যে আর বাস করব না, প্যাটকেই আমি বিয়ে করব।'

'চমৎকার সিদ্ধান্ত,' সায় দিল প্রীচার। 'প্যাট খুব ভাল লোক। আদর্শ স্বামী হবে ও।'

'তাতে আমারও সন্দেহ নেই। কিন্তু এর আগে আমি নিশ্চিত হয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না।'

কাছে সরে এসে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে লম্বা লোকটার গালে একটা চুমো খেয়ে দরজার দিকে এগোল মারিয়া।

'গুডবাই, স্ট্রেঞ্জার,' দরজা খুলে কোমল স্বরে বলল ও।

'গুডবাই, মারিয়া।'

খুব ভোরে উঠেছে স্ট্রেঞ্জার। আজ ওর অনেক কাজ। নষ্ট করার মত সময় মোটেও নেই। শেভ করে হাতমুখ ধুয়ে সামান্য কিছু নাস্তা সেরে নিল। পিস্তল আর কার্তুজ আর একবার চেক করে দেখল। বেরোবার আগে একটা কাজই কেবল বাকি।

বাক্সের ভিতরে কি আছে তা সে জানে। ডালা খুলে দেখল ছ-ইঞ্চি লম্বা লাল সিলিন্ডারগুলো সুন্দর করে থরেথরে সাজিয়ে রাখা আছে। ডিনামাইট আর সলতে স্যাডলব্যাগে ভরে বেরিয়ে এল প্রীচার।

ঘোড়ার পিঠে চেপে কেবিন আর কার্বন ক্যানিয়নের পরিবেশটা শেষবারের মত একবার দেখে নিয়ে রওনা হলো। আজ ওভারকোট পরেনি ও। ওটা বেডরোলের ভিতর ঘোড়ার পিছন দিকে বাঁধা আছে।

চমৎকার একটা সকাল। শীত তেমন নেই—বাতাসে কেবল শীতের সামান্য একটু পূর্বাভাস রয়েছে। হঠাৎ আলোর একটা ঝিলিক দেখে পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েছিল ও—কিন্তু পরক্ষণেই ওর পেশীগুলো আবার ঢিলে হলো।

প্যাট্রিক ঘোড়ার পিঠে বেরিয়ে এসেছে কেবিনের আড়াল থেকে। কোলের ওপর রাখা পুরোনো শার্পস্ .৫৯-৯০ রাইফেলের নল থেকেই

বইঘর.কম

আলো প্রতিফলিত হয়েছিল। বোঝা যাচ্ছে, কেবিনের আড়ালে স্ট্রেঞ্জারের প্রতীক্ষাতেই ছিল সে। দাঁত বের করে হাসছে মাইনার।

ওর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল স্ট্রেঞ্জার।

'মর্নিঙ, জনসন। আজ খুব সকালে উঠেছ মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, একটু সকালেই উঠেছি।' আকাশের দিকে চাইল লোকটা। 'চমৎকার দিন। এমন একটা দিন বিছানায় শুয়ে নষ্ট না করে একটু বেড়ানো ভাল। দেখছি তোমারও একই ইচ্ছা।'

'কিছু কাজ আছে আমার।' বিশাল আকৃতির রাইফেলটার দিকে তাকিয়ে নড করল প্রীচার। 'ভারি যন্ত্র। পেরেক ঠোকা বা মোষ শিকারের জন্যে ভাল। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এদিকে হাজার মাইলের মধ্যে কোন মোষ নেই।'

'কি শিকার করতে চাও তার ওপর নির্ভর করে। যাক, এমন দিনে বেড়ানো সঙ্গী ছাড়া ঠিক জমে না। চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

বন্দুকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল লম্বা লোকটা। প্যাট নার্ভাস, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সিদ্ধান্তে অটল।

'আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে কিন্তু মোষ নেই।'

'আমি জানি।' জিনের ওপর নড়েচড়ে বসল মাইনার। ভাবটা এমন যে ঠিক হয়ে বসাতেই যেন রাইফেলের নলটা প্রীচারের দিকে ফিরেছে। শক্তিশালী অস্ত্র, কিন্তু সাইজে বেঢপ। তাড়াহুড়া করে তাক করা কঠিন। তাছাড়া একবারে কেবল একটাই গুলি ছোঁড়া যায়।

'ওই কামান দিয়েও তুমি সুবিধা করতে পারবে না।'

পিছু হটার পাত্র নয় ও। 'সেটা আমি বিচার করব।'

একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে আছে প্রীচার। কিন্তু কোন লাভ হলো না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্যাট চোখ সরিয়ে নিল না, নীরবে তাকিয়ে রইল। শেষে কাঁধ উঁচাল স্ট্রেঞ্জার।

'যেমন তোমার খুশি।'

boighar.com

লাগামে ঝাঁকি দিয়ে আগে বাড়ল অতিথি। পাশাপাশি এগোচ্ছে জনসন। কেউ কথা বলছে না। প্রয়োজন নেই। যা বলার সব বলা হয়ে গেছে।

কোবল্ট ক্যানিয়নের তলায় সকালের রোদ পৌঁছেনি। বাঙ্কহাউসের দরজা এখনও বন্ধ। রান্নাঘরের চিমনি দিয়ে ধোঁয়ার সাথে ভাজা বেকন আর টাটকা রুটির গন্ধ বাতাসে ভাসছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পুরোদমে কাজ শুরু হয়ে যাবে।

একটা স্টেলার জে পাখি কোথাও কিচির-মিচির করছে। ভোরের আগমন বার্তা জানাচ্ছে। হঠাৎ আঁৎকে উঠে কর্কশ চিৎকার দিয়ে আকাশে উড়ল ও। একই সাথে মনিটর প্ল্যাটফর্মের গোড়ায় একটা কমলা রঙের আলো বিচ্ছুরিত হলো। পরক্ষণেই মাটি-কাঁপানো প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল। কাঠের প্ল্যাটফর্মটা ফেটে চৌচির হয়ে চারপাশে ছিটকে পড়ল। মনিটরটা শূন্যে উঠে কিছুক্ষণ যেন স্থির হয়ে রইল, তারপর আছড়ে পাথরের ওপর পড়ে ভেঙে চুরমার হলো।

পিছল আর অসমান জমির ওপর দিয়ে ছুটে বিস্ফোরণের ধুলোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল প্রীচারের ঘোড়া। স্ট্রেঞ্জার তার দাঁতের ফাঁকে শক্ত করে কামড়ে ধরে আছে লম্বা একটা জ্বলন্ত চুরুট। ডান হাতে রয়েছে ছ-ইঞ্চি দুটো লাল ডিনামাইট। এবার চল্লিশ-ফুট স্লুইসের দিকে ঘোড়া ছুটাল সে। চুরুটের ছোঁয়ায় তারা-বাজির মত জ্বলে উঠল ডিনামাইটের ফিউজ। পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময়ে ওগুলো স্লুইসের তলায় ছুঁড়ে ফেলল প্রীচার।

পরপর দুটো বিস্ফোরণের সাথে স্লুইসের টুকরোগুলো আকাশে উড়ল। পাথরে বাড়ি খেয়ে আগুনের ফুলকি তুলে নিচে পড়ল তোবড়ানো লোহা।

ওই সময়ে জনসনও বসে নেই। সেও কাজে ব্যস্ত। একটা জ্বলন্ত

বইঘর.কম

ডাইনামাইট স্টিক যন্ত্রপাতি রাখার শেডের পাশে ফেলে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটাল। উড়ে যাওয়ার ভয়ে এক হাতে নিজের হ্যাটটা ধরে রেখেছে। শো উপভোগ করার জন্যে অপেক্ষা করতে মোটেও রাজি নয় প্যাট।

বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি ক্যানিয়নের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ফিরছে। যন্ত্রপাতির শেডটা ম্যাচ বাক্সের মত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। পেরেক, গাঁইতি, বেলচা আর কাঠের টুকরো চারপাশে ছিটিয়ে পড়ল।

দড়াম করে বাঙ্কহাউসের দরজা খুলে গেল। দরজার মুখে বিশাল আকারের বাম্বা এসে দাঁড়াল। মনিটর, স্লুইস আর যন্ত্রপাতির শেডের অবস্থা দেখে ওর চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো। যে এই তাণ্ডবলীলা ঘটিয়েছে তাকে মাত্র দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর বিস্ময় আরও বাড়ল।

স্বয়ং প্রীচার। সহজ ভঙ্গিতে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে লম্বা লোকটা। ওর হাতে একটা ডিনামাইটের জ্বলন্ত সলতে ঝলকাচ্ছে। কিন্তু ওটা বাঙ্কহাউসের দিকে ছুঁড়ে না দিয়ে শক্ত করে ধরে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বাম্বার দিকে তাকাল।

বাম্বা বুদ্ধিমান না হলেও সে হাঁদা নয়। মুহূর্তে বুঝে নিল প্রীচার কি বোঝাতে চাইছে। ঘাড় ফিরিয়ে চিৎকার করে বাঙ্কহাউসের সবাইকে সাবধান করল ও। এক সেকেন্ডে ফাঁকা হয়ে গেল ওটা। ঘুমের চোখে অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় ছুটে বেরিয়ে লোকগুলো কাভার নিতে ঝাঁপ দিল।

শেষ লোকটা বেরিয়ে যাবার পর প্রীচার ডিনামাইটটা ভিতরে ছুঁড়ে মারল। ফিউজের কেবল মাত্র আধইঞ্চি বাকি ছিল। দ্রুত ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ছুটল স্ট্রেঞ্জার। বাম্বার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে তর্জনী তুলে হ্যাট ছুঁয়ে ওকে স্যালিউট জানাল প্রীচার। জবাবে দাঁত বের করে হেসে মাটিতে মাথা গুঁজল সে।

সেকেন্ড তিনেক পরে বিস্ফোরণ ঘটল। কাঠ, জামা-কাপড়,

boighar.com

ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সব আকাশের দিকে উড়ল। কিছু একটা জিনিস দৈত্যের পিঠে বাড়ি খেয়ে ওর মুখের কাছেই পড়ল। চোখ খুলে দেখল ওটা শেভ করার তোবড়ানো একটা টিনের বাটি। কেন যেন ওর মনে হলো কাভার ছেড়ে ওঠার সময় এখনও হয়নি।

সিদ্ধান্তটা ভাল নিয়েছে বাম্বা। কারণ কোবল্ট ক্যানিয়ন ক্যাম্পে প্যাট আর প্রীচারের কাজ তখনও শেষ হয়নি। একের পর এক আরও অনেকগুলো বিস্ফোরণ ঘটল। বেছে-বেছে যা কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল, সবই ধ্বংস করল ওরা। সবগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামল না। ওখানে এখন একটা কাঠামোও আর দাঁড়িয়ে নেই। ধুলোয় ভরে উঠেছে ক্যানিয়নের বাতাস।

কাজ শেষ করে ধুলো-বালির ভিতর দিয়ে দক্ষিণ ঢালের মাথায় উঠে এল ওরা। ওখানে থেমে নিচের দিকে তাকিয়ে নিজেদের কীর্তি দেখল। বাঙ্কহাউসের ধ্বংসাবশেষে আগুনের ছোট ছোট শিখা খেলে বেড়াচ্ছে। আজ আর ওদের রান্নাঘরে কোন নাশতা পরিবেশন করা হবে না। এতক্ষণে লোকজনকে নড়াচড়া করতে দেখা যাচ্ছে। পুরোপুরি ধ্বংসের হাত থেকে নিজেদের জিনিসপত্র বাঁচাবার চেষ্টা করছে ওরা। ওদের কারও মধ্যে পালটা আক্রমণ করার মনোভাব দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া করালের মুখ খুলে দিয়েছিল প্রীচার। বিস্ফোরণের শব্দে ঘোড়াগুলো ভয়ে ছুটে পালিয়েছে।

বিদায় জানাতে চুরুটে সলতে ঠেকিয়ে একটা ডিনামাইট ধরাল প্রীচার। নিচে ছুঁড়ে দেয়ার সময়ে হাত থেকে ফস্কে জ্বলন্ত ডিনামাইট প্যাটের ঘোড়ার তলায় গিয়ে পড়ল।

'আহ্ হা,' দুঃখ প্রকাশ করল লম্বা লোকটা।

আতঙ্কগ্রস্ত প্যাট লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তাড়াতাড়ি ডিনামাইটটা তুলে নিচের দিকে ছুঁড়ে দিল। আবার বিস্ফোরণের শব্দে লোকজন কাভার নেয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বইঘর.কম

বিস্ফোরকটা ফাটার আগেই একটু ঝুঁকে প্যাটের ঘোড়ার পাছায় জোরে একটা চাপড় বসাল প্রীচার। আরোহী বিহীন মেয়ার আচমকা চাপড়ের সাথে নিচে থেকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে দিশেহারার মত ছুটে পালাল। অবাক চোখে বন্ধুর দিকে তাকাল জনসন।

'ব্যাপারটা কি?' কৈফিয়ত দাবি করল সে।

লম্বা লোকটা হেসে নিজের ঘোড়া নিয়ে রওনা হলো। 'তুমি ভাল লোক, প্যাট্রিক। তোমার কপাল দেখে হিংসে হয়। মারিয়া আর ওয়ানিতাকে নিয়ে তুমি সুখে থাকো।'

'এই, এক মিনিট! তুমি এভাবে—!'

কিন্তু তাই করল স্ট্রেঞ্জার। পরবর্তী ঢাল বেয়ে দ্রুতবেগে শহরের দিকে ছুটে চলেছে ওর ঘোড়া। অসহায় ভাবে তাকিয়ে রইল প্যাট।

পরিস্থিতিটা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখার চেষ্টা করছে ও। শেষ পর্যন্ত ঘোড়াটা থামবে। কিন্তু থামার পর দিব্যি আনন্দে তাজা ঘাস খাওয়া শুরু করবে। ঘোড়া খুঁজে বের করে শহরে পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে। তখন আর ওর সাহায্য কারও কাজে আসবে না।

ওকে সম্পূর্ণ বোকা বানিয়েছে প্রীচার। বুঝতে পারছে লোকটা কেন এই কাজ করেছে। ওর বিপদ ঘটতে পারে মনে করে স্ট্রেঞ্জার শুরু থেকেই ওকে সঙ্গে নিতে চায়নি। বন্ধুর আচরণে প্রথমে ভীষণ রেগে গেলেও কারণ বুঝতে পেরে ওর মনের ভাব বদলাল। মুখ তুলে দূরে ঢালের মাথায় ঘোড়ার পিঠে স্ট্রেঞ্জারকে অদৃশ্য হতে দেখে হাত নাড়ল প্যাট।

'বিদায়—প্রীচার।' এবার ঘুরে তার মেয়ারটা যেদিকে গেছে সেদিকে হাঁটতে শুরু করল।

কেবিনের সামনে সকালের মিষ্টি রোদ এসে পড়েছে। ব্রাশ দিয়ে চুল

boighar.com

আঁচড়াতে-আঁচড়াতে নিজের কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এল ওয়ানিতা। আজ সকালে সে চার বার চুল ধুয়েছে, কিন্তু তবু নিজেকে ওর পুরোপুরি কলুষমুক্ত মনে হচ্ছে না।

নাস্তা তৈরির কাজে ব্যস্ত মারিয়া। তাই কামরায় মেয়ের উপস্থিতি একটু দেরিতে টের পেল।

'আমি ভেবেছিলাম তুমি এখনও ঘুমাচ্ছ।' মেয়ের সাজ-সরঞ্জাম লক্ষ করে সে আবার বলল, 'সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে। বাইরে কোথাও যাচ্ছ?'

'না, বাইরে কোথাও যাচ্ছি না,' নরম স্বরে জবাব দিল নিতা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চুল ব্রাশ করছে ও। 'প্রীচার চলে গেছে, তাই না?'

মেয়ের কথায় কিছুটা অবাক হলো মারিয়া।

'হ্যাঁ, চলে গেছে।'

'ওকে বিদায় জানিয়েছ তুমি?'

'হ্যাঁ। তোমাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার জন্যে গতরাতে আমি ওকে ধন্যবাদ জানাতে গেছিলাম। তখনই বিদায় জানিয়েছি।'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। গম্ভীর চেহারায় ওকে এখন পরিণত বয়স্ক দেখাচ্ছে।

'আমি বিদায় দিতে পারলাম না। খুব খারাপ লাগছে।'

দরজা খুলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল নিতা। ওদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার নিজের কাজে মন দিল মারিয়া।

বইঘর.কম

## বারো

চমৎকার রোদ-ঝলমলে উজ্জ্বল একটা দিন। ডার্বির ফোরম্যান আয়েশ করে দালানের সামনের বারান্দায় বসে দিনটাকে উপভোগ করছে। বর্তমানে সবকিছু ওর পছন্দ মত চলছে। ওখানে জেণ্ড আর টাইসনের সাথে আরও দুজন কর্মচারী রয়েছে। মনের আনন্দে ওদের সাথে আড্ডা মারছে ম্যাগিল। গত সপ্তাহের ঝামেলা নিয়ে এখন আর কোন চিন্তা নেই ওর। স্টকবার্ন আর তার ডেপুটিরা সব সামলাবে।

ম্যাগিলকে স্বয়ং ডার্বি আশ্বাস দিয়েছে, সপ্তাহ শেষ হওয়ার আগেই কার্বন ক্যানিয়নে কাজ শুরু হবে। তখন লাভের সাথে তার বোনাসও বাড়বে।

শহরের কিছু লোকজন নিজেদের কাজে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করছে। বেশিরভাগ লোকই এখন কাজে ব্যস্ত। ম্যাগিল আর তার সঙ্গীরাও কিছুক্ষণ পর কাজে রওনা হবে। ওয়্যাগন বোঝাই করে সাপ্লাই নিয়ে ক্যাম্পে যাবে ওরা।

হঠাৎ চোখ কুঁচকে দূরে তাকাল ম্যাগিল। তারপর চোখ মুছে আবার তাকাল। উজ্জ্বল আলোয় ধুলোবালির মধ্যে সে কি ভুল দেখছে? কিন্তু কাঠামোটা খুব পরিষ্কার আর স্পষ্ট।

'আশ্চর্য ব্যাপার,' বিড়বিড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ফোরম্যান। এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ বুঝতে না পেরে সবাই অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চাইল। পরে একে-একে সবাই দেখল


boighar.com

ম্যাগিল কেন উত্তেজিত হয়েছে।

রাস্তার শেষ মাথায় মোড় নিয়ে শহরে ঢুকছে একজন অশ্বারোহী। মাপা ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে ঘোড়াটা। আরোহীর কোন তাড়া নেই।

এর পরে শহরের নাপিত ওকে দেখল। জানালার পাশ দিয়ে লোকটাকে যেতে দেখে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। পোস্টমিস্ট্রেস ওকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে দরজা বন্ধ করল।

কেবল মৃতের সৎকারক টমাসের মধ্যে বিশেষ কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল না। তবে জানালার খড়খড়ি বন্ধ করতে সে ভুলল না। জানালার রঙিন কাঁচ দুষ্প্রাপ্য।

খবরটা পেয়ে জিম ডার্বি নীরবে হাত নেড়ে সংবাদ-দাতাকে বিদায় করল। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। স্টকবার্ন এসে দাঁড়াল ওর পাশে। একক ঘোড়সওয়ারের এগিয়ে আসা দেখছে।

'ওই যে,' উত্তেজিত স্বরে বলল জিম, 'ওকেই এখানকার সবাই প্রীচার বলে জানে।'

মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে লম্বা লোকটাকে লক্ষ করছে মার্শাল।

'হুম্।'

'আগে কখনও ওকে দেখেছ?'

ঝুঁকে একটু নিচু হয়ে হ্যাট ব্রিমের তলায় ঢাকা মুখটা দেখার চেষ্টা করল মার্শাল। 'এখান দেখে দেখে ঠিক বুঝতে পারছি না।'

জানালা দিয়ে তাকিয়ে থেকে ওরা দেখল আরোহীর ঘোড়াটা ধীর কদমে এগিয়ে ব্ল্যাকেনশিপের দোকানের সামনে থামল। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নিচে নেমে ঘোড়াটাকে হিচ-রেইলের সাথে বেঁধে দোকানে ঢুকল লোকটা। ডার্বির বারান্দা থেকে পাঁচ-জোড়া চোখ যে বদ মতলব

বইঘর.কম

নিয়ে ওকে লক্ষ করছে তা দেখেও দেখল না।

ভিতরে কোন খদ্দের নেই দেখে আশ্বস্ত হলো স্ট্রেঞ্জার। পিছন দিকে খুব মনোযোগ দিয়ে লেজার খাতা দেখছে জুড।

'মর্নিঙ, মিস্টার ব্ল্যাকেনশিপ।' অভিবাদন জানাল বটে, কিন্তু লোকটার দিকে তাকাল না স্ট্রেঞ্জার। সোজা উলটো দিকের খাবার কাউন্টারে গিয়ে হাজির হলো। অভিবাদনের জবাব দিল না জুড, কেবল নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল।

ব্যবসায়ী জানে দোকানে কে ঢুকেছে। স্ট্রেঞ্জার মাত্র কয়েকদিন আগেই তার দোকানে প্রথম এসেছিল। সেদিনের ঘটনা ওর স্পষ্ট মনে আছে। এরপর এই এলাকায় অনেক কিছু ঘটে গেছে। এবং সবগুলোর সাথেই ওই লোকটা কোন না কোনভাবে জড়িত। এখন কি ঘটবে সেটাই ভাবছে ও।

লাঞ্চ কাউন্টারে একটা টুলে বসে ওপাশের মহিলাকে সুন্দর একটা হাসি উপহার দিল প্রীচার।

'মর্নিঙ, ম্যাম।'

'মর্নিঙ, বাছা। কফি?' স্ট্রেঞ্জারকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে ফুটন্ত কেতলি থেকে কফি ঢেলে কাপটা এগিয়ে দিল কার্লা।

'ধন্যবাদ।' কফিতে চুমুক দিল সে। অত্যন্ত গরম, এবং চমৎকার স্বাদ। তরল পদার্থটা গলা পুড়িয়ে নিচে নেমে দারুণ একটা অনুভূতি জাগাল। কাপের উপর দিয়ে আড়চোখে বাইরের রাস্তার দিকে চেয়ে অর্ধেক কাপ কফি কাউন্টারে নামিয়ে রাখল ও।

'চমৎকার দিন,' আলাপ জমাবার চেষ্টা করল কার্লা। কোন জবাব না পেয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। দেখল ডার্বির বারান্দায় পাঁচজন লোক উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলছে। মাঝে মাঝে আঙুল তুলে দোকানটার দিকেই নির্দেশ করছে।

boighar.com

'এমন সুন্দর একটা দিন নষ্ট হতে চলেছে দেখে খারাপ লাগছে।' কার্লার স্বরে উদ্বেগ প্রকাশ পেল।

'মাঝে মাঝে এটা এড়ানো যায় না।'

বিষণ্ণমুখে মাথা ঝাঁকাল মহিলা। 'আরও কফি দেব?'

কাপটা বাড়িয়ে দিল প্রীচার। 'ধন্যবাদ।' কফিতে চুমুক দিয়ে কার্লার দিকে তাকাল লোকটা। 'এমন সুন্দর দিনে স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে একটু অবসর নিলেই হয়তো ভাল হবে।'

আবার মাথা ঝাঁকিয়ে এপ্রোনে হাত মুছল কার্লা। তারপর দ্রুত হাতে সব গুছিয়ে রাখতে শুরু করল।

পাঁচজনের মধ্যে একজন চেয়ার ছেড়ে উঠে রাস্তায় নেমে এগোল। লোকটা ঝুঁকে মাথা নিচু করে এঁকেবেঁকে ছুটছে। সঙ্গীরা উৎকণ্ঠা নিয়ে ওর অগ্রগতি লক্ষ করছে। রাস্তা পার হয়ে কাছে এসে জেগু সন্তর্পণে মাথা তুলে দোকানের ভিতর উঁকি দিল। যা দেখল তাতে বিস্ময়ে ওর চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো।

আবার মাথা নিচু করে যেভাবে এসেছিল একই ভঙ্গিতে বন্ধুদের কাছে ফিরে গেল।

'কি করছে ও?' জানতে চাইল ম্যাগিল।

'হ্যাঁ, কোথায় আছে লোকটা?' টাইসন প্রশ্ন করল।

হতবুদ্ধি জেগু ফিসফিস করে বলল, 'বললে বিশ্বাস করবে না—হারামজাদা ওখানে বসে দিব্যি কফি গিলছে। তাও আবার দরজার দিকে পিঠ!'

পাঁচজন নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল। ম্যাগিল ঠোঁট চেটে ওপাশের দোকানটার দিকে তাকাল। দুরভিসন্ধি খেলছে ওর মাথায়।

'তোমরা কি বলো? আমরা যাব?' সঙ্গীদের বাজিয়ে দেখতে চাইল ফোরম্যান।

বইঘর.কম

'বস্ নিশ্চয় খুশি হবে,' মন্তব্য করল টাইসন।

'হ্যাঁ,' আরেকজন বলে উঠল, 'স্যাকরেমেন্টোতে আমাদের এক সপ্তাহ ছুটি কাটাবার বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।'

'দুই সপ্তাহও হতে পারে,' জেগুর চোখ দুটো খুশিতে চকচক করে উঠল। 'বেতন-সহ।'

'তাহলে আর আমরা খামোকা বসে আছি কেন, ম্যাগিল?' উস্কাল টাইসন।

ভাবছে ম্যাগিল। স্টোরের দিক থেকে কোন নড়াচড়ার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু সে জানে প্রীচার সারাদিন ওখানে বসে কফি খাবে না। লোকজন ছুটি আর বোনাসের কথা যা বলেছে তা পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত। ডার্বি শক্ত লোক বটে, তবে ভাল কাজ দেখালে পুরস্কৃত করতে কার্পণ্য করে না।

জিম ডার্বি নিজেই না ওকে একবার বলেছিল, যারা সক্রিয় হয়ে কাজে নামে, তারাই কেবল জীবনে উন্নতি করে?

লোভনীয় প্রস্তাব। এমন একটা সুন্দর সুযোগ নাকের ডগা দিয়ে ফস্কে যেতে দেয়া যায় না।

'আমাদের কোন মার্শালের সাহায্য লাগে না, লাগে?'

সবাই একমত। চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল পাঁচজন। হাত নামিয়ে নিজের পিস্তল ছুঁয়ে নিশ্চিত হলো ওটা কোথায় আছে।

কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করার জন্যে একে-একে রাস্তা পার হলো ওরা। প্রত্যেকেই মাথা নিচু করে দ্রুত ছুটে পেরিয়েছে। ব্ল্যাকেনশিপের দোকানটার সামনে আবার সবাই একত্রিত হলো। পিস্তল হাতে প্রস্তুত। প্রত্যেকে তৈরি আছে কিনা চেক করে নিয়ে শূন্যে তোলা বাম হাতটা এক ঝটকায় নিচে নামিয়ে সিগন্যাল দিল ম্যাগিল।

একসাথে ঝাঁপিয়ে দোকানে ঢুকল ওরা। সবক'টা পিস্তল গর্জাচ্ছে।

boighar.com

বুলেটের আঘাতে ক্যান্ডির বয়মগুলো চুরমার হলো। ভাঙা কাঁচ আর ক্যান্ডি চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। কার্লার খাবার জিনিসপত্র, কফি, স্যুপ, দুধ ছিটকে দেয়ালে দাগ ফেলল। হাঁড়ি-পাতিল, মগ, সবকিছু ঝাঁঝরা হলো। সিরকায় ডুবানো আচারও রক্ষা পেল না—ব্যারেল ফেটে চৌচির হয়ে মেঝে ভেসে গেল।

গোলাগুলির শব্দে ডার্বি আর স্টকবার্ন আবার জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অবিরাম গুলি বর্ষণ চলছে। ডার্বির চেহারা আশ্বস্ত।

'ভালই হয়েছে, মার্শাল। প্রীচারকে নিয়ে এখন আর তোমাকে মাথা-ঘামাতে হবে না। মনে হচ্ছে ম্যাগিলই তার লোকজন নিয়ে তোমার কাজটা শেষ করে ফেলেছে। ও যে নিজেই এটা সামলাতে পারবে তা আমি ভাবতে পারিনি। যাক, তবু তোমার ফী তুমি পাবে।'

স্টকবার্নের মুখের ভাব একটুও বদলাল না। ডার্বির কথা ওর কানে গেছে বলে মনে হলো না। জানালা দিয়ে বাইরের দিকেই চেয়ে আছে ও।

'দেখা যাবে,' শেষ পর্যন্ত বিড়বিড় করল মার্শাল। 'ঘটনা এখনও শেষ হয়নি।'

সদয় ভাবে হাসল ডার্বি। 'ম্যাগিল একটু বোকা হলেও পাকা কাজই করে। এই জন্যেই তাকে আমি ফোরম্যান করেছি।'

কোন মন্তব্য করল না স্টকবার্ন।

ওদিকে স্টোরের ভিতর ম্যাগিল আর তার লোকজনের টার্গেট আর গুলি, দুটোই ফুরিয়ে আসছে। গোলা-বারুদের ধোঁয়া ভেদ করে কিছু দেখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কাউকে আদেশ দিতে হলো না; ওরা নিজে থেকেই শেষে গুলি ছোঁড়া বন্ধ করল। ধীরে ধোঁয়া কেটে যাচ্ছে। এখন ভাঙা কাঁচের টুকরো, আর বিভিন্ন রঙের তরল মিশ্রণে সৃষ্টি পিছল পদার্থ দেখা যাচ্ছে মেঝের ওপর।

বইঘর.কম

সবই দেখতে পাচ্ছে ওরা, কেবল প্রীচারের লাশটাই দেখা যাচ্ছে না।

বাতাসে হাত নেড়ে ধোঁয়া সরাবার চেষ্টা করছে জেগু আর টাইসন। ম্যাগিল একটু এগিয়ে সতর্ক ভাবে কাউন্টারের পিছনে উঁকি দিল। লোকটার লাশ এখানেই কোথাও আছে, হয়তো গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে কোনকিছুর পিছনে উলটে পড়েছে বলে দেখা যাচ্ছে না। মিনিট খানেকের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে প্রীচারকে।

ঠিকই পাওয়া গেল।

'তোমরা কাউকে খুঁজছ?' শান্ত স্বরে কেউ প্রশ্ন করল।

সবাই একসাথে ঘুরে দাঁড়াল। ভয় আর বিস্ময়ে ওদের চোখ বিস্ফারিত। গুলি করার জন্যে পিস্তল তুলল ওরা।

দোকানের ভিতর আবার গোলাগুলি শুরু হলো। ডার্বি আর স্টকবার্ন কান পেতে শুনল। হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে আওয়াজটা উঠেছে। কিন্তু এটা আগের মত দীর্ঘস্থায়ী হলো না। যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল। শেষ একটা গুলির শব্দ—তারপর সব নীরব।

কয়েক মিনিট পার হয়ে গেল। স্টোর থেকে একজন বেরিয়ে এল। লোকটা একবার ক্ষণিকের জন্যে ডার্বির দালানটার দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত ধীর পায়ে এগোল। কোন তাড়া নেই ওর।

জিমের চেষ্টার্জিত ভালমানুষির মুখোশ খুলে গেল। লম্বা লোকটার কাণ্ডকারখানা দেখে চোয়াল ঝুলে হাঁ হয়ে গেছে ওর মুখ।

'যীসাস্! লোকটা এখন আবার কি করছে?'

ওরা তাকিয়ে আছে। দেখল স্ট্রেঞ্জার ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নামল। ডার্বি ভেবেছিল লোকটা রাস্তার এপারে আসছে। কিন্তু ঠিক মাঝখানে থেমে পিস্তলে গুলি ভরতে শুরু করল ও।

boighar.com

স্টকবার্নের চেহারা অত্যন্ত গম্ভীর। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পর্দাটা ছেড়ে দিল সে।

'ও আমাদের বেরিয়ে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।'

'লোকটার মাথা খারাপ!' ডার্বি চোখের সামনে যা দেখছে তা ওর বিশ্বাস হচ্ছে না। স্টকবার্নের ব্যাখ্যাও ওর কাছে অবাস্তব মনে হচ্ছে। 'লোকটা সত্যিই বদ্ধ পাগল, তাই না?' জানালার থেকে ঘুরে দাঁড়াল সে।

মার্শাল কামরায় নেই। অফিসের দরজাটা খোলা। এক মুহূর্ত ভেবে কপাট লাগিয়ে আবার জানালার কাছে ফিরে গেল ডার্বি। দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, বিন্দুমাত্র না। ডেপুটিদের নিয়ে স্টকবার্নই কাজটা শেষ করবে।

কিন্তু দুশ্চিন্তায় না পড়লে হঠাৎ সে এভাবে ঘামতে শুরু করেছে কেন? উন্মাদ—বোকার হদ্দ ছিল ওই ম্যাগিল। মাথায় বুদ্ধি বলতে কিচ্ছু ছিল না। ভালমত প্ল্যান না করেই কাজে নেমেছিল। পেশাদার লোককেই কাজটা করতে দেয়া উচিত ছিল ওর। আনাড়ি লোক কাজে নামলে এমনই হয়।

না, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

ডার্বির দালানের দরজাটা খুলে গেল। ডেপুটির দল বেরিয়ে এসে ছক বাঁধা নিয়মে দাঁড়াল। তিনজন দরজার ডাইনে, তিনজন বাঁয়ে। সবার শেষে বেরোল স্টকবার্ন। মাঝখানে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে রাস্তার দিকে চাইল সে।

স্টকবার্নের আবির্ভাবের সাথেই স্ট্রেঞ্জারের পিস্তলে গুলি ভরা শেষ হলো। সিলিন্ডার বন্ধ করে ·৪৪ পিস্তলটা খাপে ভরল ও। একা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা লোকটা। নির্লিপ্ত চেহারা। কোন রকম উত্তেজনা প্রকাশ পাচ্ছে না। স্টকবার্ন, আর তার ডেপুটিদের সাথে ওর

বইঘর.কম

দূরত্ব বেশি নয়। সূর্যটা মাথার উপরে—তাই মাটিতে ছায়া পড়ছে না।

স্থির দাঁড়িয়ে আছে স্ট্রেঞ্জার।

স্টকবার্নের ডেপুটিরা তাদের টার্গেটকে ঠাণ্ডা চোখে যাচাই করছে। রাস্তার মাঝখানে আড়াল নেই। লোকটা কোন কিছুর পিছনে লুকোবে, বা পালাবে, তার উপায় নেই। প্রতিপক্ষকে অতি সাহসী বা বীর ভাবছে না। ওদের কাছে এটা নিছক আর একটা কাজ, যা এখনই শেষ করা দরকার।

বারান্দা থেকে রাস্তায় নামল ওরা। পুরো রাস্তা জুড়ে দাঁড়াল। তারপর স্টকবার্নের সঙ্কেত পেয়ে লোকগুলো আগে বাড়ল।

মার্শালের আঙুল লাফাচ্ছে। হাত পিস্তলের হাতলটার কাছে। একদৃষ্টে শিকারের দিকে চেয়ে আছে ও। প্রীচারও এগোতে শুরু করল। ওদের মাঝে দূরত্ব কমে আসছে।

তেইশ গজের মাথায় ডান পাশের ডেপুটি পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল। প্রীচারের হাতও সচল হলো। স্টকবার্ন আর বাকি ডেপুটিরাও পিস্তল বের করে ফেলেছে। আটটা পিস্তল যত দ্রুত সম্ভব গুলি ছুঁড়ে চলল।

আটচল্লিশটা গুলি খরচ হওয়ার পর শব্দ থামল। ধোঁয়া কেটে যাচ্ছে।

স্টকবার্নের তিনজন লোক মরে পড়ে আছে মাটিতে। ওদের উলটো পাশে ধুলোর ওপর নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে চওড়া ব্রিমের একটা কালো হ্যাট। ওতে দুটো ফুটো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওটার মালিককে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

একটা সবজান্তা হাসি ফুটে উঠেছে মার্শালের মুখে। লাশ তিনটার দিকে সে একবার চেয়েও দেখল না। ওর চোখ রাস্তার দুপাশে দালানগুলোর ওপর ঘোরাফেরা করছে। হাত দ্রুত রিলোড করায় ব্যস্ত।

'ছড়িয়ে পড়ো,' আদেশ দিল স্টকবার্ন। 'ওকে খুঁজে বের করতে

boighar.com

হবে।'

দৌড়ে এগোল তিনজন ডেপুটি। ছুটতে ছুটতেই পিস্তলে গুলি ভরছে।

একটা অদ্ভুত ধরনের নীরবতা বিরাজ করছে শহরে। রাস্তায় কিছুই নড়ছে না। বাড়ির ভিতরেও যেন নড়াচড়া বন্ধ। শহরবাসীরা সবাই বেডরুমে গিয়ে ঢুকেছে। জোরে শ্বাস ফেলতেও ভয় পাচ্ছে। ঘাপটি মেরে বসে আছে ওরা। চাইছে বাইরে যা ঘটছে তা আপনা-আপনি শেষ হয়ে যাক।

একজন ডেপুটি ছুটে মাটিতে পড়া হ্যাটটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ওখান থেকে তীক্ষ্ণ নজরে ডাইনে-বাঁয়ে দেখে দুটো বাড়ির ফাঁকে সরু গলিটার ভিতর ঢুকল। সরে পড়ার ওটাই সবথেকে যুক্তিসঙ্গত রাস্তা। পিস্তল হাতে প্রত্যেকটা দরজা জানালা চেক করছে ও। সামান্য নড়াচড়া দেখলেই গুলি করার জন্যে প্রস্তুত।

ডান দিকে একটা আধ-খোলা দরজার ওপর ওর চোখ আটকে গেল। ডেপুটির চোখের সামনেই দরজাটা কব্জার ওপর সামান্য নড়ল, যেন বাতাসে নড়েছে। কিন্তু দুপুর বেলার বাতাস একেবারে স্তব্ধ।

ডেপুটির চেহারার কোন পরিবর্তন হলো না। একটা লম্বা লাফে বামে সরে কুঁজো হয়ে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল সে। দরজায় বুক সমান উঁচুতে ছয়টা ফুটো হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি পিস্তলে গুলি ভরে দরজার দিকে এগোল ডেপুটি। পা দিয়ে ঠেলে ওটা খুলে অল্পক্ষণ কান পেতে শুনে ভিতরে ঢুকল।

একক একটা গুলির শব্দ ওকে অভ্যর্থনা জানাল। অত্যন্ত আশ্চর্য হওয়ার ভাব ফুটে উঠল ওর চেহারায়। কপালে একটা গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। উলটে চিত হয়ে বাইরে পড়ল সে।

পরপর ছয়টা গুলির পর একটা গুলির শব্দ স্টকবার্নের কানে

বইঘর.কম

পৌঁছেচে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার ডান দিকে চেয়ে সামনে এগোল ও।

ডেপুটি কোবল্ড ছুটতে ছুটতে পিছনের মাথা দিয়ে গলিতে ঢুকল। সহকর্মীর লাশটা দেখে থমকে দাঁড়াল। চট করে একটা বাড়ির আড়াল নিয়ে খুব সাবধানে উঁকি দিল।

অল্প দূরে রাস্তার অন্যপাশে একটা বিশাল আস্তাবল। ওটার পিছনের দরজাটা খোলা। সময় মতই উঁকি দিয়েছে ডেপুটি। একটা লম্বা আকৃতির লোককে ওই দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে দেখল। লোকটা পিছন ফিরে তাকায়নি, তাই ওকে দেখতে পায়নি। খুশিতে নিষ্ঠুর একটা হাসি ফুটল কোবল্ডের মুখে—নিঃশব্দে আস্তাবলের দিকে ছুটল সে।

দরজার কাছে পৌঁছে মাথা গলিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়েই আবার মাথাটা সরিয়ে নিল। ক্ষণিকের জন্যে এই দেখা দেয়ায় ওদিক থেকে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। বাইরের দেয়ালে পিঠ সেঁটে ভিতরটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল।

ছাদের ফাঁকগুলো দিয়ে কয়েক চিলতে রোদ ঢুকছে। ঘোড়াগুলো নিজেদের স্টলে তৃপ্তির সাথে খাবার চিবাচ্ছে। তিন দেয়ালে ঘেরা একটা জায়গায় ঘোড়ার জিন আর অন্যান্য জিনিসপত্র রাখা আছে। ওখানে একটা জিনিস ডেপুটির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মাথা নিচু রেখে ওদিকে ছুটল। লুকোবার জায়গাগুলোর ওপর সতর্ক নজর রেখেছে ও।

শেলফের ওপর একটা শটগান রাখা আছে। পুরোনো হলেও নিয়মিত যত্ন নেয়া হয় বোঝা যাচ্ছে। ভালভাবে তেল মাখা থাকায় গুলি ভরার জন্যে খোলার সময়ে কোন শব্দ হলো না। গুলি ভরে বন্ধ করে দুটো হ্যামারই একসাথে টেনে ওটাকে তৈরি রাখল। বাড়তি গুলিও সাথে নিয়েছে ও।

তিন দেয়ালের কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এল কোবল্ড। সম্ভাব্য লুকোবার জায়গাগুলো শটগানের গুলিতে একে-একে ছিন্নভিন্ন করছে

boighar.com

লোকটা। প্রচণ্ড শব্দে ভয় পেয়ে ঘোড়াগুলোর চোখের সাদা অংশ বেরিয়ে এসেছে। অস্থির ভাবে মাটিতে পা ঠুকছে ওরা। দ্রুত হাতে গুলি ভরে ফায়ার করছে ডেপুটি। খড়ের গাদা, চিলেকোঠা, খালি স্টল, কিছু বাদ পড়ল না।

পঞ্চাশ পাউন্ডের ওটের ছালা ফেটে ওট বেরিয়ে ছিটিয়ে পড়ল। পুরোনো আংশিক পচা কাঠের চিলেকোঠা ধসে পড়ল। ওখানে গাদা দিয়ে রাখা খড় ঢেউ-এর মত নিচে নামল।

গুলি ফুরিয়ে এল। নতুন টার্গেটও আর কিছু নেই। শটগানটা আবার শেলফে রাখার জন্যে হাত বাড়াল কোবল্ড। লাশটা খুঁজে বের করতে ওর দু'মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। উপরের দিকে তাকাল সে। সম্ভবত ওখানেই কোথাও মরে পড়ে আছে লোকটা।

ক্ষুরধার একটা দুমুখো ভারি কুঠার টোমাহওকের মত ঘুরতে ঘুরতে বাতাস কেটে উড়ে এল। ডেপুটির চোখ বিস্ফারিত হওয়ারও সময় পেল না। শটগান রাখতে বাড়ানো হাতটা কনুই-এর তিন ইঞ্চি উপর থেকে কেটে শটগান সুদ্ধ মাটিতে পড়ল। এক সেকেন্ড ওদিকে চেয়ে থাকল ডেপুটি।

তারপর চিৎকার করল।

চোখের পাতা ফেলে আওয়াজটার দিকে মুখ ফেরাল স্টকবার্ন। চেহারার পরিবর্তন হলো না। ওর গ্র্যানিট পাথরের মত চেহারায় ভাবের পরিবর্তন খুব কমই হয়।

আরও একজন চিৎকারটা শুনল। দোতলায় নিজের কামরায় দাঁড়িয়ে ডার্বি টের পেল ওর হাত কাঁপতে শুরু করেছে। হুইস্কির বোতল থেকে তিন আউন্স পানীয় গ্লাসে নিয়ে নির্জলা মদ গলায় ঢেলে দিল। এক ফোঁটা মদ চিবুক বেয়ে নেমে ওর দামী শার্টটার ওপর দাগ ফেলল।

ছায়ার ভিতর থেকে পিস্তল হাতে বেরিয়ে এল স্ট্রেঞ্জার। কোবল্ডের

বইঘর.কম

যন্ত্রণায় পাক খাওয়া দেহটা টপকে দরজার দিকে এগোল। পিছনের রক্তাক্ত লোকটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করল।

দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে কেন যেন থমকে দাঁড়াল। একটা বুলেট ওর মুখের এক ইঞ্চি দূরে কাঠের কুচি ছিটাল। ঘুরে ঝাঁপিয়ে মেঝের ওপর পড়ল প্রীচার। ভিতরের দেয়ালের সাথে দেহ সাঁটিয়ে একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে উঁকি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল শেষ ডেপুটিটা কোথায় আছে।

দ্বিতীয় একটা গুলি অল্পের জন্যে ওকে মিস করল। দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে দুই তক্তার মাঝে একটা ফাঁক দিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করল ও।

দৃষ্টি বেশ সীমিত হলেও আস্তাবলের সামনে গলির কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আততায়ীর কোন চিহ্ন দেখা গেল না। লোকটা যে-ই হোক, অত্যন্ত সাবধানী। তার শিকারের মত সেও অদৃশ্য হতে সক্ষম হয়েছে। এখন প্রথম যে নড়বে তারই বিপদ ঘটবে। একটুও অসাবধান হওয়ার উপায় নেই।

এক মিনিট সময় পেরিয়ে গেল। মনে মনে সম্ভাবনাগুলো একে-একে যুক্তি দিয়ে বিচার করে মাথা ঝাঁকিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল প্রীচার। পিস্তল তুলে পরপর ছয়টা গুলি করল ঘোড়াকে পানি খাওয়াবার টব লক্ষ্য করে। সারিবদ্ধ ছয়টা ফুটো দিয়ে পানি বেরিয়ে আসছে। প্রথমে পরিষ্কার—পরে গাঢ় লাল হলো পানি।

পিস্তলে গুলি ভরতে ভরতে টবটার দিকে এগোল স্ট্রেঞ্জার। ডেপুটির লাশটা ভিতরে ভাসছে। লোকটার মুঠোয় পিস্তলটা এখনও ধরা আছে। মুখ তুলে তাকাল সে।

আর মাত্র একজন বাকি।

রাস্তার মাঝখানে চোখ সরু করে শব্দের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে

boighar.com

স্টকবার্ন। ওর মুখের ভাব দুর্বোধ্য, মনোভাব হিংস্র।

দুটো বাড়ির ফাঁক দিয়ে বড় রাস্তায় উঠে এল লম্বা একটা লোক। অক্ষত। রাস্তার মাঝখানে এগিয়ে গেল ও। ওখানে মাঝরাস্তায় আরও একটা জিনিস রয়েছে। একটা হ্যাট। ওটা তুলে চিন্তাযুক্ত ভাবে গর্ত দুটো পরীক্ষা করল। তারপর ধুলো ঝেড়ে হ্যাটটা মাথায় পরে টেনে চোখের ওপর নামিয়ে আনল।

পঞ্চাশ গজ দূরে স্টকবার্নকে দেখা যাচ্ছে। হাসল মার্শাল। কৌতুকহীন হাসি। হাসিতে ওর মুখের ভাব বিন্দুমাত্র নরম হলো না। রাস্তার মাঝখানে এসে পিস্তল বের করে অভ্যাস মত গুলি ভরা আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখল। ওদের দুজনের মাঝে আছে পঞ্চাশ গজ, আর তিনজন ডেপুটির লাশ।

এগোচ্ছে স্টকবার্ন। একটুও দেরি না করে লম্বা লোকটাও ওর মোকাবিলা করতে এগোল। দুজনই ধীর পায়ে হাঁটছে। পরস্পরের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যে চোখ সরাচ্ছে না কেউ। দূরত্ব কমে আসছে। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে স্টকবার্ন নিজের পিস্তলের মুখটা একটু একটু করে ওঠাচ্ছে। চুরি করে যতটুকু ওঠানো যায় ততটুকুই লাভ। আরও দ্রুত গুলি ছুঁড়তে পারবে ও। তাক করে গুলি ছুঁড়তে সময় কম লাগবে।

ওর প্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু তার পিস্তল এক চুলও ওঠায়নি। তার বদলে স্ট্রেঞ্জার কেবল তার মুখটা একটু ওপরে তুলল। এই প্রথম সূর্যের আলোয় ওর মুখটা পরিষ্কার দেখতে পেল মার্শাল।

স্ট্রেঞ্জারের চোখের দিকে চেয়ে এই প্রথম স্টকবার্নের মুখের ভাব বদলালো।

'তুমি। তুমি!'

দ্রুত পিস্তল তুলে গুলি ছুঁড়ল স্টকবার্ন। বিস্ময়ের ধাক্কা ওকে একটুও স্লো করতে পারেনি। ওর প্রতিক্রিয়া স্বভাবজাত, হিসেব করা নয়। বহু

বইঘর.কম

বছরের অনুশীলন, হত্যায় আর খুনে ওর হাত পেকেছে।

কিন্তু এতে কোন পার্থক্য হলো না। স্ট্রেঞ্জারের পাঁচটা গুলি একটার মত শব্দ তুলে মার্শালের বুকে আট ইঞ্চি একটা বৃত্ত আঁকল। ষষ্ঠ গুলিতে ওর মাথার পিছন দিকটা উড়ে গেল। পড়ে গেল স্টকবার্ন। শেষবারের মত প্রতিপক্ষকে দেখার সুযোগও সে পেল না। বাম হাতের আঙুলগুলো একবার কুঁকড়ে স্থির হয়ে গেল।

পিস্তলের কার্তুজের খালি খোলগুলো রাস্তায় ফেলে পিস্তলে আবার গুলি ভরে নিল স্ট্রেঞ্জার। ওর চোখ এখনও হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়া মার্শালের লাশের ওপর। স্টকবার্নের দুটো হাতই এখন স্থির। হাতের আঙুলগুলো আর কোনদিন নার্ভাস ভাবে নাচবে না।

সিলিন্ডার বন্ধ করে পিস্তল খাঁপে ভরে নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল স্ট্রেঞ্জার।

দোতলার জানালা দিয়ে ছাই-এর মত সাদা মুখে লম্বা লোকটার গতিবিধি লক্ষ করছে ডার্বি। ওর ডান হাতে একটা কালচে-নীল লম্বা নলের ডেরিঞ্জার। ওটা তাক করছে ও—নিজের দিকে।

পাদানিতে একটা পা ঢুকিয়ে ইতস্তত করল লম্বা লোকটা। ঘুরে চোখ তুলে দোতলার বিশেষ একটা জানালার দিকে তাকাল। জানালার পিছনে পর্দাটা সামান্য নড়ে উঠল। দূর থেকে একটা গুলি আর কাঁচ ভাঙার শব্দ ভেসে এল। ডার্বির দেহটা মেঝের পুরু কার্পেটে পড়ায় আওয়াজটা শুনতে পেল না প্রীচার। শোনার প্রয়োজনও নেই।

ডার্বিই কাজটা শুরু করেছিল, এবং ডার্বিই তা শেষ করল।

সবকিছুর সমাপ্তি ঘটল।

ঘোড়ার পিঠে বসে লাগামে ঝাঁকি দিল স্ট্রেঞ্জার।

বাকবোর্ডের ঘোড়াটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে শহরে ঢুকে ব্যাঙ্কের সামনে থেমে

boighar.com

দাঁড়াল। পাতলা গড়নের আরোহী নির্দয়ভাবে ঘোড়াটাকে সারা পথ দাবড়ে এনেছে। শহরবাসীদের কেউ কেউ মুখ তুলে ওকে দেখল বটে কিন্তু শহরের রাস্তায় লাশগুলোর দিকেই সবার মনোযোগ।

বাকবোর্ড থেকে লাফিয়ে নিচে নামল ওয়ানিতা। মেয়েটাও মৃতদেহগুলো দেখেছে এবং উৎকণ্ঠার সাথে প্রত্যেকটা চেহারা লক্ষ করেছে। সবাই ওর অপরিচিত।

'কোথায় সে?'

কারও কাছে জবাব নেই। শহরের লোকজন সকালের অপ্রত্যাশিত ঘটনার পর বোবা হয়ে গেছে। ধাক্কাটা এখন কেটে যাচ্ছে, কিন্তু খুব ধীরে। এমনকি টমাস, যে মৃতের সৎকার করে, সেও এমন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে যে এখনও কাজে হাত দিতে পারেনি।

নিতা সবাইকে একই প্রশ্ন করছে, কিন্তু শূন্যদৃষ্টির চাহনি ছাড়া আর কোন জবাব পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত জুড ব্ল্যাকেনশিপের পরিচিত চেহারা দেখতে পেয়ে ওর কোটের হাতা খামচে ধরল।

'কোথায় সে?'

চোখের পাতা ফেলে ঘোর কাটিয়ে বাস্তবে ফিরে এল দোকানি।

'কে কোথায়, বাছা?'

'প্রীচার!'

'ওহ, প্রীচার।' রাস্তার দিকে তাকিয়ে নড করল সে। 'চলে গেছে।'

'চলে গেছে? কোথায়?'

'কে জানে?' কাঁধ উঁচাল ব্ল্যাকেনশিপ।

দোকানির কোটের হাতা ছেড়ে শহরের লোকজনের মাঝে লম্বা আকৃতির মানুষটাকে হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরল নিতা। কিন্তু কোথাও ওকে দেখতে পেল না। শেষে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ওয়্যাগনে উঠে বসল মেয়েটা।

বইঘর.কম

'বাছা!' ব্ল্যাকেনশিপ তাড়াতাড়ি হাত তুলে ওকে ঠেকাতে ছুটে এল। 'তোমার ঘোড়াটার দিকে একবার চেয়ে দেখো। ওর মুখে ফেনা উঠে গেছে। আরও খাটালে নির্ঘাত মারা পড়বে। ওর বিশ্রাম দরকার। আমাদের সবারই এখন বিশ্রাম প্রয়োজন। প্রীচার চলে গেছে, নিতা।'

ওয়ানিতার দিকে চেয়ে পিতৃসুলভ একটা হাসি দিয়ে ঘুরে নিজের দোকানের দিকে ফিরে গেল জুড। দোকানের ক্ষয়ক্ষতির হিসাবনিকাশ করতে প্রচুর খাটুনি আর সময়ের দরকার হবে। কিন্তু তাতে ওর আপত্তি নেই। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীই সরে গেছে। সে জানে আগামীতে ব্যবসায় যা লাভ হবে তার তুলনায় আজকের ক্ষতি কিছুই না।

ওয়ানিতাকে বাকবোর্ডে একা ছেড়ে চলে গেল দোকানি। মেয়েটার নিজেকে পরিত্যক্ত আর প্রতারিত মনে হচ্ছে—কান্না পাচ্ছে ওর। খানিকক্ষণ চুপ করে ওখানে বসে থাকার পর হঠাৎ সে খেয়াল করল এখন আর শহরবাসীর পুরো মনোযোগ লাশের প্রতি নেই—তাকেও অনেকে লক্ষ করছে।

সোজা হয়ে বসে নিজেকে সামলে নিল ও। সে ফিশার। জুড ব্ল্যাকেনশিপের কথাটা ওর কানে এখনও বাজছে। 'চলে গেছে।'

'না, যায়নি,' জোরেই বলে উঠল নিতা। 'অন্তত সত্যিকার অর্থে না।'

বাকবোর্ড থেকে নেমে ঘোড়াটাকে খুলে আস্তাবলের দিকে এগোল মেয়েটা। মেয়ারটা এখনও হাঁপাচ্ছে। অর্ধেক পথ যাওয়ার পর থেমে দাঁড়াল নিতা। দূরে সিয়েরার চূড়ার ওপর ওর চোখ।

'প্রীচার!' চিৎকার করল সে। এখন আর ওর চোখে জল নেই, না, আর না। 'আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম, প্রীচার! তুমি শুনছ?'

কয়েকজন শহরবাসী অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। ওদের উপেক্ষা করল নিতা। তার কাছে বর্তমানে ওদের কোন অস্তিত্ব নেই। আছে শুধু


boighar.com

সে, আর ওই দূরের পাহাড়গুলো।

'আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি!' ওর স্বর কিছুটা নামল। 'আমি তোমাকে ভালবাসি, প্রীচার! গুডবাই!' ঘোড়ার পিঠটা আদর করে চাপড়ে দিল নিতা। 'ও আবার ফিরে আসবে,' নিজেকেই ফিসফিস করে শোনাল মেয়েটা। 'আমি প্রার্থনা করলে ও ঠিকই ফিরে আসবে। ওকে কাছে পেতে চাইলে, আমি আবার একটা মির‍্যাক্‌লের জন্যে প্রার্থনা করব।'

নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী আবার ফিরবে কি?

****

www.boighar.com